...পেরা একটু শক্ত হয়ে বস্‌লে আর দিন কত পরে টাকা দিয়েই হয় ত কিনে নেবে। আর হাজার হলেও আমার হ'ল গেঁয়ো গেরস্তর ঘর—"

"তা ছেলে ত হবে সহুরে বড় চাকরে।"

"হক্‌ আগে, তখন—"

"বিয়ে না হয় তখনই কর্‌বে, পছন্দমত একটি মেয়ে নিজেই দেখে শুনে।"

"তার পর?—এই যে দেনাগুলো আমি করেছি—বড় চাকরে যে আজ হবে তারই মালমশলা যোগাতে—সেগুলো শোধ দেবে কে?"

"তা তখন কি আর টাকা সত্যিই পাওয়া যাবে না?"

"যদি না যায়?—আর সে বিয়ের সম্বন্ধ ত বাপ আমি করব না, কর্‌বে ও নিজে। মেয়ের সঙ্গে—ঐ সাহেবদের মত আগে হয় ত একটা কোর্টশিপই চল্‌বে। টাকা চাইবে কোন্‌ মুখে?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী চুপ করিয়া রহিলেন। গোবিন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন, "এখনও আমি কর্ত্তা, মেয়ের বাপের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তা আমিই চালাচ্ছি, চালাতে পারি। রেওয়াজ যেমন হয়েছে, টাকা-কড়ির দাবীদাওয়াও একটা করতে পারি। তখন কোথায় থাকব আমি? আমার এই দায়ের কথা একটু ও ভাববে? হাঁ, এমন ছেলেও আছে, যারা লায়েক হয়েও বাপকে একেবারে গোটেল ক'রে দেয় না। তার ভাল মন্দটাও ভাবে, নির্ভরও তার ওপর যথেষ্ট করে। কিন্তু ও কি সেই ধাতুর ছেলে?"

সৌদামিনী কহিলেন, "আর ত কিছু ভাবছি না। নিজের দায়ে পরের একটা মেয়ে ঘরে আন্‌বে—শেষে যদি ও তার দিকে ফিরেও না চায়?"

"পাগল!—তাও কি হয় কখনও? বিয়ে একবার হয়ে গেলে—মেয়েটি যা শুনছি, সত্যিই যদি লক্ষ্মী হয়—কয় দিন তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য

ক'রে দূরে ঠেলে রাখ্‌তে পার্‌বে? কেউ পেরেছে তা কখনও? কত এমন দেখ্‌লাম! সে যারা রাখে, রাখে অন্য কারণে। চেহারাটা ঠিক পছন্দসই নয়, কি লেখাপড়া একটু কম শিখেছে, তার জন্যে নয়।"

"দেখ যা বোঝ! তবে—"

"তবে-টবের ভাবনা — না, ভাব্‌তে আর পার্‌ছি নি—জান্‌লে? পাওনাদারদের আর রাখ্‌তেই পার্‌ছি নি। অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। ও কবে চাকরী ক'রে দেনা শোধ কর্‌বে, সে ভরসা ক'রে এত টাকা কেউ আমাকে দেয় নি, দিয়েছিল বিয়ে দিয়ে শোধ করব, তাই। এখন এই সম্বন্ধটা এসেছে, সবাই এসে চেপে ধরেছে। বল্‌ছে, সুবিধে একটা পেয়েছ, টাকাগুলো এখন শোধ ক'রে দেও। আর আমিও এটা ছেড়ে দিলে, এর পর আর শোধ করতে পারব না। কারণ ছেলের ঠিক মনের মত মেয়ে—আর এত টাকা—একসঙ্গে কোথাও পাওয়া যাবে না। খুঁজেও ত দেখেছি, সে আজকাল হবার নয়। হয় এই বিয়ে দিয়ে দেনাগুলো শোধ করতে হবে, না হয় বাড়ী ঘর আর জমাজমিটুকু ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় গে দাঁড়াতে হবে।"

"কিরণ যদি রাজি না হয়?"

"রাজি তাকে হ'তেই হবে। দেনা এতগুলো করেছি, নিজের সখে নয়, তারি জন্যে। পাওনাদাররা অপেক্ষা করতে আর চাইছে না। ওর রোজগারের ভরসাও বোধ হয় করতে পারছে না। আবার বাই ধরেছে —বিলেত যাবে! কত দিনই সত্যি আর তারা হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌বে? দেনা সব আমাকে শোধ ক'রে এখুনি দিতেই হবে। আর এ ছাড়া তার উপায়ও কিছু নেই? রাজি হবে না? হারামজাদা! হ'তেই তাকে হবে!"

সৌদামিনী কহিলেন, "এক কায বরং কর। পাকা দেখার আগে ভাল ক'রে বুঝিয়ে তাকে বল। দেনার দায় যা আছে, সে ত আছেই।

-স্তার ওপর আবার ভদ্দর লোকের কাছেও বেকুব হবে? শুনেছি, পাকা সম্বন্ধ ভাঙ্গা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও আজকাল হয়। তুমিই ত সেবার ঐ যে কে বিলেস বাবুর এম্‌নি একটা মোকদ্দমার তদ্বির করলে।"

"হুঁ—দেখি! কথাটা ভাববার কথাই বটে। বড় ভুল করেছি গিন্নী। আমার মত হাভাতে লোকের পক্ষে এত দেনা ক'রে ছেলে পড়াতে যাওয়াটা বড় বেকুবীই হয়েছে দেখ্‌ছি!"

"তা ছেলেকে ত মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে।"

"যার যেমন অবস্থা, সেই ভাবেই তাকে ছেলে মানুষ করতে হয়। লেখাপড়া কিছু শিখ্‌ল, আর যেমনই হক কাযকর্ম্ম কিছু ক'রে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান যদি ক'রে নিতে পার্‌ল, গরীবের ছেলের পক্ষে সেই ঢের মানুষ হওয়া হ'ল। অত খরচ-পত্তর ক'রে অতি বড় করতে ছেলেদের বড় লোকেরাই পারে, ঘরে যাদের মেলাই টাকা আছে। আর মূর্খ আমি—বামন হয়ে চাঁদ ধর্‌তে গিয়েছিলাম পরের ঘাড়ে চ'ড়ে,—আর সেই ঘাড়ের লম্বা মুজরী যোগাব ছেলের বিয়ে দিয়ে! ভাবিনি, সময় যখন হবে, সে বিয়ের কর্ত্তা আমি নাও থাক্‌তে পারি।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী কহিলেন, "সে যা হবার হয়েছে, শোধরাবার ত আর উপায় নেই। এখন দেখ—যা বল্লাম—বাড়ীতে এ একবার ত আস্‌বে লিখেছে পরীক্ষের পরে—"

"হুঁ—দেখি, আসুক ত।" বলিয়া গোবিন্দ বাবু উঠিয়া বাহিরের দিকে গেলেন।

যথাসময়ে কিরণ বাড়ীতে আসিল। কিন্তু প্রস্তাব শুনিয়াই একেবারে বাকিয়া বসিল। স্পষ্ট বলিল, খরচ করিয়া পিতা তাহাকে পড়াইয়াছেন, পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। প্রত্যেক পিতাকেই ইহা করিতে হয়। তাহার জন্য তাহার জীবনটাকে এভাবে বলি দিবেন, এ অধিকার

পিতার নাই ! কোনও পিতারই থাকিতে পারে না। পিতার তিরস্কার, মাতার অনুনয়—কিছুতেই কোনও ফল হইল না। শেষে বন্ধু-বান্ধবরা শক্ত করিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল। অনেক যুক্তিতর্ক ও ধস্তাধস্তির পর কিরণ শেষে কহিল—"বেশ, তোমরা বলছ—বিকিয়ে দিতে আমাকে চান, দিন। এতেই যদি পিতৃঋণ আমার শোধ হয়, বেশ, তাই হ'ক্। এর পর আর কিছুতে যেন দায়িক তাঁরা আমাকে না করেন। তোমরাও ক'রবে না।"

"তার মানে?"

বন্ধুদের মধ্যে কিরণের নিকট এক জ্ঞাতিভ্রাতা সতীশ ছিল বাল্যাবধি তাহার অতি অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। কিরণের কথার উত্তরে সে এই প্রশ্ন করিল। প্রত্যুত্তরে কিরণ কহিল, "মানেটা এমন শক্ত কিছু নয়। বুঝ্তে মল্লিনাথের টিকেও আবশ্যক হয় না।"

"না, বুঝ্তে পারলাম না। স্বয়ং মল্লিনাথও এর কোনও টিকে ক'রে বুঝিয়ে দিতে কাউকে বোধ হয় পারতেন না। যা-হ'ক্, তোমার টিকে ভাষ্যটাই শোনা যাক্।"

"কেন, তোমরাই ত ব'ল্ছিলে, পিতৃঋণ আমার শোধ ক'রে দেওয়া উচিত। তা দিচ্ছি। সেই ঋণই যদি শোধ হ'য়ে গেল—"

"শোধ হ'য়ে গেল! এতেই পিতৃঋণ তোমার শোধ হ'য়ে গেল? তোমার পড়ার খরচা যোগাতে এই যে দেনাগুলো উনি ক'রেছিলেন, এইটেই কেবল তোমার পিতৃঋণ! সাধে কি ব'ল্ছি, স্বয়ং মল্লিনাথেরও সাধ্য ছিল না কোনও টিকে ক'রে তোমার এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে পার্তেন? বুঝ্তেই পারেন, এমন মাথা নিয়েও মল্লিনাথ কেউ এদেশে জন্মায় না!"

"জন্মায় না সেটা দেশের দুর্ভাগ্য! শাস্ত্রশাসন, সমাজশাসন আর

মূর্ত্ত কুসংস্কারের জঞ্জাল মানুষের মাথাটাকে একদম চেপে রেখেছে, সহজ স্ফূর্ত্তিতে বাড়তে কোনও দিকে দিচ্ছে না, তাই জন্মায় না।"

"রেখে দে—রেখে দে! ফিরিঙ্গী দেশের নতুন আমদানী ও সব বাজে বকনীর কপচানী ঢের শোনা গেছে। দেশকে যারা চেনেনি, দেশের ওপর দরদ যাদের কিছু নেই, তাদের মুখেই ঐ সব কথা শোনা যায়।"

"দেশকে তোমরা চিনেছ? দরদ খুব আছে?"

সতীশ উত্তর করিল, "দরদ আছে, সে তুশোবার ব'ল্‌ব। কিন্তু চিনেছি এ কথাটা গরব ক'রে ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে। তবে যাঁরা চিনেছেন, দেশের খাঁটি সন্তান যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যা শিখিয়ে গেছেন, সেটা মেনে চলি। তু পাতা ফিরিঙ্গী বই প'ড়ে ফিরিঙ্গী দেশের গোলাম ব'নে যাই নি!"

"আর আমি গিয়েছি। নয়?"

"গিয়েছ সে তুশোবার। নইলে মুখে এমন কথা আজ বেরোত না যে এতেই পিতৃঋণ তোমার শোধ হয়ে গেল।"

"এতেই ঠিক না যাক্, পিতৃঋণ তোমরা যাকে বল—সমস্ত জীবনটা যে আমাকে আজ বলি দিতে হ'চ্ছে, তাতেও তা শোধ যাবে না?"

"জীবনটা বলি দিতে হ'চ্ছে! কি রকম?"

"তাঁর এই দেনার দায়ে গেরো যে জন্তুটিকে জীবনের মত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন—"

"জন্তু! জন্তু কাকে ব'ল্‌ছিস্ রে হতভাগা? গেরেস্ত ঘরের ছেলে—সম্ভ্রান্ত গেরস্ত ঘরের লক্ষ্মী একটি মেয়ে এনে দিচ্ছেন—আর সে হ'ল জন্তু! তোদের হালফ্যাশানী কোর্টশিপ আগে একটা হয় নি—এই ত? এতেই সে হ'ল জন্তু, জীবনটা একেবারে বলি দেওয়াই তোর হ'য়ে গেল! কোর্টশিপ ক'রে বিয়ে কবে কোথায় এদেশে হ'য়ে থাকে? আর তা

হয় না ব'লে অসুখীই বা কয়জনে হচ্ছে? যে দেশের গোলাম তোরা, তাদের খবর নিয়ে দেখ্ গিয়ে যা। জান্তে পার্বি, বিবাহিত জীবনে তারাই বেশী সুখী, না আমরাই বেশী সুখী। শুন্তে ত পাই, 'হানিমুন'টা পেরোতে না পেরোতেই কেউ কারও গন্ধই আর বড় সইতে পারে না!"

"পারে না যারা পারে না। সবাই কেউ কোথাও পারে না—তাজা একটা জীবন যেখানে মানুষের মধ্যে আছে। জ্যান্তে মরা এদেশ—সুখ-দুঃখের একটা অনুভূতিই কারও থাক্লে ত? পচা পুতি-গন্ধে ভরা সমাজ—কীটের মত তারই ভেতর লুটোপুটি সবাই খাচ্ছে, আর ভাব্ছে বেশ আছি! অপরাধ আমার সেই বেশটাকেই বেশ ব'লে মেনে নিতে পার্ছিনি। একটা আদর্শ আমার ছিল—সেইটে ধ'রে তাজা একটা জীবনের ভোগে সুখী হতে চেয়েছিলাম। হয়ত—হয়ত—হ'তেও পার্তাম। কিন্তু সেই আদর্শ ছেড়ে একদম পুরোণো পচা এই পাঁকে আজ আপনাকে ডুবিয়ে দিতে হ'চ্ছে! তবু ব'ল্বে পিতৃঋণ আমার শোধ হ'ল না?"

"ওরে হতভাগা—"

সারদা তখন বলিয়া উঠিল "ওরে থাম্ থাম্ এখন সতীশ! মিছে আর কথা বাড়াস্নি। এ তর্কাতর্কিতে লাভ কিছু নেই। মীমাংসা কিছু ক'রে উঠ্তে পার্বিনে। তুইও ওকে বোঝাতে পার্বিনি, ও-ও তোকে বোঝাতে পারবে না। হাঁ, বাজে বকাবকি ঢের হ'য়ে গেল। কাজের কথায় এখন আসা যাক্। শোন কিরণ, বলি কি পাঁকে ডোবা যাই বল, আর পিতৃঋণ তোমার এতে শোধ হবে কিনা—সেটাও তুমি বুঝ্বে আর তোমার বাবা বুঝ্বেন,—আপাততঃ কথা হ'চ্ছে এই দায়টা থেকে তাঁকে উদ্ধার ক'র্তে বিয়ে ক'রে এই বউটি তুমি ঘরে আন্তে প্রস্তুত আছ কিনা।"

বিপিন কহিল "আর আমরা মনে করি, সত্যি সে যদি ভালমানুষের মেয়ে হয়—যেমন নাকি শুনছি—তাহ'লে আজ যাই ভাব—অসুখী তুমি হবে না। এই পাঁকেই পদ্ম ফুল হ'য়ে রূপে গন্ধে তোমাকে মুগ্ধ ক'রে রাখ্তে পারবে।"

একটু হাসিয়া সুনীল কহিল, "কিরণ ব'লবে বড় জোর নীলপদ্ম!"

বিপিন উত্তর করিল, "হ'ক নীল পদ্ম, শোভায় কি গন্ধে রক্তপদ্ম কি শ্বেতপদ্মের চাইতে হীন তা নয়। কবিরাও হীন কোনও স্থান তাকে দেন নি।"

তারক কহিল, "হাঁ, ঠিক ব'লেছ। সুন্দরী যাদের তাঁরা পদ্মাক্ষী বলেন, তারা নীলপদ্মাক্ষীই বটে—যেমন স্পষ্ট কথায় ব'লে থাকেন ইন্দীবরাক্ষী!"

"সে যাক্ গে। তা হ'লে কিরণ কি বল এখন?"

কিরণ কহিল, "কতবার আর এক কথা ব'লতে হবে? ব'লেছিই ত বিয়ে দিয়ে দায় উদ্ধার ক'রতে তিনি চান, বেশ দিন। ইচ্ছেয় হ'ক কি অনিচ্ছেয় হ'ক, বিয়ে আমি করব। তবে একটা কথা। যা ক'রতে হয় শীগগির ক'রে ক'রে ফেলুন—বাড়ীতে আমি থাক্তে থাক্তে। ফিরে যদি একবার যাই, কে জানে হয়ত—আস্তেই আর পারব না, মনটাও ব'দলে যেতে পারে।"

বলিয়াই কিরণ উঠিয়া গেল।

২

নিকটেই শুভদিন একটা ছিল। বিবাহ হইয়া গেল। কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করিতে হইবে, এই ওজুহাত দেখাইয়া পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই কিরণ কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষার ফলে সর্ব্বোচ্চ স্থান সে অধিকার করিয়াছিল। কলেজের প্রধান অধ্যাপকের সুপারিশে পশ্চিম অঞ্চলের কোনও কারখানায় ভাল একটি চাকরী সে পাইল। কর্ম্মস্থলে গিয়া মাসেক কাল পরে কিরণ পিতাকে লিখিল, তাঁহার ঋণ সে শোধ করিয়া দিয়াছে। সংসার এতদিন যেভাবে চলিতেছিল, তাহার অপেক্ষা আরও স্বচ্ছল ভাবেই বরং এখন চলিবে। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য সে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার উপার্জ্জনের অর্থ তাহারই জন্য সঞ্চিত রাখিবে, বাড়ীতে নিয়মিতভাবে কিছু পাঠান সম্ভব হইবে না। তবে নিতান্ত প্রয়োজন কখনও কিছু হইলে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতে সে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু এরূপ প্রয়োজন সদা-সর্ব্বদা যাহাতে না হয়, সে দিকেও যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা চলেন। ইত্যাদি।

পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থের নিয়মিত কোনও সাহায্য এখনই যে প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা নয়। সংসার যে ভাবে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও যাইবে। পুত্র ভাল চাকরীতে গিয়াছে বলিয়া চাল বাড়াইবারও কোনও আগ্রহ তাঁহার ছিল না, তাহার আবশ্যকতাও কিছু মনে করেন নাই। ছোট আর দুইটি ছেলে মেয়ে আছে, বরাবরই ত ছিল। একটি বধূ মাত্র আসিয়াছে, সে আর কত খাইবে, কতই পরিবে? তাহাকে প্রতিপালন তিনিই বেশ করিতে পারিবেন। আর বধূটিও বড় লক্ষ্মী।

ধনীর কন্যা—কিন্তু সে রকম চালচলন কিছু নাই। যেন গরীব গৃহস্থের কন্যা, গরীব গৃহস্থের ঘরের বধূটি হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু পত্রখানি পড়িয়া মনে বড় আঘাত গোবিন্দ বাবু পাইলেন। বিলাত যাইবে, ভাল কথা। খরচপত্র কিছু দিবে না, নাই দিত।—না দিলে তিনি গিয়া লাঠি মারিয়া ত আনিতে পারিতেন না। তা এরূপ ভাবে ও ভাবার চিঠিখানা না লিখিলেও ত পারিত। একটু নরম কথায়ও ত জানাইতে পারিত, এই প্রয়োজনে টাকা সে হাতে রাখিতে চায়। পিতা যদি সংসারটা নিজের আয়ে আরও কিছুকাল চালাইয়া লইতে পারেন ত ভাল হয়। সন্তুষ্ট হইয়াই তিনি তাহা করিতেন। আবার ঋণ শোধের খোঁটাটাও দিয়াছে! লিখিয়াছে, ঋণ সে শোধ করিয়া দিয়াছে—যেন সে মনে করে, পিতৃঋণ তাহার ইহাতেই শোধ হইয়াছে, আর কোনও দাবী-দাওয়া তাঁহাদের পুত্রের উপরে নাই। দয়া করিয়া নিতান্ত কোন প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য কখনও কিছু করিতে পারে!—তাই সত্য মনে করে কি? করুক্, করিলে উপায় কি? পিতৃঋণ বলিতে তাঁহারা এবং তাঁহাদের মত লোকেরা যাহা বোঝেন, ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই পুত্রেরা তাহা মানিয়া চলে। কেবল দাবীর জোরে কোনও পিতা তাহা মানাইতে পারেন না। তিনিও পারিবেন না, আর তাহা চাহেনও না। শেষ জীবনে—ভাগ্যে যাহা আছে, ঘটিবে। কিন্তু ঐ পরের মেয়েটি ঘরে আনিয়াছেন, তাহাকেও যদি এমনই উপেক্ষা করে! কোন আকর্ষণ তাহার প্রতি জন্মিয়াছে, এমন ত মনে হয় না। একখানি চিঠিও তাহার কাছে আইসে না। তাই ত!—গৃহিণী ঠিকই বলিয়াছিলেন, তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। হায় হায়! কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলেন? না হয় বাড়ী-ঘর জমা-জমি সব যাইত। কায না করিতে পারিতেন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন, গাছতলায় পড়িয়া মরিতেন। সেও যে অনেক ভাল ছিল!

শরীর পূর্ব্ব হইতেই রুগ্ন ছিল, এখন এই বেদনায় ও অনুশোচনায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই এক মাসের মধ্যেই কালের ডাক আসিল।

সৌদামিনী কহিলেন, "কিরণকে একটা খবর দিই?"

গোবিন্দ বাবু উত্তর করিলেন, "না না, কায নেই গিন্নী। পিতৃঋণ তার শোধ হয়েছে! কেন আস্‌বে? আমিই বা কি দাবীতে ডাক্‌ব?"

আঁচলে মুখ চাপিয়া সৌদামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। একটু দম লইয়া লইয়া গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "শোন, কেঁদো না। তার সম্বন্ধে কিছুই আমার বলবার নেই! সব চুকে গেছে। তবে—তবে—ঐ বৌমা—আমার মুখ নেই—তুমি ব'লো যেন আমাকে ক্ষমা করে।"

বধূ সুরবালা দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিল। মাথার কাপড় টানিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া দুই হাতে শ্বশুরের পা দু'খানি তুলিয়া মাথায় ছোঁয়াইল! তার পর উঠিয়া নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রতিবেশী নিকট-জ্ঞাতি এক জন কিরণকে পিতার মৃত্যু-সংবাদ জানাইলেন। বাড়ীতে আসিয়া কিরণ যথাসময়ে শ্রাদ্ধ করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেন তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, নিজেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, মাতাও যাচিয়া কিছু বলিলেন না। কর্ম্মস্থলে আজ ফিরিয়া যাইবে; আহারাদির পর কিরণ সুরবালাকে ডাকিয়া পাঠাইল। চৌকির উপরে বসিয়াছিল। সুরবালা আসিয়া একটু আড়্‌ঘোমটা টানিয়া পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিরণ একবার চাহিয়া দেখিল; তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "আমি আজ যাচ্ছি। শীঘ্র যে ফিরব, তার সম্ভাবনা কিছু নেই। তা যাবার আগে খোলাখুলিভাবে কয়েকটা কথা তোমাকে ব'লে যেতে চাই।"

"বল।"

"এটা বোধ হয় বুঝতে পারছ, ঠিক স্বামি-স্ত্রীভাবে তোমার সঙ্গে একত্র বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।"

"হাঁ।"

"এ অবস্থায় এখন কি কর্ত্তব্য ব'লে তুমি মনে কর ?"

"কর্ত্তব্য—সে আমি কি বল্‌ব ? যা ভাল মনে কর, করবে।"

"ভাল—আমি যা মনে কর্‌ছি, তুমি হয়ত তা করবে না। লোকেও বল্‌বে, তুমিও হয় ত মনে কর, বিবাহ যখন হয়েছে, স্ত্রী বলেই তোমাকে গ্রহণ করা উচিত। তবে—বিবাহ হয়েছে—যেচে আমি নিজে করিনি। বাবা দিয়েছিলেন, তাঁর দেনার দায়ে জোর ক'রে। আমি এড়াতে পারি নি।"

সুরবালা নীরবই রহিল। কিরণ কহিল, "চুপ ক'রে রয়েছ, কিছুই বল্‌বার নেই তোমার ?"

"না।"

"তা হ'লে আমার যা বল্‌বার বল্‌ছি। এ বন্ধন থেকে আমি মুক্তি চাই, তোমাকেও মুক্তি দিতে চাই।"

"মুক্তি ? বুঝতে পার্‌লাম না কি করতে হবে।"

"বুঝতে তুমি সহজে পার্‌বে না, জানি। তাই যদি পারতে — যাক্! কথা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আর থাক্‌বে না। ইচ্ছামত আমার পথে আমি চ'ল্‌ব, তোমার পথেও তুমি চল্‌তে পার।"

"তাই চ'লো।"

"আর তুমি ?"

"আমি — কেন সে কথা জান্‌তে চাও ? জান্‌বার কোনও দরকার আছে কি ? আর সে অধিকারও কিছু তোমার এখন আছে ?"

বটে! চমকিয়া কিরণ চাহিল। কিছুকাল থমকিয়া থাকিয়া কহিল, "অধিকার — জানি না কিছু আছে কি না। বোধ হয়—নেই। তবে দরকার আছে বৈ কি ? মুক্তি পেয়েও ঠিক পরিষ্কার মনে আমি যেতে

পারিনে, যদি না তুমিও আপনাকে সমান মুক্ত ব'লে মনে কর, স্বীকার ক'রে না নেও।"

সুরবালা উত্তর করিল, "তোমার সুখের পথে কখনও বাদী হব না, কোনও দাবী-দাওয়াও তোমার উপরে কখনও কিছু করব না। এর বেশী—না, আর কিছুই বল্‌বার আমার নেই।"

"এই বন্ধন থেকে যে মুক্তি তোমাকে দিচ্ছি, সন্তুষ্ট চিত্তে সেটা স্বীকার ক'রে নিলে, সত্যিই এটা বল্‌তে পার না?"

"কেন পীড়াপীড়ি করছ? এ সব কথা আমরা বুঝতেই পারিনে কিছু।"

"তা হ'লে আর কি বল্‌ব? তবে এটা জেনো, যে মুক্তি নিয়ে নিজে আজ যাচ্ছি, সেই মুক্তি স্বচ্ছন্দমনে তোমাকেও দিচ্ছি। তুমি সেটা স্বীকার ক'রে নেও না নেও, সে তোমার ইচ্ছা।"

"আচ্ছা। আসি তবে!"

"এস।"

মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া সুরবালা বাহির হইয়া গেল।

কয়েক মাস পরে সৌদামিনী কিরণের একখানি পত্র পাইলেন। সংক্ষেপে এই মাত্র লিখিয়াছে, তাহার খরচের সংস্থান হইয়াছে, শীঘ্রই বিলাত যাইতেছে। কবে ফিরিতে পারিবে, স্থির কিছু নাই। পিতা উপার্জ্জন কিছু করিতেন না, দেনাও সব শোধ হইয়াছে। অন্যান্য যে আয়ে সংসার চলিত, তাহাতেই চালাইয়া লইতে হইবে,—কারণ, ফিরিয়া কোনও কাযে বসিবার আগে বাড়ীতে কোনও অর্থ-সাহায্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তখন যদি প্রয়োজন হয়, যথাসাধ্য করিতে সে প্রস্তুত থাকিবে।

৩

পাঁচ ছয় বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিরণ বাড়ীতে কোন পত্রও লেখে নাই, খরচ-পত্রও কিছু পাঠায় নাই। খোঁজ করিয়াও সৌদামিনী সন্ধান কিছু পান নাই। যে কারখানায় সে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, সেটা দেনার দায়ে বিক্রী হইয়া অপরের হাতে গিয়াছে। যাহারা এখন মালিক তাহারা কিরণের কোনও খবর দিতে পারিল না। আয় ছিল সহরের সেই বাসাভাড়ার কয়টি টাকা, আর সামান্য যে জমাজমি ছিল তাহার ফল-শস্যাদি। কিন্তু জমা-জমির কায দেখিবার লোক কেহ নাই, তেমন কিছু ঘরে আসিত না। বাসাভাড়ার টাকাও মাসে মাসে আদায় হইত না। পুরাতন বাসা, ঘর-দরজা সব জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মেরামত-বাবদও ভাড়াটিয়া অনেক সময় টাকা কাটিয়া লইতেন। অতি কষ্টে সংসার চলিত। অভাব অনটন যখন বড় বাড়িয়া উঠিল, সৌদামিনী এক দিন কহিলেন, "বাপ বার বার এত ক'রে নিতে চাচ্ছে, তাই কেন যা না মা? আমার কপালে দুঃখু—ভুগ্‌তেই হবে, ভুগ্‌ব। কিন্তু তুই কেন এর ভেতর জড়িয়ে প'ড়ে মর্‌ছিস্?"

"আমি যে ঘরের বউ মা, ঘর ছেড়ে কোথায় যাব?"

"তা ঘরের বউ কি বাপের বাড়ী কখনও যায় না? দু'মাস ছ'মাস গিয়ে থাকে না? তাই কেন মাঝে মাঝে গিয়ে থাক্ না?"

একটু হাসিয়া সুরবালা উত্তর করিল, "আপনি যে একেবারেই বিদেয় ক'রে দিতে চান্ মা।"

"সাধে কি চাই না? বড় ঘরের মেয়ে তুই, আর এখানে এই দুঃখু-ক্লেশ—"

"দুঃখ-ক্লেশ—তা এমনই বা কি দুঃখ-ক্লেশ? খেয়ে প'রে ত দিন এক রকম যাচ্ছে—"

"এই ত খাওয়া পরা! কোনও দিন শাক-ভাত, কোনও দিন ডাল-ভাত, বিকেলে কোনও দিন কেবল একটু ক্ষুদের জাউ। আর এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়—না মা, এ হাল তোর আর আমি চোখে দেখ্‌তে পারিনে। আমি বলি, একবার যা, ছ'মাস গিয়ে থাক্‌, আবার না হয় আস্‌বি।"

"কি বল্‌ছেন মা? ছ'টা মাস গিয়ে থাক্‌তে পারি? আপনি একা, ঠাকুরপোকে আর ইন্দুকে দুবেলা রেঁধে খাওয়াবেন, নিজের হবিষ্যি আছে, তাই কি হয় মা? হাঁ, মা-বাবা আছেন, দুচার দিনের জন্য কখন কখনও যেতে পারি, দেখে শুনেও আস্‌তে পারি। আর তা যখন পীড়াপীড়ি বড় করেন, যাইও ত।"

"যাস্‌, সে কালে ভদ্রে কখনও। যে পায়ে যাস্‌, সেই পায়েই আবার ফিরে আসিস্‌।"

"কি করব, মা? থাক্‌তে সেখানে ভাল লাগে না।"

"আর এখানে যে কিসে ভাল লাগে, তাও ত ছাই বুঝতে পারিনে।"

"লাগে ত।"

"লাগে—কিসে যে লাগে, তুই-ই বল্‌তে পারিস্‌ বাছা। ঘরের বউ—ঘরের বউ—তা যার জন্যে ঘরের বউ, সে একটিবার মুখ তুলে চাইল না! তা যা ভাল বুঝিস্‌ কর্‌ বাছা। আমি আর পারিনে। বলি তোরই দুঃখ-ক্লেশ দেখে। নইলে সত্যি কি তোকে ছেড়ে দুদিনও থাক্‌তে পারি মা?"

"তাই ত আমি আরও যেতে চাইনে মা। আপনার এই বুকভরা দুঃখ—"

বলিয়াই কেমন যেন একটু লজ্জা পাইয়া সুরবালা মুখ ফিরাইয়া লইল।

"দুঃখু—সে দুঃখু যে সইতে পারছি, কেবল ত তোর মুখ চেয়ে। ছেলের বড় ছেলে হয়েও অকূল পাথারে বুকে ধ'রে আমাকে রেখেছিস্। আবাগে বুঝল না, কি রত্ন হেলায় হারালে!"

কাঁদিয়া সৌদামিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। মুখ ফিরাইয়া সুরবালা চক্ষু দুইটি আঁচলে মুছিল।

একটু আত্মসংবরণ করিয়া সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন, "তোর কথা যখন ভাবি মা, তার নামও মুখে আনতে ইচ্ছে হয় না। তবু মন ত বোঝে না, কোথায় গে লুকিয়ে রইল—পাঁচ ছটা বছর গেল, কোনও খবর নেই। কোথায় আছে, কেমন আছে, একটু খবরও যদি পেতাম! তবে মায়ের মন—ষাট্, মন্দ কখনও কিছু ডাক দিয়ে ওঠে না। তাই মনে হয়, যেখানেই থাক, বেঁচে আছে, ভালই আছে। আর ক্ষমতা যোগ্যতা আছে, ভাল রোজগার-কামাই ক'রে সুখেও হয় ত আছে—সুখ তার কপালে সত্যি যদি থাকে। কিন্তু এমন নিষ্ঠুরও মানুষ হয়! পেটের ছেলে—"

"বেলা গেল মা, চলুন, পুকুরঘাটে গিয়ে কাপড় কেচে আসি গে।"

"চল্।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী উঠিলেন।

দুই তিন মাস চলিয়া গেল। সৌদামিনী এক দিন কহিলেন, "একটা স্বপ্ন দেখলাম বৌমা—মনটায় আর স্বস্তি পাচ্ছি নি—"

বুকটা সুরবালার কাঁপিয়া উঠিল,—সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি—কি স্বপ্ন মা?"

"আরও এক দিন দেখেছি—যেন বাড়ীর দরজায় উনি দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। তা ভাবলাম, দেহত্যাগ ক'রে গেলেও আছেন ত—আমাদের

এই দুর্গতি দেখছেন—মায়া কাটিয়েও ওপরে উঠে যেতে পারেন নি, কাছে কাছেই ঘুরছেন। কাঁদছেন, কাঁদবেনই ত।—তা চর্ম্মচক্ষে ত দেখতে পাইনে, স্বপ্নে দেখলাম। উপায় ত নেই, দুঃখ পাচ্ছেন, কি করব? কাল আবার দেখলাম, হাত পেতে খাবার চাইছেন।"

স্বপ্নের কথাটা সুখকর কিছু না হইলেও সুরবালা একটা স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলিল। যে আশঙ্কায় তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, স্বপ্নে অন্ততঃ তাহার আভাস কিছু নাই। কিন্তু তবু এমন একটা স্বপ্ন যে শাশুড়ী দেখিলেন—কেন দেখিলেন? সৌদামিনী কহিলেন, "বছর কী তিথিতে সত্যকে দিয়ে যেভাবে হ'ক শ্রাদ্ধ ত করাই। তবে পাঁচ ছ'বছর হয়ে গেল, গয়ায় পিণ্ডিটে প'ল না—"

"হাঁ, শুনেছি, গয়ায় পিণ্ডি দিলে শান্তি হয়।—হাত পেতে খাবার চাইছিলেন—"

"তাই ত সেই রাত থেকে ভাবছি মা—কিন্তু কি করব? পয়সা-কড়ি কিছু নেই। আবার গয়ায় যাব, কাশী বিশ্বনাথ কাছে, একবার দর্শন ক'রে আস্‌ব না—এ জীবনে ত সে ভাগ্যি কখনও হয়নি—" গভীর একটি নিশ্বাস সৌদামিনী ত্যাগ করিলেন।

"কত টাকা লাগবে মা?"

সৌদামিনী কহিলেন, "সত্য যাবে। আর তোকে আর ইন্দুকেই কি খালি বাড়ীতে ফেলে যেতে পারব? শতাবধি টাকার কমে কি হবে?"

"টাকার যোগাড়—বোধ হয় হ'তে পারে—"

"কি ক'রে? কে দেবে?"

"আমার গহনাগুলোও ত রয়েছে—"

"বলিস্ কি মা? সেইগুলো খোয়াবি? সম্বল ত ঐ। না না, সে হয় না মা।"

"তা হ'লে—বাবাকে বরং লিখতে পারি—যদি আপনি বলেন। মাসে মাসে খরচ পাঠাতেও ত চেয়েছেন, নিইনি—"

একটু ভাবিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "তা বরং লেখ। দেনা শোধ ক'রে ইহকালের শান্তি তিনিই ত দিয়েছেন। এখন পরকালের শান্তি—হাঁ, তিনিই দিতে পারেন। না মা, কোনও লজ্জা—কোনও অপমান আমার নেই, তাঁকেই লিখে দে।"

সেই দিনই সুরবালা পিতাকে পত্র লিখিল। অতি আনন্দেই তিনি দেড় শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। লিখিলেন, কাশী গয়া আরও যে কোনও তীর্থ বৈবাহিকা মহাশয়া করিয়া আসিতে পারেন। টাকা যাহা লাগে, দিয়া তিনি কৃতার্থ হইবেন।

সতীশ চাকরী করিত। বৈষয়িক কি কাযে ছুটী নিয়া বাড়ীতেই তখন ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া বধূ পুত্রকন্যাসহ সৌদামিনী তীর্থযাত্রা করিলেন।

৪

গয়ার কায সারিয়া সকলে কাশীতে আসিলেন। তীর্থ-কৃত্যাদি সব হইল। দেখা গেল, হাতে এখনও বেশ টাকা আছে।—আর ত জীবনে এ সুযোগ ঘটিবে না। বিন্ধ্যাচল দর্শন করিয়া সকলে প্রয়াগে গেলেন। সৌদামিনীর আশা ছিল, প্রয়াগ-কৃত্যের পর হাতে যদি টাকা থাকে, তবে দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে পুরীতেও একবার যাইবেন।

প্রয়াগে এক দিন যমুনায় স্নান করিয়া সকলে ফিরিতেছেন, সুবেশ একটি যুবা এবং সুসজ্জিতা একটি মহিলা সহ বড় একখানি মোটর গাড়ী রাস্তার মোড় ঘুরিয়া চলিয়া গেল।

"কে—কে! আমার কিরণ গেল না! বাবা বিশ্বনাথ! মা অন্নপূর্ণা! মা বিন্ধ্যবাসিনী! মা গঙ্গা-যমুনা! মা গো! সত্যি—সত্যি—যা দেখলাম তা সত্যি?"···কাঁপিতে কাঁপিতে সৌদামিনী রাস্তার উপরে বসিয়া পড়িলেন।

"উঠুন!—উঠুন, কাকীমা!—এই রাস্তার ওপর — উঠুন উঠুন—স্থির হ'ন্। হাঁ, দেখেছি—কিরণই বটে!"

সাবধানে ধরিয়া সতীশ সৌদামিনীকে তুলিল। থর থর কাঁপিতেছিলেন। দুই হাতে জড়াইয়া সতীশ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল।

"এইখেনেই থাকে? কোথায়? আর একটিবার দেখাতে পারিস্? জন্মের শোধ আর একটিবার চোখে দেখে এই গঙ্গা-যমুনায় আমি ডুবে মরব। এইখেনেই—ঐ কি যে বলে—কাম্য-কূপ আছে না?"

"শান্ত হ'ন্, স্থির হ'ন্ কাকীমা! ও সব পাগলামো কথা বলবেন না। দেখছেন না, বৌ ভয় পেয়ে গেছে—"

"কই—কই—বৌমা ! বৌমা ! আয়—আয় মা আমার আমার বুকে আয়। পেয়েছি—হারাধন আজ ছ' বছর পরে ফিরে পেয়েছি—"

"থামুন ! থামুন !—একটু স্থির হ'য়ে আগে নিন, এখন ? কেমন কাঁপ্‌ছেন দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ?"

"হাঁ, কাঁপছি ! বুক গলাও শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু বসি, চল্‌ ঐ গাছতলাটায় গিয়ে একটু বসি। আর দে ত বাবা, ঐ ঘটীতে জল আছে না ? যমুনার জল—দে, দে—খানিকটে খাই—"

"আসুন—আসুন—ব'সে তারপর খাবেন। এই যে, বসুন এখন। হাঁ, এই নিন, জল খান।"

ঘটীটা হাতে লইয়া আধ ঘটীর উপরে জল ঢক ঢক করিয়া সৌদামিনী খাইয়া ফেলিলেন। বাকী জল সতীশ তাঁহার মাথায় ও চোখে মুখে ছিটাইয়া দিল। ক্রমে একটু সুস্থ হইয়া তিনি উঠিলেন।

সতীশ কহিল, "শুনুন কাকী মা, এইখানেই বা কাছেই কোথাও থাকে। নিশ্চয়ই বড় কোনও কায করে, আর নামটাও বোধ হয় ভাঁড়ায় নি। গাড়ীর নম্বরটাও তাড়াতাড়ি দেখে নিয়েছি—হাঁ—ঠিক আছে। খুঁজে বের কর্‌তে আমি পারব। তবে দেরী কিছু হ'তে পারে। চলুন, এখন বাসায় চলুন। হাঁ, একটা গাড়ী ডাকি। অত পথ এখন হেঁটে যেতে পার্‌বেন না।"

"তাই চল্‌। হাঁরে, সঙ্গে ঐ যে একটা মেয়ে দেখ্‌লাম—বিবিয়ানা সাজ গোজ—কে ও ?"

"কি ক'রে ব'ল্‌ব কাকীমা ? দেখি—খোঁজ ত নেব—এই এক্কা-ওয়ালা ! এধার—এধার ! এই যে উঠুন কাকীমা—আসুন—গাড়ীতে এসে উঠুন !"

সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া সতীশ বাসার দিকে গেল।

দুই তিন দিন সতীশ অনেক ঘুরিল। শেষে বৈকালের দিকে একদিন বাসায় ফিরিয়া কহিল, "কিরণের খোঁজ পেয়েছি কাকীমা"

"পেয়েছিস্!—কোথায়—কোথায় সে আছে এখানে? কি ক'রছে? —কোথায়—কি ক'রে খোঁজ পেলি? কার কাছে?"

"সে অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে, পুলিস আফিসেও অনেক তদ্বির ক'রে, মোটরের নম্বর ধ'রে তার ঠিকানাটা পাই।"

"তার পর?"

"ঠিকানা ধ'রে তার বাড়ীটা খুঁজে বের ক'রলাম আজ। ওদিকে বড় বড় সাহেবী বড়লোকদের এক পাড়ায় থাকে।"

"কদ্দূর হবে এখান থেকে?"

"কোশ দেড়েক পথ হ'তে পারে।"

"দেখা ক'রলি তার সঙ্গে?"

"না, সেটা উচিত মনে হ'ল না কাকীমা। ভরসায়ও কুলোল না।—অত বড় সাহেবী বাড়ী, আমার এই তীর্থযাত্রীর ময়লা কাপড় চোপড়—পাঁচ ছ' বছর দেখা হয় নি—আবার ভাব্‌লাম—"

"তাহ'লে খবর আর কিছুই পাস্ নি?"

"তা পেয়েছি। বুড়ো একটা খানসামা বেরোল। তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে কিছু বক্‌সিস করলে মোটামুটি খবরগুলো নিলাম। কাছেই বাঙ্গালী একটি ভদ্রলোক থাকেন; বাড়ী থেকে একটি ছোকরা বেরোল, তার কাছেও খবর কিছু কিছু পেলাম।"

অধীর ভাবে সৌদামিনী বলিয়া উঠিলেন, "তা ব'লেই ফেল্ না হতভাগা—খবর কি পেলি? অত বড় বাড়ীতে থাকে—মোটর গাড়ী ক'রে বেড়ায়—খানসামা র'য়েছে—কি ক'রে সে এখানে?—সরকারী বড় কোন চাকরী? বিলেত গেছল—"

"হাঁ, ফিরে এসে—সরকারী নয়—এখানকার বড় একটা কারখানায় খুব বড় চাকরীই করে। আগেকার সেই কারখানার চাকরী ছেড়ে এখানে আসে,—এখান থেকেই বিলেত যায়। ফিরে এসে খুব চাকরীই পেয়েছে। মাইনেই পায় এখন হাজার টাকা মাসে—তাছাড়া, বছর-কাবারী হিসেব নিকেশের পর উপরি পাওনাও বেশ একটা হয়।"

"এত টাকা—এত টাকা রোজগার করে মাসে! আর আমরা—আমরা—ঐ বৌটো—"

দারুণ একটা বেদনার উচ্ছ্বাসে সোদামিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। চক্ষু মুখ লাল, বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ মুখখানি ফিরাইয়া নিল। কোনও মতে কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া সোদামিনী কহিলেন, "কি করে এই টাকা দিয়ে? অত বড় বাড়ী—খানসামা টানসামাও রেখেছে—"

"কাজেই খরচ অনেক হয়।"

"বিয়ে ক'রেছে আবার?"

"হাঁ।"

বজ্রাহতার ন্যায় স্তব্ধভাবে সোদামিনী বসিয়া রহিলেন।

সতীশ কহিল, "এতে আর এমন আশ্চর্য্য হবার কি আছে কাকীমা? আপনাদের ছেড়ে চ'লে গেল—পাঁচ ছ' বছর খোঁজ খবরই আর নেই—"

"বিয়ে ক'রেছে!—সত্যিই তবে ক'রেছে!—আমার এই ঘরের লক্ষ্মী—তাকে এম্নি ক'রে ভাসিয়ে দিয়ে—আবার—আবার গিয়ে—"

কাঁদিয়া সোদামিনী হাঁটুর উপরে মুখখানি রাখিলেন।—গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সতীশ কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "অত অধীর কেন হ'চ্ছেন কাকীমা? বৌ আপনারই ঘরের লক্ষ্মী। সে ত অনেক আগেই ত্যাগ ক'রে ওকে গেছে। বিয়ে যে

আবার একটা ক'র্‌বে—এটা ত জানা কথা। কেন, আপনারা কি ভাবেন নি তা কখনও ?"

মুখ তুলিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "কাকে বিয়ে ক'রেছে ? কোথায় ? কে সে ?—ঐ যে মাগীকে গাড়ীতে দেখ্‌লাম—"

"হ'তেও পারে সেই তার স্ত্রী !"

"কে সে ?"

"শুন্‌লাম ত নীলাম্বরবাবু ব'লে কে আছেন সাহেবী ধরণের বড় লোক, বড় কি চাকরী করেন দিল্লীতে,—তাঁর মেয়ে।—বি-এ তক প'ড়েছে—নাচ গান বাজনাও বেশ জানে, দেখ্‌তেও ভাল, আর খুব কায়দাদোরস্ত।"

"তাই ত চেয়েছিল। পই পই ক'রে তখন নিষেধ ক'র্‌লাম ওঁকে—কাণেও কথাটা তুল্লেন না ? কি হ'ত ? না হয়, বাড়ীঘর জমাজমিটুকু যেত—ছেলে মেয়ে দুটোর হাত ধ'রে দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে খেতাম। কিন্তু পরের একটা মেয়ে এনে তার ত এমন সর্ব্বনাশটা করা হ'ত না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কিসে এখন হবে—"

"সে যা হবার হ'য়ে গেছে। এখন আর ভেবে কি ক'র্‌বেন ?—আর এর জন্যে আমরাও দায়ী কম নয়। যদি বুঝ্‌তাম এত বাড়াবাড়ি সে ক'র্‌বে, অতটা জুলুমজবরদস্তী ক'রে বাধ্য তাকে কর্‌তাম না। আপনাদের ত সাফ জবাব দিয়েই দিয়েছিল। শেষে না আমাদের পীড়াপীড়িতে রাজি হ'ল।—পাপই যদি বলেন, পাপের ভাগী আমরাও কম নয়। তবে আমাদের পাঁচজনের পাপের ফলে কি বুদ্ধির দোষে নিরপরাধ ঐ বউটির জীবন যে এই ভাবে মাটি হ'য়ে গেল—তাই ভাব্‌ছি—কেন এটা হ'ল ?—এমন হয় অনেক। কিন্তু কেন হয় ?—অপরাধ যারা করে, তারা খাসা এড়িয়ে যায়। কিন্তু তার ফলে যত দুঃখ স

গিয়ে পড়ে নিরপরাধ এক বেচারীর ঘাড়ে—জীবনব্যাপী দুঃখ—ঝেড়ে ফেল্‌তে যা সে পারে না—তিল তিল ক'রে সারাটি জীবন যাতে তার পুড়ে খাক হ'য়ে যায়!"

"কিন্তু ঐ হতভাগা—সেও ত মানুষ! একটু কি বিবেচনা তার হ'ল না? অবলা মেয়ে—যেভাবেই হ'ক বিয়ে ক'রে ত ঘরে এনেছিলি। আর তুই বই তার গতি আর নেই, তাও ত জান্‌তিস্।—এই ধর্ম্মটাও একটু মান্‌লি নি? না হয় দু' বছর দেখ্‌তিস, তোর মনের মত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে ও কি না। তা দুদিন সবুর সইল না, নিয়ে ঘর দুদিন ক'রলি নি—সাত তাড়াতাড়ি অম্‌নি ওকে ত্যাগ ক'রে গিয়ে, কেবল ত সখ মেটাতে আর একটা বিয়ে ক'রে ফেল্লি! মা হ'য়ে ব'ল্‌তে নেই এমন কথা। কিন্তু মন ভেঙ্গে আমার এই কথাটাই আজ উঠ্‌ছে, ধর্ম্মে এ সইবে না রে সতীশ, কখনও সইবে না! পাপের ফল আমরা ভুগ্‌ছি, কিন্তু তাকেও ভুগ্‌তে হবে।—ঠিক! ঠিক! ঠিক!"

একটি টিকটিকি তখন ডাকিয়া উঠিল। বলিতে বলিতে সৌদামিনীর বিস্ফারিত চক্ষু দুটি ও মুখখানিও অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল!

সতীশ কহিল, "পাপের ফল এড়াতে কেউ কখনও পারে না। সেও পারে নি। ভুগ্‌তে তাকে হ'চ্ছে। শুন্‌লাম, এই বউটি অতি মেজাজী —আর অতিরিক্ত সৌখীন। সাজ-পোষাকে আর যত বাজে সব খেয়ালে দুহাতে টাকা খরচ করে। গ্রাহ্যিই কিরণকে করে না। কথাটি কখনও বল্লে—অম্‌নি কড়া কড়া পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়। আর কিরণও ত মেজাজী কম নয়—বিশ্রী একটা ঝগড়াঝাঁটিই সদা সর্ব্বদা হয়। কি সুখ সে চেয়েছিল জানি না। কিন্তু সুখী একদম হয় নি। বড় অশান্তিতেই জীবনটা কাটাতে হ'চ্ছে।"

"ঠিক্ হ'চ্ছে! ঠিক হ'য়েছে!—একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে ঘর-বাড়ী

ছাড়া ক'রে, ওকে দেয়, আর শেষে এই বউএর পায়ে এসে লোটায়—তা হ'লেই ঠিক প্রায়শ্চিত্ত ওর হবে।"

একটু হাসিয়া সতীশ কহিল, "তাতেই কি আপনি খুব সুখী হবেন কাকীমা ?"

"সুখী হব না ?—সুখী তবে আর কিসে হব সতীশ ? হতভাগা আজ আমার কে ? বিধবা মা আমি—একটিবার মুখপানে চাইল না। পেটের ছেলে—প্রথম তাকে পেটে ধরেছিলাম, প্রথম তার মুখখানি দেখে, কোলে তাকে তুলে নিয়ে, সেই ব্যথার জ্বালা জুড়িয়েছিলাম,—মুখে চুমো খেয়ে কৃত কৃতকৃতার্থ হ'য়ে গিয়েছিলাম ! কিন্তু আজ সে আমার কে ? বড় আপন—যার বাড়া আপন হ'তে নেই—সেই কিরণ আজ পরের চাইতেই পর হ'য়ে দূর এই পরদেশে এসে র'য়েছে—পাঁচ ছ'টা বছর একটা খবর আমাকে দেয় নি। বেঁচে আছি কি না খেয়ে ম'রেছি খবরটি কখনও নেয় নি। আর পরের মেয়ে এই বউ—আঁকড়ে ধ'রে সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে আমার বুকে র'য়েছে !—আমার সতু ইন্দু—তাদের চাইতেও বড়—আমার যথাসর্ব্বস্ব যে আজ ও। আর এই হালে তাকে হতভাগা রেখেছে ! এত টাকা রোজগার ক'রছে—দুহাতে ঐ মাগী তা ওড়াচ্ছে—আর একটি পয়সার কাঙ্গাল আজ ও ! সুখী হব না ? কিসে তবে সুখী হব রে সতীশ ? একেবারে ছন্নছাড়া হ'য়ে ওর পায়ে এসে যদি লুটিয়ে পড়ে—আর তাই যদি এই দুটো চোখে আমি দেখ্‌তে পাই—কৃতকৃতার্থ যে হ'য়ে যাব বাবা !"

"কৃতকৃতার্থ আপনি না হ'ন, ভাগ্যে যদি থাকে, সে হয় ত হবে !"

গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস সৌদামিনী ত্যাগ করিলেন। চক্ষুদুটিও আর্দ্র হইয়া উঠিল।—আঁচলে মুছিয়া কহিলেন, "খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়

সতীশ? সত্যি? বড় অসুখে অশান্তিতে আছে! একটু বত্নআত্তিও কিছু করে না মাগী?—অসুখ বিসুখ যদি কখনও হয়—"

"না, তা শুনেছি করে।—তার খাওয়া দাওয়া—আরাম-বিরামের দিকেও দৃষ্টি নাকি আছে। অসুখ বিসুখ কিছু হ'লে সেবাশুশ্রূষাও বেশ করে।"

একটু যেন স্বস্তির একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী তখন কহিলেন, "ছেলে পিলে কিছু হ'য়েছে?"

"হাঁ, হ'য়েছে দুটি ছেলে। একটি বছর চেরেকের বোধ হয় হবে। আর একটি শিশু—এই এক বছর দেড় বছরের হ'তে পারে।"

বুক চাপিয়া চুপ করিয়া সৌদামিনী বসিয়া রহিলেন। কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "আচ্ছা, বিয়ে কর্লে—একটা বউ ঘরে আছে—তারা দিলে?"

"দিয়েছে ত।—তবে কি ভেবে কেন দিলে তা জানিনে। আগে থেকেই নাকি ওদের ভাব হয়। নীলাম্বরের এক ছেলে ছিল সতীশের বন্ধু,—তার সঙ্গে ছুটীছাটায় ওদের বাড়ীতে যেত, অনেক দিন ধ'রে থাকত, আমোদ আহ্লাদ করত। বিয়েতে যে অত আপত্তি ছিল, তার মূল কারণও বোধহয় এই। তবে আমরা তখন ঠিক বুঝ্তে পারিনি, যদিও খট্‌কা যে একেবারেই একটু না লেগেছিল তা নয়। যাই হ'ক, শেষে আবার হয়ত দেখা শুনো হ'য়েছে, যাওয়া আসা ক'রেছে, মোহটা আর কাটাতে পারেনি। চাকরী সুরু করার পরে শেষে কখন বিয়ে ক'রেছে—বিয়ে ক'রে বিলেত যায়। খরচ শ্বশুরও নাকি কতক দেন। বুড়ো ঐ খানসামাটা ওর শ্বশুর বাড়ীরই লোক ছিল। এখন ওদের কাছে কাজ করে। গোড়ার অনেক কথা তার কাছেই শুনেছি। সেও দেখলাম যেন কিছু বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে।"

"হুঁ। তা দেখা কেন একবার করলিনি সতীশ ?"

"দেখা—তার বাড়ীতে গিয়ে করিনি। তবে দেখা হ'য়েছিল।"

"হ'য়েছিল ? কোথায় ? কি ব'ল্লে হতভাগা ? এই যে কেলেঙ্কারীটে ক'রেছে—জবাব কি দিলে ? মুখপানে তোর মুখ তুলে চাইতে পারল ?"

সতীশ উত্তর করিল; "হ'য়েছিল দেখা দৈবাৎ। ফিরবার পথে কি মনে হ'ল—অতবড় চাকরী ক'রছে—ভাবলাম কারখানাটা একটিবার দেখে যাই বাইরে থেকে। তা ফটকের কাছে যেতেই দেখি কিরণ বেরিয়ে এল, লুকোতে আর পারলাম না।"

"কি ব'ল্লে ?"

"ব'ল্লে সে অনেক কথা। গোড়াতে হঠাৎ দেখে মনে হ'ল, একটু লজ্জাও যেন পেল। যা হ'ক, শেষে ভেতরে নিয়ে আমাকে বসালে। চা-টা খাওয়ালে, আপনাদের কথাও অনেক জিজ্ঞাসা ক'রলে। বউ যে আপনার কাছেই আছে, বাপের বাড়ী চ'লে যায়নি—এটা শুনে কেমন যেন একটু আনমনা আর মনমরা মত হ'য়ে গেল। সে যে বিশেষ সুখী এখন নয়, সেটাও কথার ভাবে বেশ বোঝা গেল।"

"আমরা যে এখানে এসেছি—"

"না, সেটা জানাইনি। উচিত মনে হ'ল না। ব'ল্লাম, একটা কাজে এখানে এসেছি। বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যেতে চাইল,—ছুঁতো ক'রে এড়িয়ে এলাম যে আজই বাকী কতকগুলো কাজ সেরে আমাকে ফিরতে হবে।"

"কিছু বল্লিনি তুই—এই যে কাণ্ডটা করলে—"

"না, বিশেষ কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না,—পাঁচ ছ' বছরের পর দেখা—অত বড় একটা বড়লোক হ'য়েছে—কেমন যেন বাধবাধ ঠেকল—"

"হুঁ।—তা—আমাকে একবার নিয়ে যা সতীশ! আজই—এখুনি—!"

"আপনি যাবেন? হঠাৎ না জানিয়ে,—না না, সেটা ঠিক হবেনা কাকীমা! আর গিয়ে সেথায় কি কর্‌বেন? বরং আমি আর একবার গিয়ে দেখা করি, খবর দিই আপনারাও এসেছেন—"

"না—না! পালিয়ে যাবে। আস্‌বে না, খবর আগে দিলে দেখাই আর পাবনা! আমি যে একটিবার দেখ্‌তে চাই তাকে—" ডুকরাইয়া সৌদামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

সতীশ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

একটু সাম্‌লাইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "হাঁ, দেখ্‌তে চাই! দেখে সুখী হবনা জানি। গেলে তেড়ে মেড়ে উঠ্‌বে, তাও জানি। কিন্তু তবু—তবু—একটিবার যাব! দুটো কথাও তাকে ব'ল্‌তে হবে। আমি যে আর বরদাস্ত ক'র্‌তে পারছিনি সতীশ! আমার এই সোণার লক্ষ্মী বউমা—তাকে ত্যাগ ক'রে এই সর্ব্বনাশ সে ক'রেছে,—আর খোঁজ পেয়েও চুপ ক'রে আমি থাক্‌ব? না না, সে যে পারিনে সতীশ! পারব না—কিছুতেই পার্‌ব না—"

সতীশ কহিল, "সবই বুঝ্‌তে পারছি কাকীমা। কিন্তু কি ব'ল্‌বেন তাকে? সেখানে গিয়ে—"

"কোথায় তবে ব'ল্‌ব? কোথায় দেখা পাব? খুন হ'য়ে ম'লেও সে আস্‌বে না। আন্‌তে তুই পার্‌বিনি। যা যা ওঠ্‌—একটা গাড়ী ডাক্! কতদূর? বরং চল্‌—পথেই একটা গাড়ী ডেকে নিবি!"

বলিয়াই সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সতীশও উঠিল; উঠিয়া কহিল, "যেতে চান—চলুন। কিন্তু—"

"কিন্তু টিন্তু কিছু নেই আর। যাব—যেতেই আমি চাই। চল্!"

দরজার দিকে দুইজনে অগ্রসর হইলেন। পিছনের দরজার কাছে

রবালা বসিয়া ছিল। ছুটিয়া সে বাহির হইল; পায়ের কাছে পড়িয়া পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কোথায় যাচ্ছেন মা? দোহাই—দোহাই আপনার—যাবেন না! গিয়ে কি করবেন? কি ব'লবেন? ব'লে কি লাভ হবে?"

"লাভ! লাভ না হ'ক্ ক্ষতিই বা কি হবে? বল্‌বনা? কেন ব'ল্‌বনা? আমি মা—ব'ল্‌তে যে আমাকে হবেই! পাঁচ ছ' বছর গা ঢাকা দিয়ে র'য়েছে—এই দুঃখ্ ক্লেশ আমরা পাচ্ছি—একটিবার খবর করেনি—তাও না হয় গায়ে তুলে না নিতাম। কিন্তু তোকে এইভাবে ভাসিয়ে দিয়ে—"

সুরবালা কহিল, "ভাসিয়ে দেওয়াই যদি বলেন—ভেসে যে আমি গিয়েছি মা! কি হবে? ফিরিয়ে আর কূলে আনতে পারবেন? ঐ একটা সংসারই মিছে ভেঙ্গে যাবে।"

"যাক্! ও-ও আবার সংসার? পাপের সংসার—ভেঙ্গে যায় যাক্—আপদ যাবে! আর ঐ সংসার—সংসারই যদি বলিস্—সে তোরই বা কি, আমারই বা কি?"

"তবু—ঐ ছেলে দুটি হ'য়েছে—কেন মিছে এই সর্ব্বনাশ ক'রবেন? তারা যে আপনারই নাতি—"

"আমার—আমার নাতি! না, তোর পেটে জন্মায়নি—আমার কেউ নয় তারা! চোখেও দেখিনি—কাণেও শুনিনি। কোথায় কাকে বিয়ে ক'রেছে—খিষ্টেনের মেয়ে না কে—"

"যেই হ'ক, আপনারই ছেলের বউ—আপনারই নাতিদের মা! আছে—যেখানে আছে সুখে থাক্। আপনার এ সংসার ত আর জুড়তে পারবেন না? তাদেরটাই কেবল ভাঙ্গবেন। কেন ভাঙ্গবেন? থামুন—থামুন! যাবেন না—দোহাই আপনার!"

"আঃ, ছাড়্না আবাগী! আমি মা—ছেলের কাছে যাব—ছেলেকে দেখ্‌ব—ভাল মন্দ দুটো কথা তাকে বলব। তুই কে যে তার বাদী হ'চ্ছিস্? আমার ছেলের ভালমন্দ আমার চাইতেও তোর বড় হ'ল? ছাড়—ছাড়্ বল্‌ছি হতভাগী—"

জোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া সতীশের হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া সৌদামিনী বাহির হইয়া পড়িলেন। তারপর দরজায় শিকল লাগাইয়া দিলেন।

কিরণের বাড়ীতে একটি মহিলা-মজলিস বসিয়াছিল। তাহার শ্বশুর নীলাম্বরবাবু ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে বড় একজন রাজকর্ম্মচারী; শীতের মরসুমে তখন দিল্লীতে ছিলেন। বড়দিন নিকটে; লিখিয়াছেন, ছুটীতে সপরিবারে এবার এলাহাবাদে কন্যা বরুণার গৃহে বেড়াইতে আসিবেন। পরিবারের বন্ধু-বান্ধবীও কেহ কেহ আসিতে পারেন। ইঁহাদের আপ্যায়ন উপলক্ষ্যে সান্ধ্য-সম্মিলনে সময়োপযোগী একটি প্রমোদ উৎসবের আয়োজন বরুণা করিতেছিল। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইবে বিচিত্র নৃত্যগীতমুখর একখানি নাটিকার অভিনয়। বৈকালের দিকে তাহারই মহলা গৃহে চলিতেছিল। সহরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং নৃত্যগীতকুশলা বহু কুমারী তাই তখন সমবেত হইয়াছিলেন। মহলার সঙ্গে চা টোষ্ট ইত্যাদিও মধ্যে মধ্যে চলিতেছিল। ভরা শীত হইলেও নাটিকার বিষয়বস্তু ছিল 'বসন্তরাজের পুষ্পোৎসব'। তা শীত যতই তখন দেখা দিক্, আরও দুই তিন মাস কাল তার তীব্রতা যতই চলিতে থাকুক, এ শীত যাইবে, বসন্তও আসিবে। সুতরাং বাহিরের শীত-বাত হইতে সুরক্ষিত মৃদূষ্ণ মধুর গৃহাভ্যন্তরে ভাবী বসন্তের একটা কল্পনা-বিলাস চলিতে পারে বই কি। এরূপ সব গৃহে চলিয়াও থাকে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কয়দিন একটু একটু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল; সকলের মিলনে সমবেত ভাবে পূরা একটা মহলা আজ এই কেবল আরম্ভ হইয়াছে। ফুলবালাদের একটি নৃত্যগীত হইল। মিসেস্ আরতি স্যানিয়েল অর্গানটির কাছে তখন বসিয়াছিলেন; বরুণা নৃত্যের বিচিত্র গতি পরিচালনা করিল। এখন স্বয়ং ফুলরাণীর একক একটি নৃত্যগীতের পালা। মিস

শোভা ভোস্‌কে এই ভূমিকাটি দেওয়া হইয়াছিল। উঠিয়া, সে লাইন দুই গাহিয়া ও দুই চারি পা নাচিয়াই বরুণার দিকে ফিরিয়া কহিল, "না, ঠিক হচ্ছে না বরুণাদি। আর একটিবার আপনি দেখিয়ে দিন।"

বরুণা উত্তর করিল, "ক'দিন যে দেখিয়ে দিলাম, এখনও ছাই শিখ্‌তে পারলি নি ?"

শোভা একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "পারছি না ত। ক'দিন দেখিয়ে দিলেন, ঘরেও কসরৎ কত বার ক'রেছি। কিন্তু তবু যেন কেমন আট্‌কে আট্‌কে যাচ্ছে। সুরটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু নাচের সব মুভমেণ্ট (movement) ঠিক যেন আস্‌ছে না।"

"আস্‌ছে না ত বটেই। কিন্তু কেন আন্‌তে পার্‌ছিস্ নি ?"

মিসেস্ রমলা মিটার বলিয়া উঠিলেন, "আসলে ভাবটিই ও গ্রহণ এখনও ক'র্‌তে পারে নি, ভাবটাকে আপনার ক'রে নিয়ে আপনাকে তাতে একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারে নি। দেখিয়ে যা দেওয়া হ'য়েছে, কোনও মতে তার নকল করবার চেষ্টা ক'র্‌ছে মাত্র।"

"হুঁ—তাই বটে, তাই বটে!—তবে নকলও ঠিক পূরোপূরি ক'র্‌তে পার্‌লে—"

"না, তাতেও ঠিক হয় না। ঐ ভাবটাই ঠিক আসা চাই। মুভমেণ্টগুলো, পশ্চার (ভাবভঙ্গী) গুলো, সহজ তাতে হওয়া চাই। নইলে যতই পূরোপূরি হ'ক, নকলটা নকলই থাকে। সেটা হয় একটা পুতুল নাচ, জীবন্ত অভিনয় নয়।"

একটু যেন লজ্জা পাইয়া শোভা কহিল, "আচ্ছা, আর একটিবার আপনি দেখিয়ে দিন না? নকলটা ত আজ পূরোপূরি অভ্যেস করে নি,—তারপর ঘরে খুব কসরৎ ক'রে আর ভেবে ভেবে ভাবটাও এনে নেব। ফের দিন দেখ্‌বেন ঠিক হয়েছে। হাঁ, কি ভাবতে হবে বরুণাদি ?"

হি হি করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বরুণা কহিল, "পাগলের কথা শোন! তাও কি কেউ শিখিয়ে দিতে পারে? আপন ভাবে আপনি আসে। বড়-সড় হ'য়েছিস্, লেখাপড়াও শিখেছিস্, এমন খাসা চেহারা, বাড়ীতে ফুলের বাগান র'য়েছে, আকাশের জোছনাও এসে পড়ে,—আর—আর—"

মুখ টিপিয়া বরুণা একটু হাসিল। হাসিয়া মিসেস্ নন্দা সরকার কহিলেন, "ঐ 'আর'টিরই অভাব লো! সবই আছে, নেই কেবল ঐ 'আর'টি। ঐ 'আর' কেউ এখনও ওর—

(সুরে)

কাছে এসে হেসে হেসে বসে নি পাশে,
আদর ক'রে করে ধ'রে মধুর আবেশে—"

"হিঃ হিঃ হিঃ!"

"হাঃ হাঃ হাঃ!"

হাসির একটা রোল উঠিল। লজ্জায় রাঙ্গা মুখখানি শোভা ফিরাইয়া নিল। নন্দা সরকার বলিয়া উঠিলেন, "এই হ'চ্ছে, হ'চ্ছে—হবে, হবে! রসের একটু আভাস দেখা দিয়েছে গো দিয়েছে! চোকে না দেখ্‌লেও বাঁশীটা ত শুনেছে—বনমাঝে না হ'ক, মনোমাঝে ত বটে—

'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—
মনো মাঝে কি বন মাঝে—"

বরুণা কহিল, "নে, তুই এখন থাম নন্দা। বড্ড ফাজিল হ'য়েছিস্। ঐ সব কথা ওদের সাম্‌নে ঐভাবে এখুনি ব'ল্‌তে আছে?"

"তা বটেই ত—তা বটেই ত। এখনও ওরা নাবালিকা—অস্ফুট-রসিকা! তা এই নাটকটা কেন তবে বেছে নিইছিস্? ফুলরাণী—ফুলবালা—এদের সব পার্টই বা কেন এদের দিয়েছিস্? রসময় বসন্ত-

রাজের নায়িকা রসময়ী ফুলরাণী, তার রসিকা সখী সব ফুলবালা—রসের কত ছলা-কলা—রসের আভাস একটু না পেলে, রসের কথাও দুটো নিদেন কানে না শুন্‌লে, পার্‌বে কেন ? এম্‌নি একটা বই-ই বেছে দেওয়া উচিত ছিল যাতে আছে কেবল—

'খোকনমণি খোকনমণি ক'র্‌ছ তুমি কি ?
এই দেখ না কেমন আমি ছবি এঁকেছি !'"

"নে, থাম্‌ এখন নন্দা ! অত বাড়াবাড়ি আর কর্‌তে হবে না। তা যাই হ'ক্‌ বড়সড় ত হ'য়েছে—ওসব যে যা বোঝে মনে মনে বুঝুক্‌গে ; আর যে যা না বোঝে না বুঝুক। বিয়ে-থাওয়া এখনও হয়নি, একটু আভাস ইঙ্গিতে দুই একটা কথা যাই বলা হ'ক, খোলাখুলি অতটা ফস্কেমো ওদের সাম্‌নে ক'র্‌তে আছে ?"

"তা আজকালকার বড় বড় পণ্ডিতদের নাকি মত—উনি ব'ল্‌ছিলেন —ছেলেবেলা থেকেই খোলাখুলি ভাবে এই সব কথা ছেলেমেয়েদের শেখাতে হয়।"

"শেখাতে যা হয় হ'ক্‌গে। এসব ফস্কেমো ক'র্‌তে বোধ হয় কোনও পণ্ডিতই উপদেশ দেন নি।"

আরতি স্যানিয়েল কহিলেন, "নেও, এখন বাজে ওসব তর্ক তোমাদের রেখে দেও। নন্দার রকমই ওই। একটা বাই মাথায় চ'ড়ে গেলে মুখে আর লাগাম থাকে না। তা এখন ওকে যা দেখিয়ে দিতে হয়, দেও বরুণা। দেখ, যদি কিছু ক'রে তুল্‌তে পার। মিছে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই।"

বরুণা তখন নিখুঁৎ নৃত্যছন্দে অতি মধুর সুর-ঝঙ্কারে গানটি গাহিয়া দেখাইল। সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গানটি শেষ হইল ; নিস্তব্ধ গৃহতলে ক্ষুদ্র একটি খরিকাপাত হইলেও তখন বোধ হয় সকলের

শ্রুতিগোচরে তাহা আসিত। নন্দা সরকারের মুখে বক্র একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "তাই ত! ঠিক যেন ইন্দ্রসভার উর্ব্বশীই নেমে এলো! শোভা ওর কাছেও ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না।—তা—তুই নিজেই কেন ফুলরাণী হ' না?"

"ও মা! বলে কি পাগল! আমি হব ফুলরাণী! আমি—"

"হাঁ, তাই হ। চমৎকার হবে! সহর শুদ্ধ মাতিয়ে তুল্‌তে পার্‌বি। চাই কি কোনও সিনেমা কোম্পানীর ডাইরেক্টর দশ বিশ হাজার টাকা দিয়ে ছবিই তুলে নিতে চাইবে। কবে দেখ্‌ছি মিষ্টার রে'কে একটা ডাইভোর্সস্যুটই আন্‌তে হবে। হি হি হি!"

রমলা মিটার কহিলেন, "ওসব বাজে কথা রাখ্ নন্দা। তবে যা ব'ল্‌ছিস্ ঠিক; তা তুমি যদি পার্টটা নিতে পার বরুণা, চমৎকার হবে। প্লে'টা খাসা উৎরে যাবে। তুমি যা দেখালে, শোভা তার কিছুই বড় ধর্‌তে পার্‌বে না। আস্‌বেই না ওর। ওকে বরং ফুলবালাদের দলে দেও, ওর গলাটা ওদের সঙ্গে মিল্‌লে গানগুলো খাসা জমকালো হ'য়ে উঠ্‌বে। যা ক'র্‌তে হবে, যাতে যত ভাল হয়, তেম্‌নি ব্যবস্থাই করা উচিত। কি বল?"

"না না, ছিঃ—সে হয় না ভাই! সে বয়েস কি আমার আছে? এই একটা সংসারের গৃহিণী—দুটি ছেলের মা—ঘরে ওদের সাম্‌নে এই সব নাচ-গানের কসরৎ যা দেখাই, এই সহরে এক শ' লোকের সামনে মঞ্চে উঠে নাচ-গান ক'র্‌তে পারি নাটকে এই রকম একটা নায়িকার ভূমিকায়? ছিঃ!"

"তা—একটা আর্টের চর্চ্চা ত—"

"তারও স্থান কাল পাত্র ভেদ আছে। অবিশ্যি গান-টান করি,—ঘরেও করি, আবার বন্ধু-বান্ধবের মজলিসেও ক'র্‌তে কখনও হয়। তা

সে হ'ল ভাই এক কথা। আর সে দরকার হ'লে গানই করি, নাচি না কখনও। ঘরে কেবল ওঁর সামনেও কখনও না।"

আরতি স্যানিয়েল কহিলেন, "তা 'বল্' নাচ ত বুড়োবুড়ো মেম সাহেবরাও করে।"

"সে করে ভাই—ওদের বরাবরকার রেওয়াজ আছে। আমরা যা ক'র্‌ছি তাই নূতন—অতটা চ'লবে কেন? আর মনটাও সত্যি চালাতে চায়না।"

রমলা মিটার কহিলেন, "চায়না সেটা মনের দোষ—বহুকালের সঞ্চিত কুসংস্কারের ফল। ওগুলো কাটিয়ে উঠতেই এখন হবে। আর আর্ট—তার ওপরে কিছু আছে? সত্যিকার সেবক যে, সকল সংস্কার সকল কন্‌ভেন্‌স্যানকে তার সেবায় তাকে বলি দিতে হবে। ঐ শক্তি, ঐ প্রতিভা যদি আমার থাক্‌ত, নিঃসঙ্কোচে ঐ পার্ট নিয়ে আমি নিজে ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়াতাম?"

"ব্রাভো! ব্রাভো!"

হাততালি দিয়া নন্দা সরকার বলিয়া উঠিলেন,—"তা ভাই, এক কাজ করনা কেন? আসল কথা, ভয় পাচ্ছ, মিষ্টার রে পছন্দ ক'র্‌বেন না, কি ব'ল্‌বেন। তা সেই পতিদেবতার অনুমতিটাই কেন নিয়ে নেওনা?"

"অনুমতি! অনুমতি আবার নিতে যাব কি? নিজের মনটা যদি এগোত, অনুমতির অপেক্ষা ক'র্‌তাম না।"

"ওমা! বলিস্ কি বরুণা! সত্যি তাই পার্‌তিস্! আমি ত ভাই—তা মুখে বেয়াড়া কথা যাই যখন বলি আর ফস্কেমো টস্কেমো যাই করি, কাজের বেলায় না ব'লে কিছু ক'র্‌তে ত ভরসা পাইনে।"

"পাস্‌নে, কেন পাস্‌নে জানিনে। আমি ত পাই। কেনই বা পাবনা? সত্যি ত আর দাসী তার নই?"

আরতি স্যানিয়েল কহিলেন, "আবার বাজে তর্ক তুলে নিলে, সময়ই কেবল নষ্ট হ'চ্ছে। নে, এখন যা শোভা,—দেখ্, যেমন দেখিয়ে দিল, কতটা দেখাতে পারিস্।"

বলিয়া অর্গানে সুর দিলেন। শোভা উত্তর করিল, "এখন হবেনা মিসেস্ স্যানিয়েল। নিরেলা বরুণাদির কাছে বার কত আর দেখেনি, তারপর—"

হাসিয়া বরুণা কহিল,"তাই হবে তবে। সত্যি এখন পার্‌বেনা। আরও আমাদের এই তর্কাতর্কির পর। সত্যি একদম রসভঙ্গ হ'য়ে গেছে। মনটাও ওর কেমন যেন মুস্‌ড়ে গেছে ব'লে মনে হ'চ্ছে। এখন পারিবেই না।"

"তবে ফুলবালাদের পরের গানটা বরং হ'ক।"

"হাঁ, তা হ'তে পারে বটে। আয়রে, ওঠ্ তোরা।"

বালিকারা উঠিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। আরতি স্যানিয়েল অর্গানে সুর দিলেন, পূর্ব্ববৎ বরুণার পরিচালনায় নৃত্যগীতটি হইল।

বালক ভৃত্যটি তখন চা ও কিছু খাবারসহ ট্রেখানি লইয়া বাহিরের দিকে যাইতেছিল। দেখিয়া বরুণা কহিল, "ওকি? চা খাবার কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস্? কে এয়েছে বাইরে?"

"সাব আয়া মাইজি।"

"সাব আয়া! আভি আয়া?—কাঁহা?

"ওধার বাহারকা ঘরমে কৌচ পর শোয়াকে রহনা হ্যায় মাইজি।"

"আচ্ছা, যাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

"তাই ত! এখুনি ফিরে এসেছেন! রাত সেই সাতটা আটটার আগে ত ফেরেন না কথনও বড়। আবার শুয়ে আছেন—অসুখ বিসুখ হয়নি ত কিছু?"

মিসেস্ স্যানিয়েল কহিলেন, "তা হবেও বা। যাওনা ভাই, একটিবার দেখেই গিয়ে এস না ?"

"হাঁ, তাই আসিগে।" বলিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া বরুণা এদিক ওদিক একবার চাহিল।

নন্দা সরকার কহিলেন, "আজ তবে একদম বন্ধ ক'রেই দেওয়া যাক ভাই। কে জানে, কিছু অসুখ বিসুখ হ'য়েই হয়ত উনি এসেছেন। আর তা ব'ল্‌তে কি ভাই, জমেও আজ আর উঠ্‌বে না। উনি ত আর এখানে এসে ব'স্‌বেন না ; বাইরে একলাটি ব'সে থাক্‌বেন গুম্‌সো হ'য়ে—"

রমলা মিটারও সমর্থন করিয়া কহিলেন, "হাঁ, বন্ধই ক'রে দেওয়া যাক আজ। তা ক্ষতি কি ? সময় ত ঢের আছে। আজ আর সুবিধে হবে না। রসভঙ্গ হ'য়ে যাচ্ছে বারবার। আর্টের কসরৎটাও আর্টিষ্টিক একটা ভাব নিয়ে ক'র্‌তে হয়। তা সে আবহাওয়ারই সৃষ্টি যেন আজ হ'চ্ছেনা। যেটুকু বা হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তাও ঘোরালো হ'য়ে গেল একদম।"

"হুঁ!"

বলিয়া বরুণা কেমন আনমনা ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমলা কহিলেন, "আমার মনে হয় কারও বাড়ীতে বাঁধা ধরা ভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এ সব আর্ট চর্চ্চার সুবিধে আমাদের হবে না। আলাদা একটা ক্লাব যদি আমাদের থাক্‌ত—হাঁ, সে রকম একটা কিছু কি ক'রে নিতে পারিনে আমরা আরতি ?"

"তা—দেখা যেতে পারে। তবে এখুনি ত হ'চ্ছে না। আপাততঃ হাতে যেটা নেওয়া হয়েছে, এই ভাবেই চালাতে হবে। এর পর—"

নন্দা সরকার কহিলেন, "হাঁ, তোমাদের যেমন কথা! আবার একটা ক্লাব ক'রে কর্ত্তাদের মত রোজ সন্ধ্যে বেলায় গে আড্ডা জমাতে হবে!"

"হবেই না কেন? তাঁরা যদি রোজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে আড্ডা জমাতে

পারেন, আমরা পারব না কেন? নারী ব'লে চিরকালই হীন হ'য়ে থাক্‌তে হবে? না, সেদিন আর নেই নন্দা। জগতের নারী আজ জেগে উঠেছে। আমরাই কেবল ঘুমিয়ে থাক্‌ব?"

"ঘুমিয়ে আর এমন আছি কই?—এই ত দল বেঁধে একটা নাটক ক'রছি—এটা কি ঘুমিয়ে থাক্‌বার লক্ষণ? তবে সব বিষয়ে ওদের সঙ্গে সমান সমান টক্কর দিয়েই চ'ল্‌তে হবে, এমন কি কথা আছে? খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে তারা কাজ করে, সন্ধ্যেয় অবসর—তখন গিয়ে ক্লাবে আড্ডা করে। আর আমাদের দুপুরে অবসর—সকাল সন্ধ্যের কাজের ভিড় পড়ে। আর তাও পড়ে সবারই ঘরে। সংসারটা রয়েছে—তার কাজ-কর্ম্ম গুলো ত দেখ্‌তে হবে তখন।"

রমলা উত্তর করিলেন, "তা আর্টের চর্চ্চার সময় হ'চ্ছে সন্ধ্যের—দুপুরটায় সদাসর্ব্বদা ওটা চলে না, সুটও (suit) ঠিক করেনা। হ্যাঁ, ঘর সংসারও রয়েছে। তা আর্টে যদি লাইফটা এন্‌জয় (enjoy) ক'রতে চাও, ঘর সংসারের কাজ-কর্ম্মগুলো অনেকটা লোকজনের উপরেই দিয়ে রাখ্‌তে হবে। ডাইরেক্সনগুলো ঠিক মত তাদের দিয়ে দিতে পারলে, কেন তারা সেগুলো ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না?—তাদের রাখা হ'য়েছে কেন তবে?"

আরতি স্যানিয়েল কহিলেন, "ওসব কথা—সে পরে যা হয় ভাবা যাবে। আজ তবে ওঠাই যাক এখন। বরুণাকে আর ডিটেন (detain) করা বোধ হয় আমাদের ঠিক হচ্ছেনা। কি বল বরুণা?"

বলিয়াই আরতি স্যানিয়েল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই উঠিলেন। একটু কুণ্ঠিত ভাবে বরুণা কহিল, "হাঁ, এস তবে তোমরা আজ ভাই। কি ক'রব? চারটে ত কেবল বাজল, এত আগেই যে উনি আজ ফিরে আস্‌বেন—"

নন্দা সরকার কহিলেন, "তার জন্যে আর কি হ'য়েছে ভাই? হয়ত অসুখ বিসুখই কিছু একটা হ'য়ে এসেছেন। ইঃ! লজ্জায় যেন লজ্জাবতী লতা মাটিতেই একেবারে গুটিয়ে প'ড়ছেন! কেন, কি এমন হ'য়েছে? আমরা ত আর পর কেউ নই। তা বলিস্, আজ রেহাই দিয়ে গেলাম, কাল সন্ধ্যেয় এসে রাত দশটা তক্ জ্বালাব—একেবারে একটা ক্লাবই তোর বাড়ীতে ক'রে ব'স্‌ব। ওঁকেও এসে ব'স্‌তে হবে। বাহাবা দিতে হবে!—হাঁ, বলিস্ কিন্তু।"

সকলে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ কি মনে করিয়া একটু চমকিয়া রমলা মিটার থামিয়া দাঁড়াইলেন।

"তাইত!—গাড়ী যে কারও আসেনি। ছটাতক রিহার্সাল হবার কথা ছিল—"

নন্দা উত্তর করিলেন, "আসেনি তা কি হ'য়েছে? হেঁটেই যাব'খন। এত মর্দ্দানী ক'র্‌তে পার, ক্লাব ক'রে মরদদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পার, আর দু'পা পথ হাঁটতেই অম্‌নি ভেঙ্গে পড়্‌বে? চল!"

বলিয়া খট্ খট্ শব্দে নন্দা অগ্রসর হইলেন।

"চল! না হয় ঐ পার্কে একটু বেড়াব। তারপর গাড়ী এলে যাওয়া যাবে।"

বলিয়া আরতি স্যানিয়েল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। বরুণাও ফটক পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়া সকলকে বিদায় সম্ভাষণ করিল।

৬

ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়া বরুণা দেখিল, কিরণ একটি কৌচে শুইয়া পড়িয়া আছে। চক্ষু দুটি মুদ্রিত; মুখে অর্দ্ধদগ্ধ একটি সিগারেট। চাহিয়া দেখিল, খাবার কিছু কিরণ স্পর্শও করে নাই. পেয়ালাতেও চা আধাআধি পড়িয়া রহিয়াছে।

সতীশের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যারপরনাই বিমর্ষ হইয়াই কিরণ পড়িয়াছিল। কাজে আর মন দিতে পারিল না, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। পুরাতন সকল স্মৃতি একরূপ চাপা দিয়াই এতদিন সে রাখিয়াছিল। আজ সব যেন তীব্র বিষের খোঁচায় বিঁধিয়া বিঁধিয়া পরিতপ্ত মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তার মা—ভাই বোন দুটি—আর ঐ নিরপরাধ সুরবালা—পরিত্যক্তা হইয়াও তাহার গৃহের বধূত্ব এখনও সে পরিত্যাগ করে নাই—ছি ছি! কি সে করিয়াছে! কি করিতেছে! একটি সংবাদ পর্য্যন্ত সে লয় নাই! নিজের উপরে—বর্ত্তমান এই জীবনের উপরে—সহস্র ধিক্কার তাহার উঠিতেছিল। বাড়ীতে আসিয়া যখন কাণে গেল নৃত্য-গীতের একটা উৎসব চলিতেছে, ধিক্কারটা অতি তীব্র আঘাতেই বাজিল। মনটা যারপরনাই ত্যক্তবিরক্ত—মেজাজটাও অতি রুক্ষ হইয়া উঠিল। একটু চা আনিতে বলিল; কিন্তু মুখে রুচিল না। খাবার স্পর্শও করিল না; কয়েকটা চুমুক দিয়া চায়ের পেয়ালাও রাখিয়া দিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া কৌচে শুইয়া পড়িল।

স্বামী অসময়ে গৃহে আসিয়াছেন; হয় ত শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে। তাই কিছু উদ্বিগ্ন হইলেও সমাগতা বান্ধবীদের যে এইভাবে বিদায় করিয়া দিতে হইল, আরব্ধ মহলা বন্ধ হইয়া গেল, কেহ কেহ তাহাতে

যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াও গেলেন,—মনটা বরুণারও তাই বড় প্রসন্ন ছিল না, যখন গৃহে সে প্রবেশ করিল।

"এত আগেই যে আজ ফিরে এলে?—কি হয়েছে?—অসুখ করেছে কিছু?"

চক্ষু মেলিয়া কেমন অলস দৃষ্টিতে কিরণ চাহিল; মুখের সিগারেটটি হাতে লইয়া কহিল, "হাঁ।"

"কি, কি হ'য়েছে? মাথাটাথা ধ'রেছে? জ্বর হয়নি ত?" বলিয়াই শিয়রে আসিয়া বরুণা বসিল। হাতের দগ্ধ সিগারেটটি লইয়া এস্ ট্রের (ash tray) মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিল।

"না, জ্বরটর ত কিছু হয়নি। তবে মাথাটা একটু গরম বোধ হচ্ছে। মাথাই ধরেছে বুঝি?—একটু ওডিকোলনের জল এনে দিই? হাঁ, ওরিয়েণ্টাল বামও ঘরে আছে। তাই একটু মালিশ ক'রে দেব? দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেদনাটা সেরে যাবে।"

বলিয়া বরুণা উঠিল।

"না না, ও সব কিছু দরকার হবে না। মাথাটাথা কিছু আমার ধরেনি।" বলিতে বলিতে কিরণও উঠিয়া অর্দ্ধশয়িত ভাবে হেলিয়া বসিল।

"কি হয়েছে তবে? খাবার-টাবার কিছু মুখে তোলনি, চাও ত পেয়ালায় আধাআধি প'ড়ে র'য়েছে। পেটের অসুখ-টসুখ কিছু হ'য়েছে?"

"না।"

কাছেই টেবিলের উপরে সিগারেট ছিল, হাত বাড়াইয়া কিরণ তার একটি তুলিয়া লইল। কাড়িয়া নিয়া এবং কৌটাটিও একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া বরুণা কহিল, "না না, ওগুলো আবার এখুনি খেওনা। মাথা

গরম কি পেট গরম যাই হয়ে থাক্, অপকার কর্‌বে। মাথা গরম ত হ'য়েছেই দেখ্‌ছি।"

বলিয়া মাথায় আবার হাতখানি রাখিল। আস্তে আস্তে চুলের ভিতরে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "একটা লেমনেড্ বরং এনে দিক্,—কি বল ?"

"আনুক।"

বালক ভৃত্যকে ডাকিয়া বরুণা আদেশ করিল। কহিল, "তা কি হ'য়েছে ছাই বলই না? মুখে যে রাটি নেই। কারখানায় কারও সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া কিছু ক'রে এসেছ নাকি ?"

"ঝগড়া!—ঝগড়া কার সঙ্গে ক'রব? ঝগড়া যা হয় বাড়ীতে, বাইরে কারও সঙ্গে নয়।"

"সেটা যেন কেবল আমারই দোষ। নিজের মেজাজটি —নেও লেমনেডটা খেয়ে ফেল।"

ভৃত্যের হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া বরুণা স্বামীর মুখের কাছে ধরিল। কয়েক চুমুক খাইয়া উঠিয়া বসিতে বসিতে কিরণ কহিল, "নেও, রেখে দেও এখন। আর খাব না।"

"কি খাবে বল তবে? পেট ভাল থাক্‌লে কিছু খেলেই সুস্থ বোধ ক'রবে এখন। তা চেপে কেন রয়েছ? অসুখ যদি কিছু বোধ কর, খুলেই কেন বলনা? বুঝ্‌তে পার্‌লে—"

"আঃ! কেন মিছে দেক ক'রছ? অসুখ বিশেষ এমন কিছুই আমার হয়নি। এম্‌নিই শরীরটা কেমন ছাড়া ছাড়া বোধ হ'চ্ছিল, কাজে গা লাগছিল না, চ'লে এলাম। ঐটে তোমার বড় বাড়াবাড়ি বরুণা,—একটু এদিক ওদিক কখনও দেখ্‌লে একেবারে জ্বালাতন ক'রে তোল। শরীরের কি সমান স্ফূর্ত্তি সব সময় লোকের থাকে ?"

"তা—কারখানার কাজ ছেড়ে অসময়ে চলে আসতে ত কখনও বড় দেখিনা, তাই ভয় হচ্ছিল। অত বিরক্তই বা কেন হ'চ্ছ? কি ক'রব?—ভাবনা চিন্তে তোমার কারও জন্যে না থাক্, আমি ত পাষাণ হ'য়ে এড়িয়ে থাক্‌তে পারিনে।"

"এই দেখ! অম্‌নি অভিমানের সুর বেজে উঠ্‌ল! তা ভাবনা চিন্তে যাই থাক্, তা নিয়ে অহরহ এত ঘ্যান্‌ঘেনি প্যানপেনি কাহাতক কত কার ভাল লাগে বল? যাক্!—থাক ওসব কথা এখন। শরীরটা—কিছু ভাবনা নেই তোমার—ছাড়া ছাড়া একটু লাগছিল—আবার বেশ চাঙ্গা হ'য়েই উঠেছে এখন।"

বরুণা কহিল, "বোধ হয় নার্ভাস্ ব্রেক্ ডাউন (nervous break down) একটা তোমার হ'চ্ছে। তা ব্লড্ প্রেসারটা (blood-pressure) একবার নেও না?"

"না গো! ও সব কিছু আমার হয় নি।—ব্লড্-প্রেসার আমার নিতে হবে না। ডাক্তারদের দেখাতে গেলেই একটা না একটা ত্রুটি তারা ধ'র্‌বেই। ব'ল্লেই হ'ল। ধ'র্‌বার ত জো নেই আমাদের। তারপর এ ওষুধ খাও, ও ওষুধ খাও, চেঞ্জে যাও, ছুটী নাও, ড্যায়েট রেগুলেট্ (diet regulate) কর—ফরমাসের আর অন্ত থাক্‌বে না। ও সব তোমাদের পোষায়, আমাদের পোষায় না।"

"হাঁ, আমি যেন কেবলই ডাক্তার দেখাচ্ছি, ওষুধ খাচ্ছি, আর চেঞ্জে যাবার আবদার নিচ্ছি। কথা শোন!"

"থাক্—থাক্! ও পাঠ এখন রেখে দেও। অন্য দুটো কথা কিছু থাকে ত কও। দেখি যদি মনটা কিছু হাল্‌কা তাতে হয়।"

"মনে আবার কি হ'য়েছে?"

"সর্ব্বনাশ ক'রেছে! না গো, কিছু নয়—কিছু নয়! শরীরটার সঙ্গে

মনের একটা সম্বন্ধ আছে ত ?—শরীরটা যদি ছাড়া ছাড়া কখনও থাকে, মনটা কি তখন আটা সাঁটা তরতাজা থাক্‌বে ?”

হাসিয়া বরুণা কহিল, “তবু ভাগ্যি ! আমি বলি, মনেই কিছু বা হ'য়েছে, আর তাই থেকে শরীরটাও ছাড়া ছাড়া হ'য়ে প'ড়েছে। শরীর খারাপ হ'লে যেমন মন খারাপ হয়, তেমনি আবার মন খারাপ হ'লেও ত শরীর খারাপ হ'তে পারে।”

“সেটা সহজে অন্ততঃ আমার হয় না। হ'লে—”

“আবার খোঁচা দেওয়া হ'চ্ছে ! থাক্‌, ও কথা আর তুল্‌ব না। তা —কতক্ষণ এসেছ ?”

“এই ঘণ্টা খানেক প্রায় হবে।”

“ঘণ্টা খানেক ! বল কি ? অসুস্থ হ'য়ে এসেছ ঘণ্টা খানেক আগে, একলাটি এখানে শুয়ে প'ড়ে র'য়েছ, আর একটু খবর আমাকে দেও নি ? আশ্চর্য্য !—আমি ত জান্‌তেই পারি নি কিছু। বয় চা নিয়ে আস্‌ছিল, তখন তার কাছে শুন্‌লাম। হতভাগাও আমাকে কিছু জানায় নি। নিজেই গিয়ে চা টা নিয়ে আস্‌ছিল। আচ্ছা, দেখ্‌ছি !”

“ওর কসুর কিছু হয় নি বরুণা। আমিই নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম।”

“নিষেধ ক'রে দিয়েছিলে ? কেন ?”

“নাচ গানে খাসা একটা আমোদ প্রমোদ তোমাদের চ'লছিল,—সেটাতে একটা বাধার সৃষ্টি ক'র্‌ব, এটা ইচ্ছে হ'ল না।”

বরুণার মুখে একটু হাসি ফুটিল ; কহিল, “তা শরীর ত এমন খারাপও কিছু হয় নি ব'লছ, না হয় ওখানে গিয়েই ব'স্‌তে। হয় ত একটু ফূর্ত্তিতে শরীরের আর মনের ভারটা কেটেও যেত। যাও নি, তাতেই বরং বাধার সৃষ্টি হ'ল। তুমি এসেছ—শরীর ভাল নয়—এইটে শুনেই যা ওরা চ'লে গেল।”

"তাই নাকি? বড্ড বেয়াদবী ত তাহ'লে হ'য়েছে আমার। তা বাড়ীতেই আমি এসেছি। শরীর যে অসুস্থ এ কথাটা কাউকে জানিয়েছি ব'লে ত মনে হ'চ্ছে না।"

"অসময়ে এসেছ, একলাটি এই ঘরে চুপটি ক'রে শুয়ে প'ড়ে র'য়েছ, কাজেই সবার মনে হ'ল শরীর অসুস্থ, আর তখন ব'ল্লে আজ থাক। আমিও জোর ক'রে ব'ল্তে পারলাম না যে, না, চলুক।"

"হুঁ!—তা—চালালেই হ'ত। আমার আপত্তি আছে কি ভাল লাগ্‌ছিল না, এটাই বা তোমরা ধ'রে নিলে কেন?"

"ধ'রে নিতে কাজেই হয়। শুন্‌লাম, কতক্ষণ হ'ল এসেছ, চুপচাপ একলাটি শুয়ে প'ড়ে এই ঘরে আছ। একটু চা খাবে—তাও আমাকে ব'লে পাঠালে না—"

"তা—কি এমন হ'য়েছে? এতগুলি বন্ধুবান্ধব সমবেত হ'য়েছেন—চায়ের আয়োজন অবিশ্যি ছিল। তা ছিলাম চুপ চাপ শুয়ে—শুন্‌ছিলাম তোমাদের গান টান গুলো—"

বেশ একটু চটুল মধুর হাসি বরুণার চক্ষুমুখ ভরিয়া তখন ভাতিয়া উঠিল।

"শুন্‌ছিলে? সত্যি?—তা—হাঁ—কেমন লাগছিল গানগুলো বল ত?"

স্বভাবতঃই বরুণা অতি সুন্দরী ছিল, মুখের ডিল, চোখের ভাব, সচরাচর এরূপ বড় দেখাই যাইত না। গ্রীবাটি হেলাইয়া যখন এইরূপ হাসিত, আর গাল দুটিতে টোল পড়িত, অতুলন এমন একটি মোহনোজ্জ্বল মাধুরী সমস্ত চক্ষু মুখ ভরিয়া ফুটিয়া উঠিত যে, যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। একটু হাসিয়াই কিরণ তখন চাহিল; হাতখানি হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মন্দ কি?"

বলিতে বলিতে তখনই আবার গভীর একটি নিশ্বাস কিরণের বুক

ভরিয়া উঠিল; হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া মুখখানি অন্য দিকে একটু ফিরাইয়া নিল।

"মন্দ কি!—কেবল মন্দ কি?" কেমন একটু ক্ষুণ্ণদৃষ্টিতে বরুণা চাহিল।

ফিরিয়া কিরণ কহিল, "কি চ'ট্‌লে না কি? তা অতি ভালও কি সদা সর্ব্বদা লোকের ভাল লাগে?"

"হুঁ—"

"তা—না, সত্যি ব'ল্‌ছি বরুণ, মেয়েদের কোরাসটা মন্দ হচ্ছিল না। আর তোমার ঐ গানটা—তা বরাবরই ত তোমার গান শুন্‌ছি। রোজ রোজ আর কত তারিফ ক'র্‌ব বল!" বলিয়া আবার বরুণার হাতখানি ধরিল।

হাত টানিয়া লইয়া বরুণা কহিল, "নেও, আর অতয় কাজ নেই। ভালই তোমার কিছু লাগ্‌ছিল না। আমার কিছুই আর তোমার এখন ভাল লাগে না।"

একটু হাসিয়া কিরণ উত্তর করিল, "আর আমার সব কিছুই তোমার ভাল লাগে?"

"সব কিছু কারুরই কারো ভাল লাগে না।"

"তা হ'লে তোমাদের আজকার এই গানটানগুলো আমার যদি খুব ভাল নাই লেগে থাকে, এমন কি অপরাধ হ'য়েছে বল?"

"অপরাধের কথা কে ব'লছে? লাগে নি, লাগে নি। বস্‌!"

"কিন্তু চ'টছ ত? তা আমার ওগুলো—ধর, সত্যিই যেন ভাল লাগে নি। কিন্তু আমি যে অসুস্থ হ'য়ে অসময়ে বাড়ীতে এসেছি—সেটাও ত তোমার খুব ভাল লাগ্‌ছে ব'লে মনে হ'চ্ছে না। তা আমি ত চ'টছি না।"

"সত্যি বড় ঘা দিয়ে কথাটা তুমি ব'ল্লে! যখন তখনই বল। তুমি বাড়ীতে এসেছ অসুস্থ হ'য়ে—না হয় একটু আগেই এসেছ—তাই আমার ভাল লাগ্‌ছে না? সত্যি মনে কর এমনি একটা অপদার্থ মেয়েমানুষ আমি—এতটুকু দরদ তোমার ওপর নেই—"

"দরদ—সে কতটা আছে—তুমিই জান। আমি কি মনে করি না করি, তাতেও কিছু এসে যাচ্ছে না। তবে—থাসা অমন নাচগানের আমোদটা চল্‌ছিল,—হঠাৎ আমি এসে পড়ায় বাধা একটা হ'ল, সেটায় একটু বিরক্তি সবারই হ'তে পারে। এমন অপরাধী তাতে কাউকে করা যায় না। আমিও তোমাকে ক'র্‌ছি না। বরং কুণ্ঠিতই হ'চ্ছি যে বাধা হ'য়ে এসে প'ড়্‌লাম। তা এর পর—"

"এর পর—কি? অসুস্থ কখনও হ'লেও বাড়ীতে কখনও আস্‌বে না, কাছারিখানায়ই শুয়ে প'ড়ে থাক্‌বে? কারণ, মনে কর বাড়ীতে এলেই আমার শান্তি ভঙ্গ কি আমোদপ্রমোদে বাধা হবে? মনে কর, রোজই বাড়ীতে আমি এমনি একটা নাচগানের মজলিস্ বসাই?"

"তা বসালেই বা এমন দোষ কি? খাওয়া দাওয়ার পর আর ত কাজ কিছু নেই।"

"কাজ—তা কি ক'র্‌ব বল? কাঁথা সেলাই ক'র্‌ব? যাঁতা নিয়ে ব'সে ডাল কলাই গম ভাঙ্গব? ঢেঁকীতে ধান ভান্‌ব? ঘড়া মাথায় ক'রে রাস্তার কল থেকে জল তুলে আন্‌ব?"

"তা কে বল্‌ছে? পয়সা যাদের ঘরে আছে, আর চাকর বাকর দুটো রাখ্‌তে পারে, কেউ তারা নিজের হাতে ও সব কাজ করেনা। তাই ব'লে কাজ কি সত্যি আর কিছু নেই? কেবল কি নাচ গানে আর চায়ের মজলিসেই অবসর সময়গুলো সব কাটিয়ে দিতে হবে?"

"কেবল নাচ গানে আর চায়ের মজলিসেই অবসর সময়টা রোজ আমি

কাটাই? তাই মনে মনে ঠাউরে রেখেছ? বেশ ত, বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এম্‌নি এসে দেখ্‌লেই ত হয় কেবল মজলিস্ ক'রেই সময়গুলো আমি কাটিয়ে দিই কিনা।"

কিরণ উত্তর করিল, "তোমার ত্রুটি ধ'রবার জন্যে আচমকা এভাবে এসে বাড়ীতে উপস্থিত হব, তার এমন দরকার কিছু নেই বরুণা। কোনও স্বামীর পক্ষে শোভনও সেটা হয় না। কি ভাবে তুমি চ'ল্‌বে, চ'ল্লে ভাল হয়, সেটা নিজেই বুঝে চ'ল্‌বে। আর সেটা বুঝেই চল্‌বে, এটুকু অন্ততঃ প্রত্যাশা আমি অবশ্য ক'র্‌তে পারি।"

"কিন্তু ভাল মন্দ কখন কোনটা কি সেটা বিচার ক'রে দেবে কে? দুজনে একমত সর্ব্বদা নাও ত হ'তে পারি।"

"তা পারিনা বই কি? আর যখন না পারি, তখন—"

"তখন—কি? তোমার মতেই আমাকে চল্‌তে হবে, নিজের মতটা একদম বলি দিয়ে—যে হেতু তুমি স্বামী আর আমি স্ত্রী?"

রক্তবর্ণ চক্ষু-মুখ তুলিয়া বরুণা চাহিল।

ধীর ভাবেই কিরণ উত্তর করিল, "সেটা সম্ভব সর্ব্বদা হয় না, আর অতটা দাবীও আমি ক'রছি নি। তবে ভাল যেটা মনে না করি, পছন্দ যেটা না ক'র্‌তে পারি, সেটা ব'লবার অধিকার অবশ্য আমার আছে। আমিও সত্যি একেবারে তোমার দাস নই।"

"আমিও দাসী নই। সংসারটা যেমন তোমার, তেম্‌নি আমারও বটে।"

"ঠিক কথা! যেমন তোমার তেম্‌নি আমারও বটে। সুতরাং দুজনকেই দুজনকার মতের দিকে চেয়ে মানিয়ে চ'ল্‌তে হবে।"

"কি ক'রে তা চ'লব? আমি যখনই যা ক'র্‌ব, তাতেই যদি তুমি দোষ দেখ, তাই যদি তোমার ভাল না লাগে—"

"অতটা কখনও হয় না বরুণা। আমারও হয়নি—"

"হয় না—সেটা ঠিক। হ'লে আর কোনও স্বামী নিয়ে কেউ সংসারই করতে পারত না। কিন্তু তোমার অহরহই হ'চ্চে।"

"বটে!"

"হ'চ্ছে বই কি? এই ত আজ—ব্যাপারটা কি? সামান্য একটা পার্টি'র (Party) বন্দোবস্ত ক'রেছি—ছোট্ট একটু মিউজিকাল অপেরা (musical opera) তখন প্লে করাব। তারই একটা রিহার্সাল—. দুপুরে এমন কাজ আর কিছু ছিল না—তাই করাচ্ছিলাম।"

"পার্টি!—কিসের পার্টি?"

বরুণা উত্তর করিল, "বড়দিনের ছুটীতে মা বাবা সবাইকে নিয়ে আসবেন। ওখানকার কয়জন বন্ধুও আসতে পারেন। কথাটা বোধ হয় জানান হ'য়েছে, মনেও আছে?"

"আছে।"

"কদিন তাঁরা থাকবেন,—একটু আমোদ প্রমোদ ত চাই। তাই একটা পার্টি'র বন্দোবস্ত ক'রছি।"

"ও!—আর সেই পার্টিতে বুঝি—ঐ মিউজিকাল অপেরা না কি ব'ল্লে—তার প্লে হবে? আর—তারই রিহার্সাল সুরু হ'য়েছে বাড়ীতে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমারও ত গান একটা শুনলাম। নাচও সঙ্গে বোধ হয় হ'চ্ছিল। তুমিও তবে বুঝি ঐ অপেরাতে অমনি একটা পার্ট নিয়েছ?"

"নিয়ে থাকি নিয়েছি। তার কি হ'য়েছে?"

কিছু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু শ্লেষের স্বরে কিরণ কহিল "পার্টি'টা কেবল ঘরেরই একটা পার্টি বোধ হয় হবে না, সহরেরও বহু লোক নিমন্ত্রিত হবেন বলে মনে হচ্ছে?"

"হবেন বই কি? পার্টী কেবল ঘরোয়া পার্টী'ই হয় না।"

"তাহ'লে এঁদের সবার সাম্‌নে একটা নাটকের নায়িকা সেজে তুমি ষ্টেজে নাব্‌বে? নাচ্‌বে? গাইবে?"

"পার্ট যদি নিই, কাজেই তা ক'র্‌তে হবে।"

"আর সেটা যদি আমি পছন্দ না করি?"

"না কর না ক'র্‌বে। সব কাজে তোমার পছন্দ মেনে যে আমাকে চ'লতেই হবে এমন কোনও কথা হ'তে পারে না!"

কঠোর একটি ভ্রূকুটি কিরণের আঁধার মুখখানি ভরিয়া উঠিল। বরুণার একটু হাসিও পাইল।—কিন্তু সেটা চাপিয়া কহিল, "তবে পার্ট সত্যি আমি নিইনি। তার কারণ সেটা শোভন হবে বলে আমি নিজেই মনে করিনি, তুমি পছন্দ ক'র্‌বে কি না ক'র্‌বে সেটার বিবেচনায় নয়!"

"তবু ভাল যে এটুকু সুবুদ্ধি তোমার হ'য়েছে। নইলে—"

"নইলে—কি? কি ক'র্‌তে তুমি?"

আরক্ত চক্ষু তুলিয়া বরুণা চাহিল।

"পার্টী—আমি বন্ধ ক'রে দিতাম।"

"বন্ধ ক'রে দিতে! কোন্ অধিকারে?"

"আমি স্বামী, সেই অধিকারে!"

"স্বামী! স্বামী—সেই অধিকারে! স্বামী ব'লে, বিয়ে ক'রেছিলে ব'লে, এত বড়ই একটা অধিকার তোমার জন্মেছে যে পদে পদে প্রত্যেকটি বিষয়ে একেবারে তোমার বিধি নিষেধ মেনেই আমাকে চ'ল্‌তে হবে?"

"অন্ততঃ আমার মান ইজ্জতের বিবেচনা যেখানে আছে, সেখানে তা হবে বই কি? কড়া হাতে চালাতেও হবে আমাকে যদি নিজে না বুঝে চ'লতে পার!"

"বটে!"

"কেবল তা বলেই বা কেন? এই যে এত বড় একটা পার্টি বাড়ীতে ক'র্‌ছ, আগে একটিবার জানান আমাকে উচিত ছিল না?"

"কেন, আগে জানাতে হবে কেন? বাড়ীতে—বাড়ী আমারও বাড়ী বটে—সেই বাড়ীতে কখন আমি কি ক'র্‌ব না ক'র্‌ব, সব তোমার অনুমতি নিয়ে ক'র্‌তে হবে? এটাও বুঝি তোমার স্বামীর অধিকার?"

"নিশ্চয়ই! ছোট খাট সব মামুলী কাজে যা খুসী তোমার ক'র্‌তে পার। কিন্তু বড় বড় এই সব আমোদ উৎসবের কাজে—আমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'রে, আমার মত নিয়ে, তবে যা ক'র্‌বার তোমাকে ক'র্‌তে হবে।"

"কেন, কেন তা কর্‌তে হবে?"

"বাড়ীতে বেজায় একটা হৈ চৈ প'ড়ে যাবে, হাঙ্গামাও অনেক আমাকে কর্‌তে হবে। সেটা আমার পক্ষে তখন সুবিধে হবে কিনা—তাও কি একটা বিবেচনার কথা নয়? তারপর—সকলের বড় কথা—খরচ পত্তর মেলাই হবে। সেটা ত আমাকেই যোগাতে হবে। টাকা রোজগার গায়ের রক্ত জল ক'রে আমিই ক'রে আনি, তুমি নও!"

"কি! টাকার খোঁটা দিচ্ছ? টাকা রোজগার ক'রে আন্‌ছ, তাই একেবারে আমাকে কিনে রেখেছ? দুটো টাকা অতিরিক্ত খরচের দরকার কখনও হ'লেও হাতজোড় ক'রে তোমার কাছে ভিক্ষে চেয়ে নিতে হবে?"

সমান চড়া সুরেই কিরণ উত্তর করিলেন, 'ভিক্ষে চেয়ে কখনও কিছু নিতে তোমাকে হয়নি। যা রোজগার ক'র্‌ছি, মাসে মাসে সব এনে তোমার হাতেই দিচ্ছি।"

"আর আমি তা সব দুহাতে নিজের সখেই ওড়াচ্ছি!"

"কি ক'রছ তুমিই জান। হিসেবের কৈফিয়ৎ কখনও কিছু নিইনি।

এইটুকু দেখ্‌ছি, মাসের খরচ তোমার যেন কুলিয়েই ওঠে না। বাড়তি খরচের দরকার কখনও কিছুতে হ'লে ধার ক'রে আমাকে চালাতে হয়। শোধ ক'রতে শেষে প্রাণ বেরিয়ে যায়। সে যাক্‌গে। এবার আগে থেকেই আমি ব'লে দিচ্ছি তোমার এই যে পার্টি আর এই নাটকের অভিনয়—খরচ যে কতয় গিয়ে দাঁড়াবে জানি নে—কিন্তু তার কোনও দায়িত্ব আমি নিতে পার্‌ব না।"

"পার্‌বে না! কেন পার্‌বে না? পার্‌তেই তোমাকে হবে। পার্‌বেনা ব'ল্‌তে একটু লজ্জা তোমার হ'ল না? স্বামী ব'লে বড়াই ক'র্‌ছ, আর স্ত্রীর একটা খরচের দায়িত্ব নিতে পার্‌বে না?"

"না, তা পার্‌বনা! স্বামী ব'লে অন্ততঃ একটা পরামর্শ আমার সঙ্গে ক'রে নিয়েছিলে আগে যে এত বড় একটা দায়িত্ব আজ আমাকে নিতে ব'ল্‌ছ?"

"বেশ, নিওনা! তা হ'লে আমিও ব'লে রাখ্‌ছি, পার্টি হবে—আরও জাঁকাল ক'রে হবে! খরচ যত খুসী আমি ক'র্‌ব! আর তার যত বিল শোধ ক'র্‌ব, আমার গয়না পত্তর সব পাব্লিক অক্সনে (প্রকাশ্য নীলামে) তুলে! কেবল তাই নয়? ঐ প্লেতে ঐ পার্টও আমি নেব! ওরা ব'ল্‌ছিল, রাজি হইনি! কিন্তু এখন—হাঁ, নেব! কেন নেব না?"

"তাহ'লে আমিও ব'ল্‌ছি, পার্টি আমি বন্ধ ক'রে দেব! বাইরে যেখানে হয় যা খুসী গিয়ে কর। আমার এই বাড়ীতে ও সব কিছু ক'র্‌তে তুমি পার্‌বে না!"

"পারব না! আলবৎ পারব! বাড়ী তোমার? বন্ধ ক'র্‌বে? এত বড়ই ক্ষমতা তোমার আছে যে আমার বাড়ীতে আমি একটা পার্টি দেব আর তাই তুমি হুকুমে বন্ধ ক'রে দেবে? এত বড়ই একটা মালিক

মাতব্বর লোক তুমি হ'য়েছ ? কে তুমি, আর কার মেয়ে কাকে কি ভয় দেখাচ্ছ জান ?"

"মেয়ে যারই হও, আমার স্ত্রী আজ তুমি ! স্ত্রীকে স্বামী যা বলতে পারে তাই ব'লছি !"

"ইস্ ! স্বামী ! দয়া ক'রে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন, তাই একেবারে দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা উনি আমার হ'য়ে ব'সেছেন ! আচ্ছা দেখ্‌ব! স্বামীই হও আর যাই হও, দেখ্‌ব কি ক'রে আমার এই পার্টি আর প্লে তুমি বন্ধ কর !"

বলিয়াই বরুণা দরজার দিকে ফিরিল।

"একি ! কে তুমি ! কোত্থেকে আস্‌ছ ? কি চাও ? হঠাৎ না ব'লে ক'য়ে এসে ঘরে ঢুকেছ—কে তুমি ?"

দ্বারে তখন সৌদামিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কহিলেন, "তোমার কেউ না হই বাছা, ঐ কিরণের মা আমি। দুটো কথা তাকে ব'লব ব'লে তার বাড়ীতে এসেছি।"

"মা ! মা—"

"হাঁ। তা যার মেয়েই তুমি হও বাছা, ওর ও যে মা একটা কেউ ছিল কি থাক্‌তে পারে, এটা কি কখনও ভাব নি ? আর ও হতভাগাও কি তার পরিচয় কিছু তোমাকে কখনও দেয় নি ?"

"মা ! উনি তোমার মা মিষ্টার রায় ?"

"হাঁ।"

কাঁপিতে কাঁপিতে বরুণা পাশেই একখানি কৌচে বসিয়া পড়িল। স্তব্ধ ভাবে কিরণ কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া ছিল। কি ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া শেষে মাকে প্রণাম করিল। দুটি হাত মাথায় রাখিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "সুখে যে কদ্দূর আছিস্ দেখতেই পাচ্ছি। তবু ব'ল্‌ছি—প্রণাম ক'র্‌লি—মা আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি, সুখে থাক্ !"

উঠিয়া কিরণ কহিল, "বসো।"

ঘরে ঢুকিয়া সৌদামিনী একখানি কৌচে বসিলেন। কিরণ কহিল, "সতীশের সঙ্গেই বুঝি এখানে এসেছ ?"

"হাঁ।"

"কিন্তু সে ত তখন ব'ল্লে না তার সঙ্গে তুমিও এসেছ এখানে ?"

"বল্‌বে কেন ? এসেছি—এ খবরটা জান্‌লে বিরক্ত বই খুসী ত তুমি হ'তে না।"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া কিরণ কহিল, "এসেছিলে—কেন ? কারও কাছে খবর পেয়েছিলে যে আমি এখানে আছি ?"

"না। তীর্থে বেরিয়েছিলাম। গয়া কাশী আর বিন্ধ্যাচল হ'য়ে শেষে এখানে এসেছি। পাঁচ ছ' বছর বাড়ী ছেড়ে এসেছ—একটি খবর আমাদের দেওনি। আছি না ম'রে গেছি একটি খবর নেও নি। কি ক'রে জান্‌ব যে তুমি এখানে আছ ? তবে এই দু দিন হ'ল, হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখ্‌লাম গাড়ী চ'ড়ে কোথায় যাচ্ছ। পাঁচ ছ'বছর পর—তখনই কেবল জানতে পার্‌লাম—প্রাণে বেঁচে তুই আছিস্—এই-খানেই আছিস্—আর—আর—"

কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া সৌদামিনী আঁচলে চক্ষু দুটি মুছিলেন।

একটু উস্‌খুস্ করিয়া কিরণ শেষে কহিল, "সতীশই বুঝি তোমাকে এই বাড়ীতে এখন নিয়ে এল ?"

"হাঁ। অনেক খুঁজে বাড়ীর ঠিকানা সে বের ক'রেছিল। সব খবর গিয়ে জানালে,—থাক্‌তে পারলাম না, ছুটে এলাম জোর ক'রে তাকে নিয়ে। সে আন্‌তে চায়নি।"

"কোথায় সে ?"

"বাইরে দাঁড়িয়ে র'য়েছে।"

উঠিয়া গিয়া কিরণ ডাকিল, "এস সতীশ, ঘরে এস।"

ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে সতীশ কহিল, "কিছু মনে ক'রো না ভাই। হঠাৎ এ ভাবে না ব'লে ক'য়ে ওঁকে নিয়ে আসাটা আমার উচিত হয়নি—"

"তখন জানালে আমি নিজেই গিয়ে দেখা ক'রতাম। ব'সো।"

সৌদামিনী কহিলেন, "হাঁ, সতীশ তা ব'লেছিল বটে। খবরও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু খবর পেলেই যে তুমি গিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রবে, কি ক'রে তা বুঝ্‌ব?"

"আমাদের—আমাদের মানে?"

"সবাই আমরা এসেছি। খালি বাড়ীতে কার কাছে ওদের ফেলে আস্‌ব?"

কিরণ চমকিয়া উঠিল। মুখখানি কেমন যেন পাংশু হইয়া গেল। বরুণার দিকে একবার চাহিল। কৌচের পিঠে মাথাটি রাখিয়া অবসন্ন ভাবে সে বসিয়া ছিল। কহিল, "বরুণা! তুমি উঠে ও ঘরে যাও। ওঁর সঙ্গে আমার যা কথা হ'চ্ছে—"

বরুণা উঠিল; কিন্তু কাঁপিতে কাঁপিতে আবার বসিয়া পড়িল। দারুণ উত্তেজনার পর অপ্রত্যাশিত এই ঘটনা প্রতিক্রিয়ায় এমন একটা অবসাদের সৃষ্টি তাহার দেহে মনে করিয়াছিল, যে উঠিয়া দুটি পা ফেলিবার শক্তিও তখন তাহার ছিল না।

কিরণ কহিল, "আমরাই তবে বরং আর একটা ঘরে গিয়ে বসি।"

বরুণা কহিল,—"না, কথা যা হচ্ছে এইখেনে আমার সামনেই হ'ক্। শুনতেই আমি চাই। শুনে বুঝ্‌তে চাই—"

একটু ভ্রূকুটি করিয়া কিরণ কহিল, "শুন্‌বেই বা কি, আর বুঝ্‌বেই বা

নতূন কি বরুণা? শুন্‌লেই ত পাঁচ ছ-বছর বাড়ী ছেড়ে এসেছি, কোনও খবর করিনি, ওঁদের কোনও কথাও তোমাকে কখনও কিছু বলিনি।"

"কেন বল নি? কি মনে ক'রে বল নি?"

"বলিনি—দরকার মনে করিনি, ইচ্ছে আমার হয়নি। ব'ল্লে কি হ'ত? আমাদের দেশের সেই বাড়ীতে গিয়ে শাশুড়ী ব'লে ওঁকে মাথায় তুলে কখনও নিতে?"

"কিন্তু আজ ত এসেছেন উনি সেই শাশুড়ীর দাবী নিয়েই এই বাড়ীতে।"

সৌদামিনী কহিলেন, "না বাছা, তোমার শাশুড়ীর কোনও দাবী নিয়ে —তোমার বাড়ীতে আমি আসিনি। এসেছি—ওর মা আমি—ওর বাড়ীতে—দুটি কথা কেবল ওকে ব'ল্‌তে। তুমি আজ ওর বউ হ'য়ে এসেছ ব'লে সে অধিকারটুকুও কি আমার নেই? তা ভয় নেই বাছা। শাশুড়ী হ'য়ে তোমার এই সংসারে এসে জুড়ে ব'সব সে মতলব কি প্রবৃত্তি কিছুই আমার নেই। দুটো কথা যা ব'ল্‌তে এসেছি, ব'লে এখুনি বিদেয় হ'চ্ছি।"

"তা বেশ, বলুন।"

সৌদামিনী কহিলেন, "মায়ের যে দুঃখের কথা ব'ল্‌তে আজ এসেছি— তোমার সাম্‌নে, বাছা, তা ব'ল্‌তে আমার মন আস্‌ছে না। চল্ সতীশ, আর কাজ নেই। ঠিকেনা ওকে দিয়ে যা। যদি ইচ্ছে হয়, গিয়ে দেখা ক'র্‌বে, না হয় না ক'র্‌বে। আর সত্যি আমার নিজের জন্যে কি মারি? ছেলে যে পাঁচ ছ'বছর বিধবা মাকে একটিবার ডেকে জিজ্ঞেসা ক'র্‌লে না— নিজে এত রোজগার ক'রে—আর দু-হাতে সব বাবুগিরিতে ওড়াচ্ছে— দশজনের একজনও নাকি হ'য়ে আছে—তাকে আবার দুঃখের কথা কি ব'ল্‌তে যাব? তবে এসেছিলাম, ঐ আবাগীর দুঃখের কথাটা জানাতে।

আমার না থাক্, তার ত একটা দাবী আছে? বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছিল—"

"বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছিল? কে! কাকে!"

বলিতে বলিতে বরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল—থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সৌদামিনী কহিলেন, "আ হতভাগা! বলি, সে কথাটাও লুকিয়ে রেখে ওকে গিয়ে বিয়ে ক'রেছিলি! আমিও ত বলি, ঘরে একটা বউ র'য়েছে—আর অম্নি ওরা তার হাতে মেয়ে দিল সাহেবী ঢঙের বড়লোক হ'য়ে?"

"ঘরে বউ রয়েছে! আর একটা বউ! আর তাই লুকিয়ে রেখে—ও—ও—"

বলিতে বলিতে বরুণা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। ত্রস্ত কিরণ গিয়া তাকে তুলিয়া কৌচে রাখিল।

"জল! জল! কোই হ্যায়!"

পরিচারক নিকটে যাহারা ছিল, ছুটিয়া আসিল। শুশ্রূষা আরম্ভ করিল।

সৌদামিনী কহিলেন, "চল্ সতীশ! যথেষ্ট হয়েছে, চল্, এখন বাসায় ফিরে যাই। ঠিকেনা ওকে লিখে দিয়ে যা। ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখা ক'র্‌বে, না হয় না ক'র্‌বে।"

সতীশ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া পেন্সিলে ঠিকানা লিখিয়া কিরণের হাতে দিল। সৌদামিনী তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কৌচখানির উপরে নিমীলিত নেত্রে বরুণা পড়িয়া রহিয়াছে। নিঃশব্দে নিকটেই একখানি চেয়ারে গিয়া কিরণ বসিল। পাশেই কাপড়ে ঢাকা ছোট একটি টেবিলের উপরে ভৃত্যেরা স্মেলিং সল্ট, ওডিকলোনের জল, আর একগ্লাস লেমোনেড আনিয়া রাখিয়াছিল।—

চক্ষু মেলিয়া বরুণা একবার চাহিল। কিরণ কহিল, "একটু সুস্থ হ'য়েছ এখন?"

"হাঁ।" বলিয়া বরুণা উঠিয়া কৌচের পিঠে হেলিয়া বসিল; ভৃত্যদের দিকে একবার চাহিল; নিঃশব্দে তাহারা বাহির হইয়া গেল।

গ্লাসটি তুলিয়া ধরিয়া কিরণ কহিল, "এই লেমনেডটা খেয়ে ফেল।"

"থাক্ এখন।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরের দিকে চলিল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"বাইরে যেতে হবে। কাজ আছে।—দরকার হ'লে ওদের ডেকো।"

"ব'সো। আমার কথা আছে।"

"ক—থা—"

"হাঁ, শুন্‌তে হবে! এক্ষুণি শুন্‌তে হবে?"

"বল।" কিরণ বসিল।

"উনি তোমার মা?"

"হাঁ। সেটা ত জান্‌তেই পেরেছ। আবার এ প্রশ্ন কেন?"

"আবার প্রশ্ন কেন? এখনও কথার এই ভঙ্গী!"

"তুমিই বা অনর্থক এ প্রশ্ন কেন ক'র্‌ছ ?"

"ক'র্‌ছি আমার খুসী। আর তুমি—তুমি—"

"আমি—কি ?"

"এত বড় পাষণ্ড—এত বড় প্রতারক—"

"পাষণ্ড—হ'তেও পারি। ঢের এমন পাষণ্ড এ পৃথিবীতে আছে।"

"কিন্তু এত বড় হীন প্রতারক—"

"কি এমন প্রতারণা আমি ক'রেছি ?"

"কি প্রতারণা ক'রেছ ! প্রতারণা আর কাকে বলে ? দেশে একটা বিয়ে ক'রে ফেলে এসেছ, আর তাই গোপন ক'রে—বাবাকে ভুলিয়ে—আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছ—"

"বিয়ে ক'রেছি। কিন্তু সর্ব্বনাশ তাতে এমন তোমার কি হ'য়েছে ? সে স্ত্রীকে আমি ত্যাগ ক'রে এসেছিলাম—এখনও তাকে গ্রহণ ক'রবার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই। তোমার সংসার যেমন আছে, তেমনই থাক্‌বে। সপত্নী কেউ এসে শান্তি ভঙ্গ করবে না।"

"কিন্তু সেই সপত্নী একজন রয়েছে ! সপত্নী !—ধিক ! সপত্নী ! আজকাল আমাদের এই সমাজে সপত্নী ! স—পত্নী। জানি না সে কে ? আমিই বা কে ? বুঝতে পারছি না—আমি তোমার পত্নীই কি না,—এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আমাকে বিবাহ করেছ—এটা বৈধ বিবাহই হয় কি না।"

"উড়ো কতকগুলো কথাই শিখেছ, আইন-কানুনের জ্ঞান কিছু নেই। বিবাহ আমাদের হিন্দুমতে হয়েছিল। আগের এক স্ত্রী আছে, এ বিবাহ তাতে অবৈধ হয় না। তুমি আমার বৈধ পত্নীই বট।"

"ঠিক বল্‌ছ ?"

"বিশ্বাস না হয়, কোনও উকিলকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।"

"কিন্তু কেন আগের ঐ বিয়ের কথা গোপন ক'রে রেখেছিলে? কেন বাবাকে ভুলিয়ে বিলেত যাবার টাকার লোভে—"

"আমি কাউকে ভোলাইনি। কারও টাকাব লোভও করিনি। টাকা যা দেন, যেচে তিনি দেন,—যেচে তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করেন—"

"কিন্তু তখন তাঁকে কেন বলনি যে তুমি বিবাহিত? তুমি কি মনে কর, সেটা জান্‌লেও তিনি বিবাহ দিতেন?"

"সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসাও ত কিছু করেন নি। যেচে কেন আমি বল্‌তে যাব? প্রস্তাব তিনি করেন। জান্‌তাম, বৈধ বাধাও কিছু নেই—"

"কিন্তু ধর্ম্মতঃ—"

"ধর্ম্ম আমি মানি না। আর হিন্দুসন্তানের পক্ষে হিন্দুমতে এরূপ বিবাহে অধর্ম্মও কিছু নাই। ধর্ম্ম যারা মানে, তারাও একটার বেশী বিয়ে অনেকে করে। বরাবরই করছে। আগে যে ধর্ম্ম লোকে এত বেশী মান্‌ত, আরও বেশী এমন বিবাহ হ'ত।"

"চমৎকার ধর্ম্ম!"

কিরণ উত্তর করিল, "সে আলোচনা করবার অবসর এখন নেই। মীমাংসাও সহজে কিছু হয়ে উঠবে না। যাক্‌, কায আছে—আমাকে এখুনি বাইরে যেতে হবে। উঠি।"

"না, বসো। ও ত তোমার ছুঁতো। পালাতে চাও। শোন! আমার এই শেষ কথা।—তোমাদের ও ধর্ম্ম অধর্ম্ম আইন-কানুন যাই থাক্‌, আমি বুঝিনে। বুঝতেও চাইনে। তোমার স্ত্রী ব'লে নিজে আমি নিজেকে আর মনে কর্‌তেই পার্‌ছি না। তোমার সংসারেও একটি দিন আর থাক্‌তে পার্‌ব না। আজই বাবার ওখানে আমি চ'লে যাব—ছেলেদের নিয়ে।"

কিরণ কহিল, "ইচ্ছে হয়, যেতে পার।—জোর ক'রে আমি রাখতে চাইনে। কিন্তু এটাও জেনো, তুমি আমার স্ত্রী, রাখতে চাইলে যেতে পার না।—আইন-আদালতও আছে,—রায় তাদের আমার পক্ষেই হবে।"

"বেশ, আদালতেই তবে যাও। দেখ, পুলিস দিয়ে আমাকে ধ'রে আন্‌তে আবার পার কি না। আর তুমি কি মনে কর, তাই পারলে বড় সুখে থাক্‌বে?"

"সুখে এখনও বিশেষ নেই। যেতে ইচ্ছে হয় যাও—বাধাও দেব না, জোর করেও ফিরিয়ে আন্‌ব না। আর এটাও জেনো—গেলে আমি সুখী বই দুঃখিত বিশেষ হব না। এ ক'টা বছর আমি কি ভাবছি জান? সুরবালাকে ত্যাগ ক'রে বড় ভুল করেছি। এ দেশেরই মেয়ে সে, আশ্চর্য্য তার চরিত্রের মহিমা! যেদিন তাকে ছেড়ে আসি—যাক্ সে কথা! এইটুকু বল্‌তে পারি, যদি তাকে ফিরে চাই, সব ক্ষমা ক'রে কৃতার্থ হয়ে আমার সঙ্গে সে এসে থাক্‌বে।"

"তাই তবে চাও। একটা দাসী পেয়েছ—দাসী নিয়েই থাক। কিন্তু আমি দাসী নই, দাসী কারও হ'তে আমরা পারিনে!—যাও!"

৮

সতীশ আসিয়া ~~সৌদামিনীকে~~ কহিল, "কিরণ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কাকীমা।"

"কি ব'ল্লে?"

"সে বউ তার বাপের বাড়ী চ'লে গেছে। ওর সঙ্গে আর থাক্‌বে না।"

"বেশ হয়েছে! হাঁ, ছেলে দু'টি?"

"সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

"হুঁ—কচি দু'টি ছেলে—মা'ছাড়া হয়ে থাক্‌বেই বা কি ক'রে? তা—একেবারেই কি নিয়ে গেল? আর পাঠাবে না?"

"সম্ভব না।"

"দেখলাম, বড়টি বাইরে খেলা করছিল, ছোটটি চাকরাণীর কোলে ছিল। চোখ তুলে একটিবার চেয়েও দেখলাম না—" বলিতে বলিতে গভীর একটি নিশ্বাস সৌদামিনী ত্যাগ করিলেন। শেষে আবার কহিলেন,—

"হাঁ, তা এখন কি কর্‌বে? বউ ত ছেড়ে গেল—"

"ব'ল্লে, সুরবালা যদি—"

"কি, তাকে নেবে? নিয়ে আবার নতুন সংসার বাঁধবে? তাই ব'ল্লে?"

"নিতে পারে—যদি—যদি—"

"কি? ওই বউটি যেমন ছিল, তেম্‌নি বিবির মত হয়ে গে' থাক্‌তে হবে?"

"তা দেখুন—মতিগতি ঐ এক রকম—ঐ একভাবে এতদিন কাটিয়েছে—আঁজ ত অম্‌নি এক কথায় এক দিনে বদলাতে পারে না।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী বলিলেন, "তা যাক্, যদি সে নেয়—তাই থাক্ গে! আমরা দেশেই চ'লে যাই। দিন যে ভাবে হয় যাবে; ওরা ত সুখে থাক্!"

দরজার কাছেই সুরবালা ছিল; বলিয়া উঠিল, "না, তা পার্‌ব না, মা! আপনাদের ছেড়ে, একলা দেশের ঐ বাড়ীতে ফেলে—ওখানে ওভাবে গিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।"

"বলিস্ কি মা! সে হ'ল সোয়ামী—"

"আপনিও শাশুড়ী, সত্য ইন্দু দেওর-ননদ। ঘরের বউ আমি। যেখানেই হক্ থাক্‌তে পারি, যদি আপনার সঙ্গে আপনারই ঘরে থাক্‌তে পাই। নইলে—না মা, তা পার্‌ব না। উনি গিয়ে বলুন, যদি—যদি—সেই রুচি হয়, আপনি নিয়ে যান, যাব। নইলে—না, প্রাণ থাক্‌তে তা পার্‌ব না!"

সতীশ কহিল, "সেটা—এখনই হবে ব'লে মনে হয় না। কি জানেন, মনটা ভেঙ্গে গেছে, আর ঐ বউএর ওপর বেজায় রাগও হয়েছে। রাগটা প'ড়ে গেলে, আবার কি মতি হয়, কে জানে? তার পর ঐ বউই যদি ফিরে আসে? তবে যাই, কথাটা বলেছে—সুরবালা যা ব'ল্লে ব'লে গে' আসি।"

সুরবালা কহিল, "না, এখুনি দরকার নাই। একটা চিঠি বরং লিখে দিন। দেশে ফিরে আমরা যাই। সংসার ভেঙ্গে গেছে—যদি গ'ড়ে আবার ওঠে—কে জানে—কেন একটা জঞ্জালের সৃষ্টি গিয়ে কর্‌ব?"

সৌদামিনী আর কিছু বলিলেন না। বুঝিলেন, বধূ যাহা বলিতেছে, বুদ্ধির কথাই বটে।

সকল কথা বুঝাইয়া সতীশ একখানি পত্র লিখিয়া দিল। পরদিনই সৌদামিনী বধূ ও পুত্র-কন্যাসহ দেশের দিকে ফিরিলেন।

পরিত্যক্তা স্ত্রী—কয়েক বৎসর যাবৎ স্বামীর কোনও সন্ধানই পায় নাই। মৃত কি জীবিত, তাহাও জানিত না। দৈবাৎ সেই স্বামীর সন্ধান পাইল,—সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতে পারিল, স্বামী সম্পন্ন ও পদস্থ একজন ব্যক্তি। কিরণ বোধ হয় প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার সেই সম্পদের ও পদমর্য্যাদার অংশভাগিনী করিতে প্রস্তুত, এই সংবাদ পাইলেই কৃতার্থ হইয়া সুরবালা চলিয়া আসিবে। স্ত্রী যে আর একটি ছিল, সে ত ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে আছে এবং সপত্নীও বটে। তবে সপত্নীর এই অস্তিত্ব বরুণার পক্ষে যতই আপত্তির কারণ হইয়া থাক, প্রাচীন আদর্শানুবর্ত্তিনী হিন্দুকন্যা হিন্দুকুলবধূ সুরবালার পক্ষে আপত্তির কারণ বড় কিছু হইবে না। বাস্তবিক এইরূপ কিছু একটা মনে না করিলে, একটিবার দেখাও না করিয়া, কত বড় গর্হিত আচরণ সে করিয়াছে, তাহার জন্য ঠিক পরিতপ্ত না হউক, অন্ততঃ কৈফিয়তের দুটি কথাও কিছু না বলিয়া, অন্য কাহারও মারফতে সোজাসুজি এমন ধাঁরা একটা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে বোধ হয় সে পারিত না। যেন ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরের ন্যায় এমনভাবেই সুরবালা তাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদের লোভে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে যে, তুঁ বলিয়া ডাকিলেই অমনই সে ছুটিয়া আসিবে, আর সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদটুকু পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইবে!

বরুণার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন তাহার সুখের হয় নাই। রূপ ছিল, ইংরেজী শিক্ষার ছাপ ছিল, নৃত্যগীতাদি-কলাকুশলতাসহ সভ্য নব্য আদবকায়দারও মোহন পারিপাট্য বেশ একটা ছিল। জীবনসঙ্গিনীর যে আদর্শ চিত্র মানসপটে সে আঁকিয়া রাখিয়াছিল, বরুণাতেই তাহার বাস্তব মূর্ত্তি সে দেখিয়াছিল।

কিন্তু বিবাহের পর বরুণার উগ্রস্বভাব, দৃপ্ত ব্যবহার, ভোগ-বিলাসে

স্বামীর সাধ্যাতীত ব্যয়বহুল আড়ম্বর এবং স্বামীর কোনও প্রকার অনুশাসনে একান্ত অসহিষ্ণুতা, তাহাকে যার-পর-নাই তিক্তবিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিজেও সে ছিল অতিমাত্রায় আত্মপরায়ণা। নিজের অনুশাসনেই সর্ব্বদা বরুণাকে চালাইতে চাহিত, তাহার কোন অনুশাসন গ্রাহ্যই করিত না। নিজের সুখসুবিধাই বরুণার কাছে চাহিত,—বরুণার সুখসুবিধা কিসে হইতে পারে, সেটা বড় ভাবিত না। বাস্তবিক ঠিক কঠোরচিত্তা কি স্নেহবিহীনা না হইলেও, বরুণাও স্বামীর কাছে নিজের পাওনাই বেশী করিয়া আদায় করিয়া লইতে চাহিত, স্বামীরও যে পাওনা একটা তাহার কাছে আছে ও থাকিতে পারে, এ কথাটা তাহার মনেও বড় কখনও উঠিত না। একে ত স্বভাবেরই ত্রুটি এই ছিল, তাহাতে আবার এরূপ শিক্ষাও কিছু লাভ করে নাই, যাহাতে ইহা সংযত হয়। যাহা করিয়াছিল, তাহাতে বরং স্বভাবের এই গতিই অতি প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং দাম্পত্য-জীবনের প্রাথমিক মাদকতার অবসানের পর সদাসর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে অতি অশান্তিকর সংঘর্ষ ঘটিত। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, জীবনের সার্থকতার পক্ষে সমানভাবেই উভয়ের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার আবশ্যকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে মুখে যেই যাহা বলুক, বাস্তব কর্ম্মে কি ব্যবহারে স্বভাবের গতি কেহ অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। ভাবিয়া কি হিসাব করিয়া চলিবার অবসর কাহারও হয় না; ব্যবহার অজ্ঞাতসারে আপনা হইতেই স্বভাবের গতি ধরিয়া চলে। বাধা কিছু উপস্থিত হইলে অধীরও লোকে হইয়া ওঠে।

মধ্যে মধ্যে সুরবালার কথা তাহার মনে হইত। মনে হইত, বাহিরের পারিপাট্যে বরুণার তুলনায় যতই হীনা হউক, একান্ত আত্মসমর্পিতা স্ত্রী হইয়া সংসারে সে তাহাকে বোধ হয় সুখী করিতে পারিত। কিন্তু

তাহাকে যত সহজে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিয়াছে, বরুণাকে অত সহজে এখন ত্যাগ করিয়া সুরবালাকে লইয়া নূতন একটা সংসার সে গড়িয়া তুলিতে আর পারে না। অবশ্য সুরবালাকে মুক্তি দিয়া সুরবালার নিকট হইতে মুক্তি লইয়াই সে আসিয়াছিল। তবে সেটাও যে অন্তরের কোন গভীর অনুভূতি অথবা সত্য সত্যই অতি সত্য বলিয়া জীবনধর্ম্মে গৃহীত কোনও নীতির কথা তাহার ছিল, তাহা নয়। যে প্রবৃত্তি তখন তাহার চিত্তে প্রবল ছিল, তাহারই বশে মাত্র সে মনে করিয়াছিল, এইরূপ একটা কিছু শেষ কথা বলিয়াই শেষ বিদায় লইয়া তাহার আসা উচিত। এই মুক্তির সত্য যে জীবন ভরিয়া তাহাকে মানিয়া চলিতেই হইবে, আর তাহা সুরবালার সঙ্গে পুনর্মিলনে অলঙ্ঘনীয় একটা বাধা হইয়া থাকিতে পারে, এরূপ কিছু সে অনুভব কখনও করে নাই। এই কথাই বরং মনে হইত, বরুণার সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং সুরবালার সঙ্গে আবার মিলন হইলেই বোধ হয় সে সুখী হইবে। ইহাও বেশ বুঝিত, মনেও করিত, মিলন সে চাহিলে সুরবালার পক্ষ হইতে আপত্তি ত কিছু হইবেই না, বরং আগ্রহেই সে এই মিলনকে বরণ করিয়া লইবে।

ঠিক এমন সময় এক দিন তীর্থ-ভ্রমণে সুরবালা তাহার মাতার সঙ্গে এলাহাবাদে আসিল। বরুণাও জানিতে পারিল, সুরবালা তাহার সপত্নী। তখন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া সে চলিয়া গেল। বিচ্ছেদ ত ঘটিলই; সুরবালাও নিকটে, মিলনে আর বাধা কি? মনে হইল, হয় ত সুরবালাকে লইয়া সে সুখী হইবে। এই মিলন আরও আকাঙ্ক্ষিত হইল এই বিবেচনায় যে বরুণার সকল দুর্ব্ব্যবহারের উপযুক্ত শাস্তিও ইহাতে হইবে। পরদিনই সে সতীশকে ডাকাইয়া বলিয়া পাঠাইল, সুরবালাকে সে গ্রহণ করিবে, অবশ্য তাহার এই সংসারের যোগ্য গৃহিণী হইয়া যদি সে থাকিতে প্রস্তুত হয়। সুরবালা যে এমন সুযোগ উপেক্ষা করিবে,

কোনও রূপ দ্বিধা করিবে, একটি বারের তরেও এমন একটা কথা তাহার মনে হয় নাই।

পথ চাহিয়া সে ছিল, সতীশ কখন সুরবালাকে লইয়া আসিবে, আদর করিয়া সে তাহাকে গৃহে আনিবে, গৃহের সব ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখাইয়া তাহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াই ফেলিবে। কিন্তু আসিল একখানি পত্র, আর পত্রে এই সংবাদ যে, সুরবালা তাহার সেই প্রস্তাব, আর প্রস্তাবে ঐহিক এই জীবনে যত কিছু সুখের প্রলোভন তাহার ছিল, সব উপেক্ষা করিয়া একবারে দেশেই ফিরিয়া গিয়াছে! অবশ্য তাহার মাতা যে এখানে আসিয়া থাকিবেন, এটা এমন বড় একটা আপত্তির কারণ নাও হইতে পারিত। গৃহে তাহার স্থান যথেষ্ট আছে। তাঁহার পুত্রকন্যাসহ নিজে তিনি যে ভাবে থাকিতে চান, অনায়াসে থাকিতে পারিতেন,—আর সে সুরবালাকে লইয়া নিজের অভিরুচিমত চলিত। তার পর বরুণার কথা। সে ত ত্যাগ করিয়াই তাহাকে গিয়াছে। ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা যদিও থাকিত, সুরবালা একবার আসিয়া তাহার গৃহে গৃহিণী হইয়া বসিলে, আর কি বরুণা সপত্নী-গৃহে ফিরিয়া আসিবার কল্পনা স্বপ্নেও কখনও মনে করিত? সেও যে আর বরুণাকে চায় না। যে বন্ধন নিজেই সে ছিন্ন করিয়া গিয়াছে, সাধ করিয়া আবার কি সেই দুঃখের বন্ধনে আপনাকে সে বদ্ধ করিতে পারে?

তবে দুইটি পুত্র তাহাদের হইয়াছে। ত হইয়াছে ত হইয়াছে। মাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহার পুত্রদের সঙ্গে বিচ্ছেদও অনিবার্য্য। যেখানেই তাহারা থাক, মানুষ হইয়া উঠিতে পারে, খরচপত্রের এমন ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইল, সে সামর্থ্যও তাহার আছে। মমতার টান? কিন্তু যে বিষে বরুণা তাহার জীবনকে জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি চাহিলে এ মমতার টান ছিন্ন করিয়া ফেলিতেই হইবে।

যাহাই হউক, একটিবার তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া, এ সব সমস্যার সমাধান কিছু হইতে পারে কি না, তাহার সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিবার অবসরও তাহাকে না দিয়া সুরবালা একবারে চলিয়াই গেল! এত বড় একটা অবজ্ঞায় অবমাননা ঐ সুরবালা তাহাকে করিল, অযোগ্য বলিয়া এক দিন সে যাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল! কেমন একটা রাগ ও অভিমান তাহার হইল, পত্রখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া বারান্দায় অস্থিরভাবে কতক্ষণ পদচারণা করিল। আবার গৃহমধ্যে আসিয়া টেবলের উপরে মাথাটি রাখিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল। রাগ ও অভিমান যতই হউক, কেমন একটা বেদনাও অন্তর হইতে বিঁধিয়া উঠিতেছিল। উঠিয়া পত্রখানি আবার তুলিয়া লইল, একবার—দুইবার—তিনবার পড়িল; ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কথার উপরে বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াই পড়িল, তার পর পত্রখানি আস্তে আস্তে ভাঁজ করিয়া দেরাজে তুলিয়া রাখিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মনে পড়িল, শেষ সেই বিদায়ের দিনকার ঘটনা, তাহার সব কথা, উত্তরে সুরবালার সেই সংক্ষিপ্ত কথাগুলি, সেই তাহার ধীর নম্র ব্যবহার, তাহার ত্যাগে সেই নির্ব্বিকার উপেক্ষা। ব্যথিতা স্ত্রীর অভিমান কিছু নয়, আত্মস্থা নারীর মর্য্যাদারই স্পষ্ট একটা আভাস তাহার কথাগুলিতে আর ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছিল। তখনই কেমন একটা শ্রদ্ধা তাহার চিত্ত হইতে সুরবালা প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনাও যেন অনুভব করিতেছিল। অনেক সময়ই সুরবালার সেই চিত্রটি তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিত। তাহার এই ব্যবহারের রহস্যটাও বুঝিতে কিছু চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক পারিত না।—আজও যে ঠিক পারিল, তাহা নয়,—যদিও বুঝিবার চেষ্টা অনেক করিল। সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে; অথচ সুরবালা তাহারই পৈতৃক গৃহে রহিয়াছে। পিত্রালয়ে গিয়া সে

সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত; তাহা যায় নাই। বহু অভাবের ক্লেশ নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিয়াও তাহারই মাতার ও ভ্রাতা-ভগিনীর সেবা করিতেছে। ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ত তাহারই স্ত্রী বলিয়া। সেই স্ত্রীর অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়াও তাঁহাদের সেবা করিতেছে,—আর আজ সেই অধিকার পাইয়াও অনায়াসে যে ছাড়িয়া গেল, তাহারও বড় একটি হেতু এই যে—তাহারই সেই পিতৃগৃহে তাহার মাতার কাছে থাকিয়া তাঁহারই সেবা সে করিতে চায়! স্বামীর সঙ্গে যে সুখসৌভাগ্যের অধিকারিণী সে হইত, তাহা অপেক্ষাও সেই দীন-গৃহে শাশুড়ীর সেবাটাই তাহার বড় হইল! এক হইতে পারে, স্বামীর প্রতি কোনও প্রেমের বিকাশ তাহার চিত্তে এখনও ঘটে নাই। কিন্তু তাহাই যদি না ঘটিয়া থাকে, তবে সেই স্বামীরই পিতৃগৃহে থাকিয়া তাহার মাতা ও ভ্রাতাভগিনীর প্রতি এত স্নেহ, তাঁহাদের সেবায় একান্তভাবে আত্মদানের এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? আশ্চর্য্য নারী বটে! চরিত্রের রহস্য ঠিক ধরিতে পারুক না পারুক, নারীরূপে সুরবালার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বের শক্তি ও মহিমা এমন আছে, স্বামীর অধিকার বলে যাহা সে দমাইতে নমাইতে কখনও পারিবে না,—সর্ব্বদা তাহার অনুগতা স্ত্রী হইয়াও সে চলিবে না। বরুণাও তাহা চলে নাই, বরুণাকেও সে মনের মত করিয়া লইতে পারে নাই; কিন্তু পারে নাই আত্মসুখভোগে বরুণার অত্যধিক স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতায়, আর সুরবালাকে পারিবে না তাহার নারীত্বের শক্তি-মহিমায়। সুরবালা ভোগবিলাস কিছুই চাহিবে না, একান্তভাবে তাহারই সেবা করিবে, সাংসারিক বহু সুখস্বচ্ছন্দতা ও আরাম-বিরাম তাহাকে দিবে, উগ্র কোন ব্যবহারে কিম্বা রূঢ় কোনও কথায় কোনও অশান্তি কখনও তাহার ঘটাইবে না। কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য ও ব্যবহারাদি সম্বন্ধে স্বামীর ইচ্ছামতও কখনও চলিবে না বরং নিজ চরিত্রমহিমার সূক্ষ্ম ও

প্রচ্ছন্ন প্রভাবে স্বামীকেই তাহার মতানুবর্ত্তী করিয়া ক্রমে তুলিবে! বরুণাকে লইয়া সে সুখী হয় নাই। সুরবালাকে লইয়াও ঠিক সুখী হইবে কি? কিন্তু তবু—তবু—সুরবালার দিকেই চিত্তের প্রবল একটা আকর্ষণ সে অনুভব করিতে লাগিল। এটা—না, ঠিক প্রেমের আকর্ষণও নয়। তবে—তবে—কিসের আকর্ষণ? অনেক ভাবিল,—ভাবিয়া কিছু কূল পাইল না। মনটা বড় অশান্ত—চঞ্চল হইয়া উঠিল; ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, ছ'টা বাজে; তখন শীতকাল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চিত্ত-বিনোদনে মনের এই অধীর অশান্ত ভাব যদি কিছু দূর হয়, তাই উঠিয়া তখন ক্লাবের দিকে গেল।

৯

"এমন ধারা একটা জঘন্য ব্যবহার তুমি করেছ কিরণ, শিক্ষিত ভদ্রলোক কেউ যা কখনও করতে পারে না ?"

কিরণের শ্বশুর নীলাম্বর বাবু আসিয়াছিলেন। তিনি এই প্রশ্ন করিলেন।—একটু ভ্রূকুটি করিয়া কিরণ উত্তর করিল, "এই সব গালাগাল দেবার জন্যই যদি আপনি এসে থাকেন, তা হ'লে—"

"তা হ'লে কি ? কি ব'লতে চাও ? আসা আমার উচিত হয়নি ?"

"সেটা নিজেই ভেবে দেখতে পারেন।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "সে উচিত অনুচিত যাই হ'ক, না এসে পারলাম না। বরুণা আমার কন্যা, তার সুখ-দুঃখের কথাটা আমাকে ভাবতে হয়। বড় একটা সঙ্কটে প'ড়লে তার একটা কিনেরার চেষ্টাও করতে হয়।"

"কিন্তু সে কিনেরা কি আমাকে এই ভাবে গালাগাল দিয়ে কিছু হবে ব'লে মনে করেন ?"

"না, তা হবে না। আদবেই কিছু হবে কি না, জানি না। তবু—তবু—গালাগাল—গালাগালই যদি বল—তা না দিয়েও ত পারছি না। কেউ এ অবস্থায় পারে না।"

"বেশ, তবে গালাগালই দিন। ধৈর্য্য ধ'রেই সব শুনছি !"

নীলাম্বর বাবু ভ্রূকুটি করিলেন। দম লইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন "না, গালাগাল দিয়ে কিছু হবে না। সে ধাতুরই মানুষ তুমি নও। বড় দুর্ভাগ্য আমার যে, অমন বরুণাকে আমার তোমার মত পাষণ্ডের হাতে দিয়েছিলাম।"

"তার পর ?"—বিদ্রূপের একটু হাসি কিরণের মুখে ফুটিল।

"হাস্‌ছ? মনে মনে বিদ্রূপ করছ, গালাগাল কিছু দেব না ব'লে আবার উনি সেই গালাগালই দিচ্ছেন ?"

"দিচ্ছেন ত বটেই।"

"যাক্ !—এখন গোটা কত কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"করুন।"

"দেশে তুমি একটা বিবাহ ক'রে এসেছিলে ?"

"সব ত শুনেছেন। প্রশ্নটা এখন নিষ্প্রয়োজন নয় কি ?"

চটিয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "এই রকম ধারা সব উত্তর ক'রছ—কি ভাবছ বল দিকি তুমি ? এত বড় গর্হিত একটা আচরণ তুমি করেছ—ধরা পড়েছ—আর একটু লজ্জা—একটু কুণ্ঠা কি সঙ্কোচ কি পরিতাপ কিছু তোমার নেই ?"

"তার এমন কোনও কারণ আছে ব'লেও মনে হচ্ছে না।"

"আশ্চর্য্য !—তুমি যে একেবারেই এমন হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বের সকল উন্নতভাববর্জ্জিত, তা জানতাম না! দেখছি, আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।"

কিরণ নীরব।

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "যাক্, যখন এসেছি, কিনেরা একটা ক'রে যাবার চেষ্টা কিছু অন্ততঃ করতেই আমাকে হবে। তা সেই যে বিবাহ করেছিলে—কি মনে ক'রে করেছিলে ?"

একটু কি ভাবিয়া কিরণ উত্তর করিল, "এইটুকু অন্ততঃ আপনাকে বলতে পারি—যদি তাতে কিছু সন্তুষ্টি আপনার হয়। বিবাহ ঠিক আমি করিনি, বাবা দিয়েছিলেন—জোর ক'রে—আমার অমতে।"

"কচি খোকাটিও বোধ হয় তখন তুমি ছিলে না। তা—যে ভাবেই

হ'ক্, বিবাহ ত হয়েছিল। তা সে স্ত্রীকে কেন ত্যাগ ক'রে চ'লে এলে ?"

"সেটা আমার ইচ্ছা। কোনও কৈফিয়ৎ বোধ হয় কারও কাছে দিতে আমি বাধ্য নই।"

"বাধ্য অন্ততঃ আমাদের কাছে নিশ্চয়ই !—তবে না দিলে জোর ক'রে কোনও কৈফিয়ৎ অবশ্য আদায় ক'রে নিতে পারিনে। কিন্তু বরুণাকে শেষে আবার বিবাহ কেন করলে ?"

"ইচ্ছে হয়েছিল, আপনারাও অতি আগ্রহে দিতে চেয়েছিলেন। বরুণাও, বুঝতে পারলাম, আমার প্রতি আকৃষ্ট। তাই করেছিলাম।"

মুখখানি নীলাম্বর বাবুর লাল হইয়া উঠিল। একটু দম লইয়া কহিলেন, "কিন্তু তখন কি এটা মনে হয়নি বিবাহে এত বড় একটা বাধা রয়েছে ?"

"না, তা হয়নি।"

"কিসে হয়নি ? বিবাহ তোমার একটা হয়েছে, স্ত্রী একটি বর্ত্তমান—"

"ত্যাগ করেই তাকে এসেছিলাম।"

"সে ত্যাগে যে ত্যাগ হয় না, ধর্ম্মতঃ আর আইনতঃ সে তোমার স্ত্রীই থাকে, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান তুমি—এটাও কি জান্‌তে না ?"

কিরণ উত্তর করিল, "এটা অন্ততঃ জান্‌তাম—ভাল ক'রে জেনেও নিয়েছিলাম—এক স্ত্রী বর্ত্তমানে হিন্দুমতে কোনও পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহে কোনও বাধা হয় না। হিন্দুয়ানী আর কিছুতে মানুন না মানুন, বিবাহ আপনি হিন্দুমতেই দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের বিবাহ হিন্দুমতেই দিয়ে থাকেন। তা এ সব কথা বরুণাকেও ত আমি খুলে সব বলেছি।"

"কিন্তু তবু—এ কথাটা আগে আমাদের জানান তোমার উচিত ছিল না কি ? তুমি কি মনে কর, যতই বড় তুমি হও, কি হবার সম্ভাবনা

তখন দেখা যাক্, পূর্ব্বে তোমার বিয়ে হয়েছে জান্‌তে পারলেও আগ্রহে তোমার সঙ্গে বরুণার বিবাহ দিতাম ?”

“সম্ভব নয়।”

“তবে ?”

“অযাচিতভাবে গায়ে প’ড়ে জানান আমি দরকার বলেই মনে করিনি। জেনে নেওয়া আপনারই আগে উচিত ছিল। মেয়ের বিবাহ দিলেন, আর ছেলের ঘরের খবর কিছু নিলেন না, সেটা কি এখন আমার দোষ হ’ল ?”

গালে যেন একটা থাপ্পড় নীলাম্বর বাবুর গিয়া লাগিল। হাঁ, অতি কঠোর হইলেও সত্য কথাই কিরণ এইবার বলিয়াছে! এ সব খবর তাঁহারই আগে লওয়া উচিত ছিল বৈ কি? কিন্তু তবু—তবু—ঐ কিরণ—

আমতা আমতা করিয়া শেষে কহিলেন—“না, তা করিনি—করা উচিত ছিল বটে। তবে অতি সাধুবুদ্ধির যুবক ব’লে বড় একটা শ্রদ্ধা তোমার উপরে ছিল। মনেই কর্‌তে পারিনি, এত বড় একটা—”

“প্রতারণা আমি করতে পারব।—কিন্তু এটাকে তেমন একটা প্রতারণা বলেই আমি মনে করিনি।—অযাচিতভাবে নিজের কোনও ত্রুটি কাউকে না জানালেই সেটা প্রতারণা হয়, এমন কথা কেউ বল্‌তে পারবে না।”

“কিন্তু তবু—এটা কি প্রত্যাশা করতে পারিনি কিরণ—এত বিশ্বাস তোমাকে করতাম—”

“কেন কর্‌তেন? কিসে কর্‌তেন? হয় ত আমার প্রতিভার কি যোগ্যতার পরিচয় অনেক পেয়েছেন। কিন্তু আমি যে ঠিক সাধুবুদ্ধির যুবক—সকল বিষয়ে নিখুঁৎ, কি আপনি সাধু ব’লে যা মনে

করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই চলি—সেটার কি এমন পরিচয় তখন পেয়েছিলেন ?”

আর একটা কড়া থাপ্পড় নীলাম্বর বাবুর গালে গিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই তিনি বসিয়া রহিলেন। টেবলের উপরেই সব ছিল ; সিগারেটের কৌটা, দিয়াশলাই ও ash tray (ছাই ফেলিবার পাত্রটি)—সব শ্বশুরের সম্মুখে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া কিরণ বাহিরে গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিজেও একটি সিগারেট ধরাইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শ্বশুর গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতেছেন। ধূমপানে মনের দারুণ অশান্তির বিক্ষোভও নাকি তখনকার মত কিছু উপশম হয়—লোকে অন্ততঃ এইরূপ বলিয়া থাকে। পরিচারক চা ও কিছু টোষ্ট আনিয়াও টেবলের উপরে রাখিল। তাহাও নিঃশব্দে নীলাম্বর বাবু সেবন করিলেন, করিয়া আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। মনটা ক্রমে কিছু স্থির হইয়াই আসিল। ইহাও বুঝিলেন, রাগারাগি বকাবকি করিয়া সুবিধা কিছু হইবে না। আসিয়াছিলেন কিরণের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাতে নিজেই বেশ একটু বেকুব হইয়া গেলেন। ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, “যা হবার, তা ত হয়েই গেছে। এ নিয়ে এ সব বাদ-বিতণ্ডায় লাভ আর কিছু নেই। তা—এখন কি করতে চাও তুমি ?”

“আমি! আমার আর করবার কি আছে এখন ? বরুণা স্বেচ্ছায় চ’লে গেছে। আমি তাকে তাড়িয়ে দিই নি, কি যেতেও বলি নি।”

“গেছে—না গিয়ে উপায় কি ? কি ক’রে আর সে তোমার সঙ্গে তোমার এই সংসারে থাকে ?”

“বাধাই বা কি ?”

"বাধা কি? আমাদের এই সমাজের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে—আর একটা স্ত্রী তোমার রয়েছে এটা জান্‌তে পেরেও—"

"তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আমার নাই।"

"তবু সে ত রয়েছে। তার এই অস্তিত্বটাকে—"

"লোপ ক'রে দেওয়াও ত সম্ভব হচ্ছে না। হ'ত, যদি এক্ষুণি গিয়ে তাকে খুন ক'রে ফেলে আস্‌তে পার্‌তাম।"

"সে কথা কে বল্‌ছে?—তুমি কি মনে কর, সেই রকম একটা কিছু অভিপ্রায় নিয়ে—"

"না, তাও ঠিক মনে কর্‌ছি না। তবে সে আছে। আর তার এই অস্তিত্বটাকে অস্বীকার কর্‌তেও আমরা কেউ পার্‌ছি নি।"

"সেই অস্তিত্বটাকে স্বীকার করেই বা কি ক'রে সে আর স্বামী ব'লে তোমাকে গ্রহণ কর্‌বে?"

"না পারে, কর্‌বে না। জোর ক'রেও ত গ্রহণ করাতে আমি চাইছি না। যেখানে ইচ্ছে থাক্‌তে পারে। খরচপত্রের ব্যবস্থা যা দরকার—ক'রে দিতে প্রস্তুত আছি।"

"কিন্তু সেটা ত সুখের অবস্থা কিছু নয়। আর বড় একটা কেলেঙ্কারীও বটে।"

"কি কর্‌তে বলেন তবে আমাকে? উপায় আর কি আছে?"

"এখানে এসে থাকা যদি সম্ভব কোনও মতে হ'ত—"

"এসে থাক্‌লেই সম্ভব হয়। আমার সেই স্ত্রীর অস্তিত্বে বরুণার সঙ্গে এই বিবাহ অবৈধ যদি হ'ত, তবে সে কথা ছিল আলাদা। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না—"

"বিবাহ অবৈধ না হ'লেও, তোমার আর একটি স্ত্রী আছে, এটা ত সে জানে। ভুল্‌তেও কিছু পার্‌ছে না—"

"স্ত্রী আর একটি আছে, সেটা জানে কি ভুল্‌তে পারে না, এটাকে এত বড় একটা অন্তরায়ই বা কেন মনে কর্‌ছেন? আপনার ছেলে, ভূপেনের স্ত্রী কি ভূপেনকে ত্যাগ ক'রে গেছে, না তার সঙ্গে ঘর কর্‌ছে না?"

মুখখানি নীলাম্বর বাবুর অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল।—কহিলেন, "ভূপেন! তার স্ত্রী—কেন তাকে ত্যাগ কর্‌বে?—দ্বিতীয় আর একটি স্ত্রী তার নেই।"

"স্ত্রী না থাক্‌, বেয়াদবী মাফ করবেন, প্রণয়িনী একটি ছিল, সন্তানও তু'টি হয়। তাদের ভরণপোষণও এখনও তাকে কর্‌তে হচ্ছে। আর তাদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই ভূপেনের নেই, এ কথাও জোর ক'রে বল্‌তে পারেন না।"

"তবু সে বিবাহিতা স্ত্রী নয়। আর এ জাতীয় দোষ-ক্রটি তরুণ বয়সে—"

"তার চাইতেও কি আমার বিবাহ করাটা, আর সেই বিবাহের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকাটা এত বেশী দোষের হ'ল? তবু তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আমার নেই।"

নীলাম্বর বাবু স্তব্ধ, নীরব! কিরণ কহিল, "এ জাতীয় দোষ-ক্রটি, আপনিও জানেন, সকলেই জানে, আপনাদের এই উন্নত সমাজেও বহু পুরুষেরই আছে। জেনে শুনেও কোনও স্ত্রী কখনও স্বামী ত্যাগ করে না। নির্ব্বিকার মনেই তার সংসারে থাকে, সংসারে কর্ত্তৃত্বও করে। আমি বরং এ গর্ব্বই কর্‌তে পারি, এ জাতীয় দোষ-ক্রটি আমার কিছু নেই। বাবার ইচ্ছায় বিবাহ একবার করেছিলাম; কিন্তু তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেই এসে বরুণাকে বিবাহ করেছি। কোন সংবাদ তার আর রাখিনি। তার প্রতিপালনের যে একটা দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল,

তাও নিইনি। 'আমার আয়ের ভাগও বরুণাকে বঞ্চিত ক'রে তাকে কখনও কিছু দিই নি। পাঁচ বছর পরে দৈবাৎ সে এখানে আসায় তার এই অস্তিত্বের সত্যটা আপনাদের কাছে ধরা পড়েছে।"

চুপ করিয়া নীলাম্বর সব শুনিলেন; চুপ করিয়াই ততক্ষণ বসিয়া কি ভাবিলেন। শেষে কহিলেন, "ভাল, একটা প্রতিশ্রুতি তুমি দিতে পার?"

"কি, বলুন?"

"তার এই অস্তিত্বটাকে বরং উপেক্ষা করতে পারি। বরুণাও যাতে করে, তাকে বুঝিয়ে সে চেষ্টাও করতে পারি। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি চাই, সম্বন্ধ যেমন তার সঙ্গে রাখনি, তেমনি কখনও আর রাখ্‌বেও না। এই পাঁচ বছর যেমন গেছে, বরাবর ঠিক এম্‌নিই যাবে।"

"না, তা পারিনে। দুঃখ-ক্লেশ যথেষ্ট তারা পেয়েছে, এখনও পাচ্ছে। ও দিক্‌টা ভাবিই নি বড় কখনও। সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে তারা থাকতে পারে—সে আর আমার ক্ষু ভাই বোন এঁরা—তার একটা ব্যবস্থা অন্ততঃ আমাকে এখন করতেই হবে।"

"সেটা স্বচ্ছন্দে করতে পার। তোমার রোজগারের টাকা—যাকে ইচ্ছে সাহায্য করতে পার। তবে একটা কথা, তা সোজাসুজি ব'লে ফেলাই ভাল। এই ধর, বরুণা যদি ফিরেই আসে, তার আর তার এই সংসারের প্রয়োজনটা আগে তোমাকে দেখ্‌তে হবে। তার পর যা বাঁচাতে পার—"

"কিছুই পারব না। প্রয়োজনের তার সীমা নাই। দেশে ওঁদের জন্যে খরচপত্র কিছু পাঠাতে আমি যে চাই-ই নি, তা নয়; তবে পারিনি। কারণ, আমার সব আয়ের মালিক বরুণা; তার প্রয়োজনের ওপরে বাঁচিয়ে এ রকম সব দরকারে কিছুই সে আমাকে দিতে পারে নি। ধার ক'রেও তার প্রয়োজনটা আমাকে চালাতে অনেক সময় হয়েছে।"

"হুঁ—তবে কি না একটু refined higher style of lifeএ (পরিমার্জ্জিত উচ্চতর ধরণের জীবনে) সে অভ্যস্ত—"

"অভ্যস্ত যাতেই থাক, স্বামীর আয় বুঝেই স্ত্রীকে ব্যয় কর্‌তে হয়। স্ত্রীর যেমন আছে, স্বামীরও সে রকম দুটো প্রয়োজন থাক্‌তে পারে। সে যাই হ'ক, এদ্দিন যা হয়েছে, হয়েছে। এখন ওঁদের দরকারে যা লাগ্‌তে পারে, সেটা আগে রেখে বাকী টাকাটাই বরুণাকে আমায় দিতে হবে, যদি সে ফিরেই সত্যি আসে।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "কিন্তু সেটা কি পরিমাণ তুমি রাখ্‌তে চাও, তা বুঝ্‌তে পার্‌লে—"

"আমার মা ভাই বোন এঁদের ভরণপোষণের জন্যে কখন কত দেব, তারও একটা হিসেব নিকেশ কি আপনাকে দিতে হবে?"

"আমাকে না দেও, বরুণাকে ত দিতে হবে।"

"তাই বা কেন হবে? যেমন স্ত্রী বরুণার, তেমনি তাদেরও বড় একটা দাবী আমার উপরে আছে। অন্ততঃ এ দেশে সেটা বরাবরই আছে। আর সে দাবীদাওয়া পূরণ কর্‌তে স্ত্রীর মতের অপেক্ষাও এ দেশে কেউ করে না। তবে আমি এদ্দিন কথাগুলো তেমন ভাবিনি। এখন না ভেবে আর পার্‌ছিনি।"

"হুঁ—"

"তবু সে দাবীদাওয়া কেবল লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা দাবীদাওয়া; না মান্‌লে জোর ক'রে কেউ মানাতে পারে না। কিন্তু সে জোর স্বত্ব—আমার সেই স্ত্রীর আছে। নালিশ যদি করে, বরুণা যা পাচ্ছে, সমান ভাগে সেও সেটা আদায় ক'রে নিতে পারে। তবে সেটা সে কর্‌বে না।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "অতি বিষম একটা সঙ্কটেরই সৃষ্টি দেখছি ক'রে ফেলো। বল্‌ব সব বরুণাকে, বুঝে যদি চল্‌তে পারে, আস্‌বে।

না হয় আসবে না। তবে খরচপত্রের কথাই ত বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে—আপত্তির মূল কথা যেটা—সেটা হচ্ছে—"

"কি, বলুন ?"

"খরচপত্র সম্বন্ধে—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা যা দরকার তুমি করবে, আমি আর কিছু বলতে চাইনে। তবে এই একটি প্রতিশ্রুতি অন্ততঃ তোমাকে দিতে হবে, স্ত্রী ব'লে কখনও তাকে গ্রহণ করবে না, সে জাতীয় কোন সম্বন্ধই তার সঙ্গে কিছু থাকবে না। ত্যাগ করেই ত এসেছ—"

"তাই এসেছিলাম বটে, সম্বন্ধও কিছু নেই। তবে এ রকম প্রতিশ্রুতি কিছু একটা দিতে পারব না।"

"তাও পারবে না ?"

"না। কেন এ প্রতিশ্রুতি চাইছেন ? আর দিলেই বা তার মূল্য কি ? প্রতিশ্রুতি যদি আমি না রাখি, কি করবেন আপনারা ?"

"না, করব আর কি ? এই যে সেই বিয়ের কথাটা এখন ধরা প'ল, তাই বা কি করছি ?"

"তবে কেন এই প্রতিশ্রুতি চাইছেন ? দিলেও—সেটা একটা লিগাল এগ্রিমেণ্ট (আইনের চুক্তি) কিছু হতে পারে না, যে ভাঙ্গলে আদালতে গিয়ে তার খেসারৎ আদায় ক'রে নেবেন।"

"না, তা হয় না। তবু অন্ততঃ—"

"কিছু দরকার নাই। এটা জানবেন, বরুণা যদি সত্যিই ফিরে আসে, তার পায়ে গিয়ে খুন হয়ে ম'লেও স্ত্রীভাবে আমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ সুরবালা স্বীকার করবে না। বরুণা চ'লে যাবার পর তাকে এখানে আনতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু সে এল না। একটিবার আমার সঙ্গে দেখাই করলে না, অমনি দেশে চ'লে গেল ! কেন জানেন ? সে মনে করে, বরুণা ত্যাগ ক'রে গেলেও আমার ত্যাজ্য সে এখন আর হ'তে পারে না।

এ সংসার এখন বরুণার সংসার। আজ ভেঙ্গেছে, কাল আবার জুড়তে পারে। সে কোনও কণ্টকের সৃষ্টি এর ভেতর করতে চায় না। দেখা না ক'রে একটা চিঠিতে মাত্র এই কথা জানিয়ে অমনি চ'লে গেল! চিঠিও তার নয়,—আমার এক বন্ধুর—যার সঙ্গে এই তীর্থভ্রমণে তারা এসেছিল।"

কথাগুলি একটু যেন ভার হইয়া আসিল।

"হুঁ—ঠিক কথাই ত বলছে। মেয়েটি—সুবুদ্ধিই বটে। তা সে যাই হ'ক—অন্ততঃ বরুণার সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশ্রুতি একটা দিতেই বা তোমার এমন আপত্তি কি তবে?"

"আপত্তি—সে যাই থাক্ না থাক—প্রতিশ্রুতি কিছু আমি দেব না, দিতে ইচ্ছাই করি না। বরুণা আমার স্ত্রী—দাবী আছে—ইচ্ছে হয়, এখানে এসে থাকতে পারে। কেবল খরচপত্তর সম্বন্ধে একটা সীমার মধ্যে তাকে থাকতে হবে। প্রস্তুত না হয়, অশান্তি হবে। যেমন আমার, তেমনি তারও বটে!"

"দেখি, কি বলে।—আচ্ছা, তবে উঠি এখন।"

"কোথায় যাবেন? এখুনি ত কোন গাড়ী নেই?"

"উপেনের ওখানে উঠেছি। খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত সেইখেনেই হয়েছে। আসি বাবা।"

বলিয়াই নীলাম্বর বাবু উঠিয়া বাহির হইলেন।

প্রত্যূষে এক দিন সুরবালা উঠানে গোবরছড়া দিতেছিল। খুব শীত তখন পড়িয়াছে,—ময়লা শাড়ীখানি মাত্র দুইটি ফেরে গায়ে জড়ান। দরিদ্র গ্রাম্য গৃহস্থ বধূরা এইভাবেই কাযকর্ম্মের সময় শীত-নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকে। মোটা কাপড়ের সেমিজ একটি পরিবার সম্বলও সকলের থাকে না,—সুরবালাদেরও তখন ছিল না। সেমিজ দুই একটি যাহা ছিল, বাহিরে কোথাও যাইবার সময় ব্যবহার করিত; শীত যতই হউক, গৃহে কাযকর্ম্মের সময় পরিত না। সৌদামিনী পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু সুরবালা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; কহিত, "কি দরকার মা? চ'লে ত যাচ্ছেই। ইন্দু ছেলেমানুষ—তাকে দিতে হবে—অত কুলোবে কেন? আপনিও ত সেমিজ পরেন না।"

"ও মা, আমি বিধবা, বুড়ো মাগী—"

"তাই ব'লে শীত কি গায়ে কম লাগে? রক্তের জোর ক'মে গেছে, আমার চাইতে বেশীই বরং লাগে—"

"তা একটু আগুন-টাগুন জেলে নিয়ে ত বসি—"

"হাত-পা যখন বড় ঠাণ্ডা হয়ে আসে, আমিও ত গিয়ে একটু সেঁকে-টেকে আসি।"

"সেই ভোরে উঠে, ছড়া দেওয়া, ঘর নিকোন, বাসন মাজা—ফুরসুতই বা কতটুকু হয়?"

"যা হয়, সেই ঢের। একটা সেমিজ পরলে আর কতই গরম হবে? আর ঠাণ্ডা যা লাগে হাতে পায়ে—তা জুতো-দস্তানা ত আর পরতে দেবেন না?"

"আবাগীর কথা শোন!—হাঁ, তবে—তাও পর্‌তিস্ কি? ভাগ্যে যার আছে, পর্‌ছে।—আর তুই—"

"এমন অভাগ্যিতেও কিছু নেই, মা।"

"প্রদীপ ঘরে না থাক্‌লে জোনাকীই মস্ত আলো!—যেমন ভাগ্যি, মতিগতিও ত তেম্‌নি হবে।"

"সেইটে হলেই খুব ভাল হয় না, মা?" বলিয়া খিল খিল করিয়া সুরবালা হাসিয়াই উঠিল।

যাহা হউক, এই ভাবেই দিন যাইতেছিল। এই ভাবেই সে দিন ময়লা শাড়ীখানির দুইটি ফেরে মাত্র গা ঢাকিয়া শীতের প্রত্যূষে সুরবালা গোবরছড়া দিতেছিল। হঠাৎ কাহার জুতার শব্দ পাইয়া সে ফিরিয়া চাহিল,—চাহিয়া দেখিল, স্বামী আসিয়াছেন!—মাথার কাপড় টানিয়া সুরবালা আড়ালে সরিয়া গেল। রান্নাঘরের সম্মুখে ছোট উঠানটিতে কতকগুলি কুচিকুচো যোগাড় করিয়া লইয়া সোদামিনী একটু আগুন জ্বালিবার আয়োজন করিতেছিলেন। কাযকর্ম্মের অবসরে বউ আসিয়া হাত-পা সেঁকিয়া যাইতে পারে, তাই এইরূপ একটু আগুন রোজই তিনি জ্বালিতেন। নিজেও আগুন পোহাইতেন; প্রতিবেশিনীরাও গৃহ-কর্ম্মের অবসরে কেহ কেহ আসিয়া হাত-পা সেঁকিয়া যাইতেন।

সুরবালা আসিয়া কহিল, "ওদিকে একটিবার যান মা,—দেখুন গিয়ে কে এসেছেন।"

"কে?"

"দেখুন গিয়ে।"

আড়ঘোমটায় মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া সুরবালা পিছনের দিকে সরিয়া গেল।

সৌদামিনী উঠিয়া আসিলেন।

"কে রে—কিরণ!—আমার কিরণ তুই এলি!"

"হাঁ, মা।"

অগ্রসর হইয়া কিরণ মাকে প্রণাম করিল, দুই হাতে ধরিয়া তুলিয়া পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "আয়—আয় বাবা! আমার বুকে আয়। পাঁচ ছ' বছর পরে এলি, যেচে এসে বাড়ীতে পা দিলি—এ যে স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারিনি বাবা!" সৌদামিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন, একটু সামলাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ডাকিলেন, "ও সত্য! ও ইন্দু!—ওরে দ্যাখ্ এসে রে, তোদের দাদা এয়েছে—"

সত্য আর ইন্দু সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল;—কাছে আসিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। মায়ের ডাকে তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিল। সলজ্জভাবে দাদাকে প্রণাম করিল।

"এই যে আয়! ভাল আছিস্ ত তোরা?" বলিয়া কিরণ ছোট ভাইবোন দু'টিকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গাল টিপিয়া একটু আদর করিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সৌদামিনী পুত্রের মুখপানে চাহিয়াছিলেন। তখন বেশ ফর্সা হইয়াই উঠিয়াছিল; চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "ইস্, কি রে? তোর কি অসুখ-বিসুখ কিছু করেছিল? মুখে যে কালী ভেঙ্গে দিয়েছে! চোখ দু'টি ব'সে গিয়েছে! শরীর শুকিয়ে যেন আধখানা হয়ে গেছে! সে দিনও দেখে এলাম—কি হয়েছে রে?"

"ও কিছু নয় মা। এম্‌নিই ক'দিন থেকে একটু দুর্ব্বল—"

"আয় ঘরে আয়! এই পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় এসে বোস্। এখুনি রোদ এসে পড়বে; বড্ড শীত—একটু আগুন জ্বেলে দেব?"

"না মা, কিছু দরকার নেই। এমনিই গিয়ে বস্‌ছি চল্।"

পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় সৌদামিনী মাদুর এবং তার উপরে একখানি তোষক আনিয়া পাড়িয়া দিলেন। আদেশ পাইয়া সুরবালা জল গরম করিয়া পাঠাইল। কিরণ হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিল। সত্যকে সৌদামিনী পাঠাইলেন। —সে একটু চা দুধ ও চিনি যোগাড় করিয়া আনিল।

পাশেই বিন্দীর মার বাড়ী, সে তখন মুড়ি ভাজিতেছিল। ইন্দু গিয়া গরম টাটকা মুড়ি কিছু লইয়া আসিল। চা ও মুড়ি আনিয়া সৌদামিনী পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন।

"নে, এই চা টুকু আর মুড়ি ক'টা খেয়ে ফেল্, বাবা। কত ভাল অভাল খাস্ তোরা। তা এই গেঁয়ো ঘরে কোথায় আর কি পাব—"

হাসিয়া কিরণ কহিল, "এই বেশ খাব মা। ভাল অভাল যাই খাই, গরম মুড়ির মত চায়ের সঙ্গে আর কিছুই তেমন ভাল লাগে না।"

সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীরাও সকলে ছুটিয়া আসিলেন। সকলের সানন্দ সম্বর্দ্ধনায় ও আদর-আপ্যায়নে কিরণ অতি পরিতৃপ্তই হইল। কয়েক বৎসর বহু বিলাস-ব্যসনে তাহার জীবন কাটিয়াছে। কেমন একটা ক্লান্তি ও বিরক্তির ভাবই যেন তাহাতে আসিতেছিল। পল্লীগৃহের সরল অনাড়ম্বর আবেষ্টনী, তাহার তৃপ্তির জন্য পল্লীবাসিনী মাতার সস্নেহ আগ্রহ, সেই স্নেহের স্পর্শে মধুর পল্লীর এই মুড়ি জলপান, হাসিভরা মুখে পল্লীবাসী প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণের বুকভরা দরদের সম্ভাষণ, ঘরগুলির আড়াল হইতে পাড়ার সব পল্লীবধূদের সলজ্জ সচকিত হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি—সব কি যে এক আনন্দরসে আজ তাহার চিত্ত ভরিয়া তুলিল, যাহার সাড়া কৈশোর অতীত হইবার পর জীবনে কখনও আর সে পায় নাই! বহু বিলাস-ভোগাড়ম্বরের মধ্যেও যে অশান্তি তাহাকে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল, তাহার পর আজ এই আনন্দ—এই পরিতৃপ্তির

আরাম—তাহার বড় মিঠাই লাগিল। কিন্তু হায়, এই মধুর জীবনে সে কি সত্যই নিজেকে ফিরাইতে এখন পারিবে?

কতকক্ষণ গেল। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, ক্রমে অনেকই বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। কাযকর্ম্ম ত, যাহা হউক, কিছু না কিছু সকলেরই আছে। আর কিরণ এত দিন পরে আসিয়াছে, দুই চারি দিন কোন্ না থাকিবে? দেখা-শুনা সদা-সর্ব্বদাই হইবে। কিরণ কহিল, "সবাইকে দেখ্‌লাম, সতীশ কোথায়, মা? সে বুঝি বাড়ীতে নেই? আর মেজ জ্যাঠাইমা—"

সৌদামিনী কহিলেন, "তিনি তাঁর বাপের বাড়ী গেছেন, একটি ভাইঝির বিয়ে। সতীশও গেছে। এখুনি হয় ত ফিরে আসবে।"

"আসবে? যা হ'ক, তা হ'লে দেখা হবে।"

"কেন, তুই কি আজই আবার ফিরে যাবি না কি? এলি এতদিন পরে—"

"ঠিক আজই না-ও যেতে পারি। তবে থাকতে পারব না বেশী দিন। পরের চাকরী করি। আচ্ছা, উঠি এখন,—একটু ঘুরে ফিরে আসি গে, মা। দেখি যদি সতীশ এসে থাকে—"

বলিয়া কিরণ উঠিয়া বাহির হইল।

১১

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া কিরণ আসিয়া উত্তরের ঘরের বারান্দায় বসিল, বেশ রোদ আসিয়া সেখানে পড়িয়াছিল। উঠানে সৌদামিনী ধান শুকাইতে দিয়াছিলেন ; সেই ধান ভানা হইবে, তবে বোধ হয় পরদিন উনানে হাঁড়ি চড়িবে! কিরণ চাহিয়া চাহিয়া ধানগুলি দেখিতেছিল। তার সঙ্গে ঢেঁকী-ঘর, ধানা কুলা, সেই ঢেঁকীর পাড়ে মলিনবসনপরিহিতা সুরবালার চিত্রটি তাহার মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল! একটি নিশ্বাস সে ছাড়িল। ধানগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া সৌদামিনী আসিয়া কাছে বসিলেন। ইন্দু এক পেয়ালা চা আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

"আরে, বাপ রে! এখুনি আবার চা এনেছিস্? নিয়ে যা! সারাটি দিন কি কেবল চা-ই খাই আমি? নিয়ে যা—নিয়ে যা! একগ্লাস ঠাণ্ডা জল বরং নিয়ে আয়।"

ইন্দু জল আনিয়া দিল ; ভরা গ্লাস জল কিরণ খাইয়া ফেলিল। কতক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল ; শেষে ধীরে ধীরে কহিল, "তোমরা খুব দুঃখ-ক্লেশ পাচ্ছ, মা?"

"কি করব বাবা? সম্বল ত এমন কিছু নেই—"

"হুঁ—! আমি জান্‌তেও কিছু পারি নি—"

"কি ক'রে জান্‌বে, বাবা? কটা বছর গেল, কোনও খবরও করনি, আর ঠিকেনাও কিছু পাইনি যে জানাব। তা তুমি, ষাট্, বেঁচে আছ, ভাল আছ, প্রয়াগে গিয়ে দৈবাৎ এইটে জান্‌তে পেরেও তবু একটা স্বস্তি পেলাম। নইলে কি ভাবে যে কটা বছর কাটিয়েছি— "

"অন্যায়ই করেছি খুব। তবে—তবে—একটা ধারণাও ছিল, বাবা থাক্‌তে সংসারটা যেভাবে চলত"—

সৌদামিনী কহিলেন, "তিনি ছিলেন পুরুষমানুষ, কাযকর্ম্ম নিজে দেখে শুনে করতেন, বাসা-ভাড়াটা নিজে গিয়ে আদায় ক'রে আন্‌তেন। আর আমরা মেয়েমানুষ—"

"হুঁ, বুঝ্‌তে পারি নি কিছু। কথাটা ভাবিও নি তেমন। খুবই দুঃখ্-ক্লেশ পাচ্ছ! ঘর-দরজাও সব ভেঙ্গে পড়্‌ছে। এই শীত—ভোরে এসে দেখ্‌লাম, তোমাদের বৌ গোবরছড়া দিচ্ছে, পরণে ময়লা একখানি শাড়ী মাত্র।"

"তার কপাল!"

"হুঁ!"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী কহিলেন, "বড় ঘরের মেয়ে, বাপও খুব ভালবাসে—যত্ন-আত্তিও করতে চায়। তা অবাগী দু'দিনও গিয়ে সেখানে থাক্‌তে চায় না।"

"কেন চায় না?"

"চায় না—বলে, একা আমার কষ্ট হবে, ঐ দু'টো বালাই আবার রয়েছে। অনেক বলেছি বাবা, তা যায় না। কালে ভদ্রে কখনও গেলেও দু তিন দিনের বেশী থাকে না। তা মনে কিছু করো না বাবা,—পেটের ছেলে তুমি ছেড়েছ; আর বিয়ে দিয়ে ওকে ঘরে এনেছিলাম, ও ছাড়্‌তে পারছে না!"

"হুঁ, শুনেছি সব সতীশের কাছে। আমিও আশ্চর্য্য হয়ে গেছি!"

আবার একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী কহিলেন, "বুঝলে না বাবা, আর হেলা ক'রে ফেলে গেলে। কি রত্নই যে বিধেতা তোমার ভাগ্যে লিখিয়েছিলেন!"

চাপিয়া কিরণ একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

সৌদামিনী কহিলেন, "নতুন একটা সংসার করেছ। তা যা শুন্‌লাম, আর একদিন যা দেখে এলাম, এখন সুখে যে কিছু আছ, তাও ত মনে হ'ল না।"

"না!"

"টাকাও অনেক রোজগার করছ—দু'হাতে ওড়াচ্ছ,—আর আবাগী এখানে এই হালে আছে! চোখেই ত দেখলে, বাবা—"

কথাটা যেন চাপা দিবার অভিপ্রায়েই কিরণ কহিল, "খরচ-পত্তর—কি জান মা—তা, বাঁচাতে কিছু পারিনি—কর্ত্তৃত্বও আমার হাতে বড় কিছু ছিল না। নইলে, পাঠান কিছু তোমাদের দরকার, এটা যে মনে কখনও হয়নি, তাও নয়। তবে এখন থেকে পাঠাব—বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে তোমরা থাক্‌তে পার—"

"সে ফিরে আসেনি?"

"না।"

"ছেলে দুটি?"

"তাদের মার কাছেই আছে।"

"মনটা তখন আমার মনেই ছিল না।—গেলাম—চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম না! হাজার হ'ক্, তোর ছেলে ত তারা—কি যে দুঃখে পু'ড়ে মরছি, বাবা—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; আঁচলে সৌদামিনী মুখ ঢাকিলেন।

কিরণ কহিল, "ও দুঃখু আর মনে ক'রো না, মা!—কে তোমার তারা?—আমারই বা এখন কে?"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে সৌদামিনী কহিলেন, "নিজের রক্ত-মাংস—কেউ নয় বল্লেই কি কেউ নয় তারা অমনি হয়ে যায়? মুখে যাই বলিস,

মনে মনে সত্যিই কি তারা কেউ নয় ভাবতে পারছিস্? সে যে পারবার যো নেই, বাবা।”

চাপিয়া কিরণ আবার একটি নিশ্বাস ফেলিল। পরে কহিল, “এসেছিলাম মা,—যদি ও যেত, সঙ্গে নিয়ে যেতাম।”

“বেশ ত, তাই নিয়ে যাও। কৃতার্থ হয়ে আমি পাঠাব।”

“নিতেই ত চেয়েছিলাম। আপত্তি তার ছিল—তা দুটি কথাও বুঝিয়ে বলবার অবসর না দিয়ে তাকে নিয়ে অমনি চ'লে এলে—”

সৌদামিনী কহিলেন, “নিয়ে ত আমি তাকে আসিনি বাবা, সেই আমাকে নিয়ে চ'লে এল। আর যা বল্লে, সেটা—সেটা—মনে তখন হ'ল, ঠিকই বলেছে। তা বেশ ত—যদি যায়, তাকে বল—যদি যায়, নিয়েই যাও।—সুখী হবে।”

“অবিশ্যি তোমরা গিয়েও সেখানে থাকতে পার। আপত্তির কারণ এমন তাতে কিছু নেই।”

“আমরা? না বাবা, আমরা কোথাও যাব না।”

“কেন, আপত্তি কি? আর এও ত জান, তোমরা না গেলে—”

“জানি, সহজে সে যেতে রাজি হবে না। আর তাই না—থাক্ বাবা, ও-সব কথায় আর কাজ নেই। তাকে বল, আমিও বুঝিয়ে বলব—ধেয়ে এদ্দূর এসেছ—কেন যাবে না? তোমার মনের দিকে কেন একটু চাইবে না? সোয়ামী ত তুমি—”

“সোয়ামীর মত ব্যবহার ত করিনি মা—”

“তবু সোয়ামী, আর সে বউ। তোমার মত বড় গুরুও ত তার কেউ আর নেই।”

কিরণ চুপ করিয়া রহিল।

সৌদামিনী কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, “নাই যদি রাজি

হয়, বেশ যাবই বরং। সে সুখী হবে—তুমিও সুখী হবে—সেই খাতিরেই বরং যাব।—বলতে কি বাবা, পেটের ছেলে তুমি—তা তোমার চাইতেও সে এখন অনেক বড় আমার হয়ে উঠেছে। সে যদি সুখী হয়—নিজের কোনও বিবেচনা—না বাবা, কিছুই আমি করব না। বেশ, যাব। তার পর—তোমাদের একটা স্থিতি-ভিত্তি হ'লে—তখন আবার ফিরে আসব।"

কিরণ কহিল, "যদি যাওই মা, একা ফিরে বোধ হয় আর আসতে হবে না। হাঁ, দুঃখ তোমার একটা হ'তেই পারে, মা ব'লে কোনও দরদ কখনও করিনি, মানও রাখিনি। সেই দরদে সঙ্গেও তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছিনি—চাইছি বৌয়ের খাতিরে। হাঁ, বুঝতে পারছি মা, দুঃখু—অনিচ্ছে—হ'তেই তোমার পারে। না হওয়াই অস্বাভাবিক। তবে—তবে—গেল ক'দিন ধ'রে অনেক কথাই ভাবছি মা—মনটাও আমার বদলে যাচ্ছে। যদি—যাওই মা—বোধ হয়—বোধ হয়—মায়ের মত মায়ের মানেই তোমাকে রাখতে পারব।"

"সেও ত বাবা, ঐ বৌএরই খাতিরে।"

একটু হাসিয়া কিরণ কহিল, "তুমিও যে এই গ্লানি—এই ঘেন্না—বরদাস্ত ক'রে যেতে চাইছিলে—সেও ঐ বৌএর খাতিরে, মা?"

একটু হাসি তখন সৌদামিনীর মুখেও ফুটিল।—কহিলেন, "তা বৌমাকে যা বলতে হয়, বল।—আপত্তি ত কেবল তার এইটেই ছিল না। আর যেটা রয়েছে — তা বল, তাকেই সব বুঝিয়ে বল। সেটা আমি আর কি বলব বাবা, তোমরাই বুঝে শুঝে যা হয় একটা মীমাংসা ক'রে ফেল। যাও, ঐ ঘরে গিয়ে ব'সো। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরে ইন্দু, যা ত, ঐ পশ্চিমের ঘরে তোর দাদাকে বসবার একটা যায়গা ক'রে দি গে' যা ত। ঐ ত মাদুর আর তোষকটা তোলা রয়েছে, সেই দুটোই গে' বিছিয়ে দে।"

৭.

১২

"কেন আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ? নিয়ে গে' রাখতে পারবে না, ফিরিয়ে আবার পাঠাতে হবে।"

"না! যদি যাও, নিয়েই যদি যেতে পারি, রাখতে পারব, ফিরিয়ে পাঠাতে হবে না। তা হ'লে—তা হ'লে—এই ভয়েই কেবল যেতে চাও না? নইলে—নইলে—যেতে তোমার নিজের আপত্তি কিছু নেই?"

"আমার আপত্তি! নিজের আমার!—কি হ'তে পারে?—তাও কি হয় কখনও?"

"বড় অপমান করেছি! অনেক দুঃখু দিয়েছি! অযোগ্য ব'লে ত্যাগ ক'রেই চ'লে গিয়েছিলাম! গিয়ে—গিয়ে—"

"ছি! কেন আর ওসব কথা তুলে আমায় লজ্জা দিচ্ছ? যা হয়ে গেছে—গেছে।—এখন—"

"এখন তা হ'লে আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রতে পেরেছ? আবার আমাকে গ্রহণ ক'রে—আমার স্ত্রী হয়ে আমার কাছে থাকতে তুমি প্রস্তুত আছ? অবিশ্যি শেষ সেই যাবার দিন তোমাকে মুক্তি দিয়ে মুক্তি নিয়েই আমি গিয়েছিলাম—"

"ও সব ছেলেমানষী কথা আর কেন? মুক্তি যাকে বল—মেয়েমানুষ আমাদের ত সেটা হ'তেই পারে না। পুরুষমানুষ তোমরা মুক্ত বল্লেই মুক্ত—বেঁধে কেউ রাখতে পারে না। তাও ত দেখছি হ'তে পারছ না—"

একটু হাসি ফুটিতে ফুটিতে চাপিয়া মুখখানিই সুরবালা ফিরাইয়া লইল। সে হাসি একটু কিরণের মুখেও ফুটিল। কহিল, "আমরা পারি,

আবার পারিও না। তবে পারা না পারাটা অনেকটা আমাদের ইচ্ছাধীন বটে। আর তোমাদের পক্ষে—”

“পারবার যো নেই।—আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম পারতে আমাদের দেয় না। তোমরা যা ভাব, যে সব কথা আজ-কাল বল, তা নয়। আর মুখে যাই বল, যাকেই যত অপরাধী কর, বাঁধতে একবার পারলে মুক্তি কি তোমরাই দিতে চাও, যদি না নিজের গরজ সেটা চাওয়ায় ?”

“ঠিক—ঠিক বলেছ সুরবালা ! পুরুষ জাত আমরা এমনি স্বার্থপরই বটে। আর তোমরা—তোমরা—অনেকেই তোমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে কি না করতে পার আমাদের জন্য ! আজ এত বড় একটা স্বার্থের দাবী নিয়ে আসতে যে তোমার কাছে পেরেছি, তাই না পেরেছি।—”

একটু ভাবিয়া সুরবালা কহিল, “উনি ত রাগ ক’রে চ’লে গেছেন। ফিরে কি আর আসবেন না ?”

“আসেনি এখনও। তবে—আসবে না, এমন কথাও বলতে পারিনে। আসতেও হয় ত পারে। হয় ত—আসবেই—”

“তা হ’লে কেন আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ ? উনি এলে কত বড় একটা সঙ্কটের সৃষ্টি তখন হবে, বুঝতে পারছ না ?—কি করবে তখন ? আমাকে ফিরিয়ে পাঠান ছাড়া—”

কিরণ কহিল, “আসতে সে পারে হয় ত। কিন্তু তুমি গেলে আর আসবে না। আমিও চাই না সে আসে—”

চকিত দৃষ্টিতে সুরবালা স্বামীর মুখপানে একটিবার চাহিল,—চাহিয়াই মুখ একটু নত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “ও, তাই বুঝি তাঁর আসবার পথে একটা বাধা সৃষ্টি করবার জন্যই তাড়াতাড়ি ক’রে আমাকে নিতে এসেছ ?”

কিরণ বড় অপ্রতিভ হইয়াই পড়িল। এত বড় এরূপ কঠোর একটা সত্য যে সুরবালা বলিবে, কি বুঝিয়া বলিতেই পারিবে, এটা তাহার

দুই হাতে মুখ বুক চাপিয়া উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ সুরবালা সম্বরণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিল।

কিরণ কহিল,—"কেঁদো না, কেঁদো না, সুরবালা! সত্যিই অতি স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর আমি—বড় দুঃখই তোমাকে দিচ্ছি! কিন্তু উচিত হচ্ছে না। যে দুঃখু তোমাকে দিয়ে রেখেছি, তার ভার আজ আরও বাড়িয়ে তুল্‌ছি।"

"না না, অমন কথা ব'লো না! দুঃখই যদি হয়, যা দিয়েছিলে, সব তা তুলে নিয়ে জীবন আমার আজ কৃতার্থ করেছ তুমি। কাঁদ্‌ছি, দুঃখ পাচ্ছি—তোমাকে যা দেবার তা দিতে পার্‌ছি নি—এইভাবে এত দুঃখ দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে পাঠাচ্ছি, তাই। কিন্তু ক্ষমা ক'রো আমায়। যা পারছি না, তোমারই ভাল ভেবে পার্‌ছি না। তুমি বুঝ্‌ছ না—ভাব্‌ছ, আমি গেলে সে আর আস্‌বে না। কিন্তু যদি আসে—যে দাবী তার আছে, সেই দাবী নিয়ে যদি তোমার ঘরে এসে ওঠে, কি কর্‌বে তুমি? আমিই বা তখন কি কর্‌ব?"

"ঠিক, ঠিক বলেছ সুরবালা! যে ফাঁস গলায় পরেছি, অত সহজে খুলে তা ফেল্‌তে পার্‌ব না। কি কর্‌ব? নিজের কর্ম্মফল ভুগতেই হবে। তবে—তবে—আজ না পেয়েও যা নিয়ে গেলাম আমি—দেখি সেই সম্বলের বলে এ দুর্ভাগ্য সইতে আমি পারি কি না। যদি পারি, বুঝ্‌ব, আজ আমায় না দিয়েও তুমি যা পাওয়ালে, তার যোগ্য আমি!"

বলিয়াই কিরণ উঠিল।

মাতার একান্ত অনুরোধে অগত্যা সেই রাত্রিটা বাড়ীতে থাকিয়া পরদিনই সে চলিয়া গেল। সতীশের সঙ্গে একবার দেখা করিল; ইঁহাদের খরচপত্রের জন্য পঞ্চাশটি টাকা তার হাতে দিয়া গেল।

কিরণ এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিল। গাড়ীখানি বারান্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে কিরণ উঁকি দিয়া চাহিল। তার পর গাড়ী হইতে নামিয়া বারান্দায় গিয়া উঠিল; বরুণাও আসিয়া তখন হলঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"ও—তু—তুমি—এসেছ—"

"হাঁ, এসেছিই ত। আস্‌তে হ'ল। বাবা পাঠালেন।"

"তা—এসেছ—বেশ—" বলিতে বলিতে কিরণ দরজার এক পাশ দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। বরুণাও সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে আসিল। কহিল, "হুঁ—আমি এসেছি দেখে বিশেষ সুখী হ'চ্ছ বলে ত মনে হ'চ্ছে না। প্রত্যাশাও বোধ হয় করনি যে আমি আবার ফিরে আস্‌ব!—"

"প্রত্যাশা—হাঁ—আস্‌বে, তাই করেছিলাম বটে—"

টুপীটা খুলিয়া র‍্যাকে রাখিয়া কিরণ একটা কৌচে গিয়া বসিল।

"আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবছিলে, না এলেই বাঁচি। আর আজ এসে পড়েছি, ঠিক যেন একটা আপদ-বালাইয়ের মত! হাঁ, ঠিক তাই মনে করছ!"

বরুণার কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় ও কম্পিত হইয়া উঠিল। মুখখানি অন্য দিকে একটু ফিরাইয়া লইল। কিরণ চাহিয়া দেখিল; কহিল, "ও সব কথা কেন বল্‌ছ? তুমি আস্‌বে—তোমারই ঘর-সংসার—অনর্থক রাগ ক'রে চ'লে গেলে—আমি ত—"

"স্পষ্ট বলেছিলে—গেলে তুমি সুখী বই দুঃখিত একটুও হবে না।

আর আজ—আজ—ফিরে এসেছি—দেখে—দেখে তুমি চম্‌কে গেলে! যেন—যেন—সত্যিই—একটা বিভীষিকা তোমার আমি—"

বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া হাত ধরিয়া কিরণ তাহাকে কোচের পাশে আনিয়া বসাইল।

স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বরুণা কহিল, "কেন, কি অপরাধ করেছি আমি? তুমি—তুমি এমন একটা সর্ব্বনাশ করেছ—এখন—এখন আবার আমাকেই অপরাধী করছ—"

কিছু শান্ত করিবার প্রয়াসে বরুণার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কিরণ কহিল, "অপরাধের কথা কেন তুলছ?—তোমার কোনও অপরাধ হয়েছে, এমন কথা ত আমি কিছু বলিনি।"

"কিন্তু যা ব'ল্লে—আমায় দেখে চম্‌কে উঠে যে ভাবে কথাগুলো ব'ল্লে—"

"হাঁ, চম্‌কে একটু গিয়েছিলাম বটে!—তুমি যে এত শীঘ্র নিজে আবার ফিরে আস্‌বে—"

মুখ তুলিয়া বরুণা চাহিল। চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কেন, বল্লে না প্রত্যাশাই করেছিলে আমি আবার ফিরে আস্‌ব—"

"হাঁ, ফিরে আস্‌বে, সেটা ভেবেছিলাম।—কিন্তু এই ক'দিনেই—এখুনি আবার—"

"আস্‌ব ভাবনি। আর এসেছি—সেটাও—না, যেন ভালই লাগ্‌ছে না তোমার! তা না লাগে, খুলেই বল না? আমাকে ছেড়েই যদি থাক্‌তে চাও, বেশ, খুলেই বল। এসেছি—মা বল্লেন, বাবা বল্লেন, আমি—আমি—নিজেও পার্‌লাম না—"

ফুঁকারিয়া আবার বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। কিরণ নীরব। একটু সামলাইয়া বরুণা কহিল, "তা এসেছি, অসুখী যদি হও, ভাল না লাগে, বল, এখনি—এখনি আবার চ'লে যাচ্ছি।"

"কেন ও সব বল্‌ছ, বরুণা? তুমি ফিরে এসেছ, তাতে আমি অসুখী, সেটা আমার ভাল লাগছে না, এমন কোনও কথা ত আমি বলিনি—"

"বলনি—না, মুখে বলনি। কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝতে পারছি, আমায় দেখে তুমি সুখী হওনি! এসেছি, সেটা ভালই তোমার লাগছে না! ওঃ! কেন এলাম, কেন এলাম! যা তুমি করেছ, তার পর আবার যে এখুনি সত্যি ফিরে এসেছি—না, কেন এলাম, কেন এলাম! কেন নিজের মান-ইজ্জতের কথা একটিবার ভাবলাম না! আবার তুমিও মনে মনে বিরক্ত হচ্ছ, ভাব্‌ছ, আপদটা কেন আবার ফিরে এল—"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া বরুণা কাঁদিতে লাগিল। নীরবে কিরণ একটি সিগারেট ধরাইল। বরুণা কহিল, "কিসে যে এমন একটা আপদ-বালাই তোমার হলাম, বুঝতে পারছি নি। কত বড় একটা দাগা আমাকে দিয়েছ, কিছুই গায়ে তুলে নিলাম না। চ'লে গিয়েছিলাম, সব ক্ষমা ক'রে নিজেই আবার দু'দিন বাদে ফিরে এলাম। অথচ তুমিই যেন আমাকে ক্ষমা করতে পারছ না। কি যে অপরাধ আমার হ'ল,—ফির যে এলাম, তা ভুলেও আবার খোঁটা দিচ্ছ!"

"ভুল বুঝো না বরুণা। খোঁটা দিইনি আমি। তবে যে কারণে যে ভাবে রাগ ক'রে চ'লে গেলে—ফিরে এসেছ দেখে কিছু বিস্মিত হয়েছিলাম বটে—"

"বিস্মিত! কেবল বিস্মিত? বিরক্তও হয়েছ! যাবার সময় স্পষ্ট বলেছিলে, কথাগুলি আমি ভুলতে পারিনি, পারবও না জীবনে কখনও। বলেছিলে গেলে তুমি সুখী বই দুঃখিত হবে না। আর—আর—আর— না, সে কথা মুখেও আমি আনতে পারছিনি!—তবে কি করব

মেয়েমানুষ, আরও এ দেশের মেয়ে। যাই কর, সবই আমাদের সইতে হবে। স'য়ে আবার তোমাদের সেবাও করতে হবে!"

বলিয়াই হঠাৎ বরুণা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কিরণ একটিবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। নীরবে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাত-মুখ ধুইল; কাপড়-চোপড় বদলাইয়া আবার কোচে আসিয়া বসিল। একটি বালক ভৃত্য সাদা কাপড়ে ঢাকা ছোট একটি হালকা টেবল আনিয়া সম্মুখে রাখিল। একখানি প্লেটে কিছু খাবারসহ বরুণা এবং তাহার পশ্চাতে আর একটি ভৃত্য একখানি ট্রের উপরে চা দুধ চিনি পেয়ালা চামচ ইত্যাদি সহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্লেটখানি কিরণের সম্মুখে টেবলের উপরে রাখিয়া বরুণা এক কাপ চা প্রস্তুত করিল। করিয়া তাহাও আনিয়া নীরবে টেবলের উপরে রাখিয়া নিকটেই পৃথক্ একখানি চেয়ারে গিয়া বসিল।

কিরণ কহিল, "তুমি খাবে না কিছু?"

"না, খিদে নেই। তুমি খাও। ক্লান্ত হয়ে এসেছ—"

"এক কাপ চা অন্ততঃ—"

"চা—" বলিয়া বরুণা ট্রেখানির দিকে চাহিল।

"দিক্ না তৈরী ক'রে? বয়!"

বয় আসিয়া সেলাম করিল। আদেশ পাইয়া এক কাপ চা তৈরী করিয়া আনিয়া বরুণার হাতে দিল।

কিরণ কহিল, "খোকারা কোথায়?"

"টমকে নিয়ে রঘুয়া কোথায় বেরিয়েছে। জিমকে ত দেখলাম এই লখিয়ার কোলে।—দেখি।"

"না না. তুমি বসো, চা-টা আগে খেয়ে ফেল। আসবে লখিয়া যখন হয়। ভাল আছে ত তারা?"

"আছে।"

চায়ে দুই একটা চুমুক দিয়া বরুণা স্বামীর দিকে একবার চাহিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বড্ড রোগা দেখাচ্ছে তোমাকে। অসুখ-বিসুখ হয়েছিল কিছু?"

"না, অসুখ-বিসুখ এমন কিছু হয়নি। তবে—হাঁ—মনটা ত ভাল ছিল না,—ঘুমও ক'দিন ভাল হ'ত না। তুমিও ত দেখ্‌ছি বেশ রোগা হয়ে গেছ—"

"ও কিছু না।" বলিয়াই বরুণা মুখখানি ফিরাইয়া লইল। চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বেগ সামলাইতে না পারিয়া হঠাৎ উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। চায়ের পেয়ালাটি এক হাতে ছিল। আর এক হাতে আঁচলে রগড়াইয়া চক্ষু দুটি মুছিল; কিন্তু অশ্রুর বেগ ছাই আর বাঁধ মানে না। বারান্দা ঘুরিয়া অন্য পথে বরুণা গিয়া বাথ-রুমে প্রবেশ করিল। চোখে কয়েকবার জলের ঝাপ্টা দিয়া তোয়ালেখানি লইয়া বেশ করিয়া মুখ মুছিল। তার পর ধীরে ধীরে আবার গৃহে প্রবেশ করিল। কিরণের তখন খাওয়া হইয়াছে। খাবারের রেকাবখানি ও চায়ের পেয়ালা সরাইয়া রাখিয়া বয় সিগারেটের কৌটা, ash tray এবং দিয়াশলাই আনিয়া রাখিল। কিরণ একটি সিগারেট ধরাইল। দরজার কাছে গিয়া গলা তুলিয়া বরুণা ডাকিল, "লখিয়া!"

লখিয়া শিশু জিম্‌কে কোলে লইয়া ঘরে আসিল; হাসিমুখে গিয়া সাহেবের কাছে দাঁড়াইল।

গভীর একটি নিশ্বাস কিরণের বুক ভরিয়া উঠিল; তাহা চাপিয়া কিরণ ছেলেটির দিকে হাত বাড়াইল। তেমন একটা আদরের সাড়া না পাইয়াই হউক, কি যে কারণেই হউক, শিশু কেমন যেন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে

পিতার দিকে চাহিয়াছিল। হাত বাড়াইতেই ঘুরিয়া লখিয়ার গলাটি জড়াইয়া ধরিল। বরুণা কহিল, "যা, ওকে নিয়ে যা এখন।"

বরুণা বসিয়াই রহিল,—কথা কিছু কহিল না, তবে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই একবার স্বামীর দিকে চাহিতেছিল। কিরণ বড় অস্বস্তিই বোধ করিতেছিল। একবার মনে হইল, এই নীরব স্থিরতা কি বড় একটা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ?—ভাবিল, বাহিরে একবার বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না। উঠি উঠি করিয়া উঠিবে, এমন সময় বরুণা কহিল, "শরীর খারাপ হয়েছে—ডাক্তার কাউকে দেখিয়েছিলে?"

"না।—শরীর ত এমন খারাপ কিছু হয়নি আমার।"

"বল্‌ছিলে রাত্রে ঘুম হয় না।"

"হয়নি ক'দিন। তবে গেল দু'রাত ঘুম মন্দ হয়নি।"

"কোথায় গিয়েছিলে তুমি? কল্‌কেতায়?"

"না।"

"তবে কোথায়? বেনারস? না বোম্বে?"

কিরণ কহিল, "না। যাই, একটু ঘুরে আসি গে কারখানার ওদিকে—"

"কোথায় গিয়েছিলে তবে? শুন্‌লাম ছয় সাত দিন আগে তুমি বেরিয়ে গেছ। কোথায় গেছ, কাউকে ব'লে যাওনি।"

"না।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"দেশে।"

"দেশে! দেশে—কোথায়?" চমকিয়া বরুণা চাহিল। চক্ষু-মুখও কেমন যেন লাল হইয়া উঠিল।—

"কোথায় আবার? আমাদের বাড়ীতে।"

"বাড়ীতে !—বাড়ীতে ?—হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন সেথায় হ'ল ?"

"প্রয়োজন—কেন নিজের দেশ গাঁ—বাড়ী-ঘর—"

"আজ হঠাৎ এত দরদ হ'ল—কই, এই ক'বছর ভুলেও ত নামটি কখনও করনি। দেশ গাঁ, বাড়ী-ঘর—এ সব ব'লে কোথাও তোমার কিছু আছে, এমন মনেও ত কখনও হয়নি।"

"হয়নি—হাঁ—তা না হ'তেও পারে। কিন্তু তাই ব'লে এটাও ত ঠিক ধ'রে নিতে পারনি যে, ভুঁইফোড় একটা জানোয়ার কেউ আমি উঠেছি কি আসমান থেকে দানো কেউ একটা ঝ'রে পড়েছি—"

"অন্ততঃ এটা ধ'রে নেবার কারণ যথেষ্ট পেয়েছিলাম যে, দেশ গাঁ একটা যেথাই থাক্, সেথায় আপন জন কেউ তোমার নেই, কোনও বন্ধনও কারও সঙ্গে কিছু নেই। আর এ হিসেবে ঠিক আসমান-ঝরা দানো কেউ না হও, ভুঁইফোড় একটা—"

"থাম ! সাবধান হয়ে কথা বল, বরুণা ! আমার পৈতৃক দেশ গাঁ, পৈতৃক কুল বংশের অমর্য্যাদা ক'রে কোনও কথা ব'লো না। বড় সহরের যত বড়ই একটা বড়লোক তিনি আজ হ'ন, কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে ত ? অমন একটা দেশ গাঁ তোমার পিতারও ছিল। কুল-বংশেও আমার পিতার চাইতে এমন বড় কিছু তিনি নন।"

রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া কিরণ চাহিল। হঠাৎ একটু অপ্রতিভ হইলেও ইহাতে দমিয়া যাইবার পাত্রী বরুণা ছিল না। সোজা মুখ তুলিয়াই কহিল, "এত বড় দেশ গাঁ—এত বড় মর্য্যাদার কুল বংশ তোমার—তা এত দিন কোনও পরিচয় ত আমাদের জান্‌তে দাওনি।"

"যেচে দেওয়ার প্রয়োজন আমি মনে করি নি। জেনে নেওয়া উচিত ছিল তোমার বাবার, যখন কন্যা আমার হাতে সম্প্রদান করেন—"

"সম্প্রদান!—সম্প্রদান করেন! বিবাহ দেন বল! জড় একটা জিনিষ-পত্তর কি কেনা দাসী আমি নই যে সম্প্রদান করবেন!"

একটু মুখ বাঁকাইয়া কিরণ উত্তর করিল, "হিন্দুর বিবাহে বরকে কন্যা সম্প্রদানই করা হয়। শিক্ষিতা ব'লে গর্ব্ব কর, বিয়ের সময় মন্তরগুলোর অর্থও কি কিছু বোঝনি? আর তখন আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহের নাম গোত্রও বলা হয়, সেগুলোও কি কানে যায়নি?"

বরুণা কহিল, "ও সব বাইরের ফর্ম্মালিটী (formality) কেয়ারই আমি কিছু করি নি! আমি জান্‌তাম, নারী আমি, বিবাহ হচ্ছে আমারই মনোনীত এক প্রেমপাত্রের সঙ্গে। তার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এরা আমার কে? কেউ এরা থাক কি না থাক্, কিছু এসে যায় না।"

"অন্ততঃ এরা ছিল, সবারই থাকে। আর তোমার সেই মনোনীত প্রেমপাত্র জন্মেছিলও এদেরই রক্তমাংসে। সে সম্বন্ধটাও কেউ একেবারে মুছে ফেল্‌তে পারে না।"

"তুমি অন্ততঃ ফেলেছিলে।"

"ফেল্লে—ফেল্‌তে পার্‌লে বিয়ের সময় তাঁদের নামগুলো করা হ'ত না। সাহেবদের মত কেবল আমারই নামটা করা হ'ত। সে যাই হ'ক্, এখন ত জান্‌তে পেরেছ, দেশ গাঁও আমার একটা আছে, আর সেথায় আপন জনও অনেক কেউই আছেন। মা আছেন, ভাই বোন আছে—"

"স্ত্রীও একটি আছে—এদের চাইতেও আপন—হয় ত এখন আমার চাইতেও—"

"আপন আর কারও চাইতে হ'ক না হ'ক্, স্ত্রী যে একটি আছে, সে সত্যটাকে তোমরাও এখন অস্বীকার করতে পার না, আমিও পারি না।"

"এত দিন ত করেছ। আজ যে ধরা পড়েছ, গোপন করতে পারছ না, সেটা এমন গৌরবের কথা কিছু তোমার নয়। মানুষ হ'লে লজ্জায় আজ মাথা হেঁট ক'রে থাকতে, মুখ তুলে চড়া মেজাজে কড়া কড়া অত কথাই বলতে পারতে না!"

"লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থাকবার কোনও কারণ আমার নেই। থাকলে তোমার বাবার আছে, যিনি পার্থিব ভাগ্যে আমার বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা দেখে যেচে তোমাকে আমার হাতে স'পে দিয়েছিলেন, খোঁজ-খবর আর কিছু নেন নি।"

"কিন্তু তুমি—তুমি কেন বিবাহ করতে আমাকে চেয়েছিলে?"

"আমি চাইনি। সম্বন্ধের প্রস্তাব আমি আগে করিনি, তিনিই করেছিলেন।"

"প্রস্তাব কে আগে করেছিল, জানিনে। কিন্তু তুমি—তুমি—আজ মনে নেই কিছু—সব ভুলে গিয়েছ—ভালবাসার ছলে—"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। একটু কোমল স্বরে কিরণ তখন কহিল, "ছল করিনি বরুণা, ভালই তখন তোমাকে বেসেছিলাম—ভালই তোমাকে খুব লাগত। কিন্তু তোমার বাবা যদি অত আগ্রহ ক'রে দিতে না চাইতেন, যেচে আমি বিবাহের প্রস্তাব করতাম না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে বরুণা কহিল, "ভালই বেসেছিলে? ভালই লাগত? সত্যি ভাল বেসেছিলে? সত্যি ভাল লাগত? কিন্তু আজ সে ভালবাসা কোথায় গেল? আজ কেন আর ভাল আমাকে লাগছে না? কি অপরাধ করেছি আমি? ক'রেই যদি কিছু থাকি, মেয়েমানুষ আমি, তোমার পরিণীতা স্ত্রী—ক্ষমা কি করতে পার না?"

উঠিয়া বরুণার হাত ধরিয়া কিরণ তাহাকে কৌচের পাশে আনিয়া

বসাইল। গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, "আর ও সব কথায় কা নেই, বরুণা। ক্ষমা—তুমি স্ত্রী, অপরাধ যাই যখন হ'ক করতে আমি বাধ্য। তবে আমার ক্ষমা বড় কিছু করবার নেই। করতে তোমাকে হবে। ক'রেই চলতে হবে। যা হবার হয়ে গেছে। এ নিয়ে মিছে এখন গোলমাল ক'রে লাভ কিছু নেই। কেবল অশান্তিই হবে। যেমন আমার, তেম্‌নি তোমারও বটে।"

"কিন্তু—কিন্তু—তুমি ত গিয়েছিলে? আর গিয়েছিলেও তার—তারই কাছে—"

"গিয়েছিলাম, তা কি হয়েছে? নিশ্চিন্ত তুমি থেকো, সে তার কোনও দাবী নিয়ে এখানে আসবে না।"

"কিন্তু তুমি—তুমি ত যাবে। হয় ত যখন তখনই আমায় ফেলে যাবে, সেথায় গিয়ে থাকবে। তার সঙ্গে—"

"স্বামী-স্ত্রী ভাবে কোনও সম্বন্ধ আমার হবে না—যদি স্ত্রী হয়ে আমার সংসারে তুমি থাক।"

"কিন্তু যাবে ত?"

"যেতেও হয়ত কখনও পারি। কেন যাব না? মা আছেন, ভাই বোন্ দু'টি আছে—"

"এদ্দিনও তারা ছিল। এই পাঁচ ছ' বছর—"

"খোঁজ-খবর কিছু নিই নি। নিষ্ঠুর পশুর মতই ব্যবহার করেছি। কিন্তু না, আর তা পারব না, বরুণা।"

"কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কি বলতে চাও? সুরবালা সেখানে আছে? কি করব? সে থাকবেই ওখানে। ওঁদের ছেড়ে কোথাও আর যাবে না। কিন্তু বল্লাম ত—"

"যাই বল, এবার যে গিয়েছিলে—সে ত তারই কাছে, তারই টানে ; হয় ত—হয় ত আমি চ'লে গিয়েছি, তাকেই আনতে গিয়েছিলে—" বলিয়া বরুণা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া একটু যেন অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "হাঁ, তাই গিয়েছিলে! বল—বল, খুলেই বল, তাই গিয়েছিলে!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিরণ কহিল, "গিয়েই যদি তাই থাকি, এমন কি অপরাধ কিছু হয়েছে, বরুণা? স্পষ্ট তুমি এই ব'লে চ'লে গেলে, আমার স্ত্রী হয়ে এ সংসারে আর থাকতে পার না।"

"তা হ'লে বল, আমি আর তোমার কেউ নই, সে-ই সব! তাকে নিয়েই থাকতে চাও, আর আমাকে চাও এড়াতে। ও—তাই—তাই বুঝি আমাকে দেখে অমনি চমকে গিয়েছিলে! ভেবেছিলে আপদটা কেন আবার এল!"

"আবার কেন ও সব অপ্রিয় কথা তুলছ, বরুণা?"

"অপ্রিয়! অপ্রিয় হ'লেও সত্য কথাই বটে। আর খোলাখুলি সব বলাই ভাল। ওঃ! এত—এত নিষ্ঠুর, এত নির্ম্মম তুমি! আর এখনও এই প্রতারণা! বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—"

"প্রতিশ্রুতি! না, কোনও প্রতিশ্রুতি তাঁকে আমি দিই নি।"

"দেওনি? মিছে বলছ! অন্ততঃ এটা তাঁকে স্পষ্ট বুঝতে নিশ্চয়ই দিয়েছিলে, তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ তুমি রাখবে না।"

"অন্ততঃ থাকবে না, এটা হয় ত তিনি বুঝেছিলেন, যদি ফিরেই তুমি এস।"

"যদি ফিরেই আমি আসি! যদি আসি! তা হ'লে আমার এই ফিরে আসাটা তুমি চাওনি? এসে পড়েছি—তাই অগত্যা ভালমানুষে-তার পাতিরে তার সঙ্গে সম্বন্ধ তোমার থাকবে না, অথবা রাখতে পার

না?. কিন্তু চাও তুমি তাকেই, আমাকে আর নয়। ওঃ! কেন আমি এলাম—কেন এলাম! না, পারব না—পারব না! থাক্‌তে আর পারব না!"

"থাম—থাম! শান্ত হও বরুণা, মিছে আর—"

"না, ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও আমাকে! কেউ ত আর আমি তোমার নই। কেন থাক্‌ব? ওঃ! কি হ'ল! কি এ হ'ল আমার! না, ছাড়—ছাড়! সইতেই আমি আর পার্‌ছি নি!"

জোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বরুণা চলিয়া গেল।

স্তব্ধভাবে কিরণ কতকক্ষণ বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইল।

রাত্রি প্রায় আটটায় কিরণ ফিরিয়া আসিল। শুনিল, দরজা বন্ধ করিয়া মেমসাহেব শুইয়াই আছেন, বাহির আর হন নাই; কেহ গিয়া ডাকিতেও সাহস করে নাই। কিরণ গিয়া ডাকিল; দরজায় কয়েকটা ঘা দিল। দরজা খুলিয়া বরুণা বাহির হইল; কহিল, "যাও, খাওয়া হয়ে থাক্‌লে গে' শুয়ে থাক্‌তে পার।"

"আর তুমি?"

"আমি ও ঘরে গিয়ে শুচ্ছি।"

"খাবে না?"

"ক্ষিদে হয়নি। মাথা ধরেছে—"

পাশ কাটাইয়া বরুণা সম্মুখের দিকে চলিল।

কিরণ কহিল, "কেন আর এ পাগলামো কর্‌ছ, বরুণা? বল, না হয় আমিই গিয়ে অন্য ঘরে শুচ্ছি। কিন্তু খাবে না কেন?"

"বল্লাম না ক্ষিদে হয়নি, মাথা ধরেছে?"

"ও ত ছুঁতো। রাগ হয়েছে—কত এমন রাগারাগি আমাদের হয়। তা, না খেয়ে কেন থাক্‌বে? এস, এস, যা হয় কিছু মুখে দিয়ে তার পর গে' শুয়ে থাক। এস, লক্ষ্মীটি, এস!"

হাত ধরিয়া বরুণাকে কিরণ কাছে টানিয়া আনিল। কাঁদিয়া স্বামীর বুকে বরুণা মাথাটি রাখিল; ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল! আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইয়া কিরণ কহিল, "এই দেখ! কি পাগলামো কর্‌ছ! সবাই ওরা দেখ্‌ছে, কি বল্‌বে, বল ত? পাড়ায়

গিয়ে গল্প করবে। এত বড় একটা সংসারের কর্ত্রী তুমি, সবাই হাসবে, ছিঃ!"

মুখখানি বুকেই ছিল। দুইখানি হাত বাড়াইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে বরুণা কহিল, "তুমি—তুমি ত যাবে! আবার যাবে! কবে যাবে?—"

"পাগল। ওই কেবল ভাব্‌ছ। যাব—সে আজই কি? এই ত কেবল ফিরে এলাম।"

"কিন্তু যাবে ত আবার—হয় ত একমাস কি দু' হপ্তা পরেই আবার যাবে—"

"তাও কি হয় কখনও? পাগল! পরের চাকরী করি না আমি?"

"কবে তবে যাবে?"

"সে কি ক'রে এখুনি বলব? হয় ত বছর দেড় বছরেই হবে না। মা যদি কখনও লেখেন, কি তাঁর অসুখ-বিসুখ একটা কিছু হয়েছে খবর পাই, তুমিই বল না, না গিয়ে তখন পারব? হাঁ, বসো, বসো, এইখানে। দাঁড়িয়ে এভাবে—কেমন কেঁপে উঠলে,—হয় ত ভিরমী-টিরমী দিয়েই প'ড়ে যাবে। ব'সো!"

ছোট একখানি কোচ দরজার বাহিরেই ছিল, বরুণাকে বসাইয়া কিরণ নিজেও পাশে বসিল। রোদন-বেগ কিছু সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া বরুণা কহিল, "তা যখন যাবে, একলা আমায় ফেলে যেতে পারবে না। বল, সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবে?"

"এই ছাখ, কি বলছ! তুমি সেখানে কোথায় যাবে? সে কুঁড়ে ঘর, চার ধারে জঙ্গল, জলকাদা, জোঁক-পোকা—আধঘণ্টাও যে তিষ্ঠাতে পারবে না তুমি।"

"তুমি ত যাবে?"

"আমি যাব—তা জন্মেছি, মানুষ হ'য়েও উঠেছি সেই গেঁয়ো ঘরে, সেই জঙ্গলে আর জল-কাদায়। আমার গা-সওয়া আছে। তুমি কেন পারবে? আমাদের বাঙ্গালার সব পাড়া গাঁ, তার সেই জঙ্গলে ঘের বাড়ীঘর, চোখেও বোধ হয় কখনও দেখনি—"

"না!"

"ভাবতেও পারছ না যে সে কি একটা অবস্থা, আর কি ভাবে লোক সেখানে থাকে।"

"না হয় দেখই আসব।"

"দেখবার মত সে কিছুই নয়, বরুণা। গিয়ে তখনি হয় ত আবার তোমাকে নিয়ে ফিরে আসতে হবে।"

"না, তা হবে না। দুই একটা দিন থাকতে পারব। কেন পারব না?"

"কিন্তু একটা কথা ভাবছ না, বরুণা? সুরবালা সেথায় আছে—"

আবার বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কহিল, "কেন সে সেথায় থাকে? সম্বন্ধ ত' তোমার সঙ্গে কিছু নেই। তবে—তবে—"

"কি করব, বরুণ? সেথায়ই সে থাকতে চায়, আছে। তার বাপ বড় লোক—তা দুঃখ-কষ্ট পেয়েও আমার মা'র কাছেই সে থাকে, তাই থাকতে চায়। কেন চায়, সেই জানে। আমি ত' বলতে পারিনে, না, তুমি থাকতে পাবে না। বাপের বাড়ী চ'লে যাও।"

"কিন্তু—তুমি যখন যাবে—"

"তখনই বা কি ব'লে লিখে পাঠাই যে, কয়েক দিনের জন্যে তাকে বাপের বাড়ী পাঠান হ'ক? তেমন কোনও অধিকারও আমার আছে কি?"

বরুণা একটি নিশ্বাস ছাড়িল। কিরণ কহিল, "ভয় নেই, বরুণা।

প্রাণ থাকৃতে, আমি চাইলেও আমার স্ত্রীত্ব সে স্বীকার কর্বে না। কারণ, সে মনে করে, তোমার দাবীর উপরে কোনও দাবী তার আমাতে হ'তে পারে না।"

"কিন্তু দাবী ত একটা আছে। আরও—আরও—আগে তাকেই বিয়ে করেছিলে।"

"তোমার খাতিরে সে দাবী সে ত্যাগ করেছে, ত্যাগ ক'রেই থাকৃতে চায়।"

"দেখতে সে খুব সুন্দর?"

"না, তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।"

একটু হাসি কিরণের ফুটিল। অলক্ষ্যে চাপিয়া লইল।

"লেখাপড়া ভাল শিখেছে?"

"না, ঘরে সামান্য কিছু শিখেছিল—শুনেছি, বাঙ্গালা আর সংস্কৃত—"

"গানটানও জানে না?"

"বোধ হয় না। শুনিনি ত' কখনও।"

একটি নিশ্বাস বরুণা ছাড়িল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "কিন্তু—তবু ত সেই তোমার কাছে এখন বড় হয়েছে। আর—আর—আমি—"

"আবার! ও-সব পাগলামো কথা আর কেন, বরুণা? চল, ওঠ, খেয়ে আসি গে। রাত অনেক হয়ে গেল। এস! খেয়ে উঠে তার পর দু'টো গানও শোনাবে আমাকে। এস!"

হাত ধরিয়া কিরণ বরুণাকে টানিয়া তুলিল, হাত ধরিয়াই খাবার ঘরে তাহাকে লইয়া গেল।

তখনকার মত একটা মিল স্বামি-স্ত্রীতে হইল। বরুণা আর এ সম্বন্ধে কোনও কথা তুলিল না। কিরণও তাহার ব্যবহারে এ সম্বন্ধে আলোচনার কোনও অবসর তাহাকে দিত না। সুরবালার জন্য প্রাণে যত বড়ই

একটা বেদনা থাক্, সে বুঝিয়াছিল, বরুণাকে লইয়া তাহাকে এখন সংসার করিতে হইবে, আর সেই সংসারে অশান্তি যতটা কম ঘটে, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। আদর-সোহাগ বরুণা কখন্ কিরূপ চায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিত, রাখিয়া সেটা তাহাকে দিত। অবসর হইলেই বৈকালে তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইত; সন্ধ্যায় ক্লাবে না গিয়া বেশীর ভাগ দিনই গৃহে বরুণাকে লইয়াই গল্প করিত, তাহার গান শুনিত, ছেলে দুটিকে লইয়াও খেলা করিত। বরুণাও সেবায় যত্নে ও মিষ্ট-ব্যবহারে স্বামীকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত। কথায় কথায় রাগারাগি করিত না; যথাসম্ভব নিজের সব খেয়াল সংযত রাখিয়াই চলিত। বিবাহিত জীবনের প্রথম আমলটা যে-ভাবে কাটিয়াছিল, অনেকটা যেন সেই রকম অবস্থায়ই ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু তখন স্বামীর আদর-সোহাগে প্রাণের যে সাড়া বরুণা পাইত, এখন সেটা আর পাইত না, অথবা মনে করিত পাইতেছে না। কারণ, অন্তরে সে অনুভব করিত, স্বামীর প্রেম সে হারাইয়াছে, তাহাকে সরাইয়া দিয়া সুরবালাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। উপায় নাই, তাহাকে লইয়াই সংসারে থাকিতে হইতেছে, তাই মনের সেই টান চাপিয়া কতকটা জোর করিয়াই আদর-আপ্যায়নে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে তিনি চেষ্টা করিতেছেন। ইহাও লক্ষ্য করিয়াছে, রাত্রিতে নিদ্রাকালেও একটা শান্তির বিরাম তিনি পান না। সুরবালার নামও স্বপ্নের ঘোরে দুই এক দিন তাঁহার মুখে বাহির হইয়াছে। রূপে সে না কি হীনা,—আর কলাকুশলতাদি যে-সব গুণে, চিত্তাভিরাম যে পরিমার্জ্জনায়, উন্নত নব্য-সমাজে সকলের আদরণীয় একটা স্থান কোনও নারী গ্রহণ করিতে পারে, তাহাও কিছু তাহাতে নাই। অন্ততঃ উঁহার কথায় ত এইরূপ বুঝা যায়,—আর তাই না বিবাহের পরেই সেই

সুরবালাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া তাহাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন—না, চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে, বরুণাকে ছাড়িয়া আবার ঐ সুরবালার উপরেই তাঁহার মনের সকল আকর্ষণ গিয়া পড়িয়াছে। যে নেশায় বরুণার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন,—হাঁ, সে একটা নেশাই ছিল বটে, সেটা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার ত্রুটিগুলিই কেবল চক্ষুতে পড়ে, আর কড়া-কড়া কথায় তাহা তুলিয়া খোঁটাও দেন। অনেক সময় কেমন একটা অবজ্ঞার ভাবও দেখান। তাই ত সে কিছুই সহিতে পারে না,—রাগ হয়, দুঃখ হয়, বকাবকি করে। ত্রুটি তার অনেক আছে, কিন্তু কার না থাকে? ওঁর কি নাই? আর ঐ সুরবালা—তারই কি নাই? তাহাকে লইয়া সংসার কখনও করেন নাই, তাই দেখিতে পাইতেছেন না। কেবলই দেখিতেছেন,—দেখিতেছেন—বড় একটা ত্যাগস্বীকার সে করিয়াছে, চরিত্র-মহিমায় সে অনেক বড়। ত্যাগ? ত্যাগ করিয়াছে? উনিই ত আগে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। যা কাহারও নাই, যা পাওয়া যাইবে না, সেই ত্যাগ আবার ত্যাগ? ঐ কথামালার গল্পে শিয়াল যেমন বলিয়াছিল, আঙ্গুর ফল টক! কিন্তু—কিন্তু—এখন ত উনি তাহাকে চান, আনিতেও গিয়াছিলেন। তবু আসিল না, আসিলে ওঁকে পাইত, ওঁর এই সম্পদ্ আর পদমর্য্যাদারও অধিকারিণী হইত। কিন্তু আসিল না। বলে না কি, তার চাইতে বরুণার দাবী বেশী। বেশী? হাঁ, বেশী বই কি? ওকে ফেলিয়া যাচিয়া আসিয়া একে বিবাহ করিয়াছেন। দাবী তারই বেশী বই কি? কিন্তু তবু—তবু—এ দাবী কয়জনে গ্রাহ্য করে? ইচ্ছা হইলেই আসিতে পারিত, এই সংসার দখল করিয়া ফেলিতেও পারিত। তবে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেটা ত জানিত না। হাঁ, ত্যাগই সে করিয়াছে! কিন্তু কি করিয়া পারিল? স্বামীকে কি ভালবাসে না? ভালবাসিতে শেখে নাই? তাই ঠিক!

দারুণ ক্রোধের আবেগের মধ্যেও স্বর যেন কেমন একটা মর্ম্মব্যথা বেদনার উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"না, মাকেই পাঠিয়েছি। সংসারের কর্ত্রী তিনি, সুরবালা নয়। খরচপত্তর তাঁকেই পাঠাতে হবে—"

"কিন্তু অত টাকা কেন? গেঁয়ো ঘরে থাকেন, সেই গেঁয়ো চালে গেঁয়ো গেরস্তালী করেন,—ক'টা টাকা মাসে তাঁর লাগতে পারে?"

"তাঁর ছেলে আমি, মাসে হাজার টাকা মাইনে পাই, আবার বছরে উপরি একটা পাওনাও বেশ আছে। তার উপরে কোনও দাবী তাঁর নেই? আমি সাহেবীয়ানা ক'রে মাসে এতগুলো ক'রে টাকা ওড়াব, আর তিনি সেই গরীবানা গেঁয়ো গেরস্তালীতে কোনও মতে দুটি খেয়ে পরে জীবন কাটাবেন? আবার ঐ ভাই বোন্ দুটি আছে—"

"না, আছে ঐ সুরবালা! না ভাই বোন্—হঠাৎ আজ এতটা দরদ হ'ল—যাদের নামও কখনও করনি, আছে না মরেছে খবরটি কখনও নেওনি, দয়ার ভিক্ষে ব'লেও দুটি টাকা কখনও পাঠাও নি—"

"গুরুতর একটা অন্যায় এতদিন করেছি। তাই ব'লে চিরকাল তাই ক'রতে হবে?"

"না, তা কেউ করতে বলছে না। মানুষ হ'লে করা কারও উচিতও নয়। বেশ ত, তাদের খেতে পরতে দিতে হয়, দেও। কতই আর লাগবে? মাসে পঞ্চাশ, ষাট—না হয় একশ টা'শাই লাগুক্। যা লাগত, আমায় ব'ল্‌তে, আমিই পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু আমায় কিছু না ব'লে, পরামর্শ কিছু একটা না ক'রে, নিজেই একেবারে তিনশ' টাকা পাঠিয়ে দিলে, যেটা নাকি অতিরিক্ত—অতি অতিরিক্ত—অতিরিক্তেরও অতিরিক্ত!"

"মোটেই অতিরিক্ত নয়। আমি মনে করি, এ দেশে অন্ততঃ সবাই

মনে করবে, আমার রোজগারের অন্ততঃ এই রকম একটা ভাগে আমার মা ভাই বোনের ন্যায্য দাবী একটা আছে—"

"না, তা মনে ক'র না—করতে পার না! এ দেশের লোক? তা তারা যা খুসী মনে করুক গে। তুমিও তাই মনে করবে, কবে এমন এ দেশের তেম্‌নি একটা লোক হ'লে?"

"দেশেরই ছেলে আমি। উচ্ছৃঙ্খলতা যাই এতদিন ক'রে থাকি, দেশের লোকের মতি-গতি, আর দেশের নিয়মকানুনের খবরটা অন্ততঃ রাখি, যা তুমি রাখ না।"

"রাখতেও কিছু চাইনে! সব তোমার বাজে ছল! কি ধাতুর মানুষ তুমি, এদ্দিনে চিনিনি? মা ভাই-বোনের দাবী? না দাবী গ'ণছ ঐ সুরবালার! তাকে আমার আধাসরিকীতেই বসাতে চাও!"

কিরণ উত্তরে কহিল, "তা যদি চাইতাম, তিনশ' টাকা নয়, আধা-আধি ভাগ ক'রে পাঁচশ' টাকাই পাঠাতাম!"

"কি ক'রে পাঠাতে? কেবল ত আমি নই, নিজে রয়েছ, ঐ দুটো ছেলে রয়েছে। খরচার হিসেবে একটা ধ'রে দেখ, আধা আধির বেশীই পাঠিয়েছ, কম নয়! সে ত পাঠাবেই। সে হ'ল বড় গিন্নী, বড় ভাগটা ত তাকেই দেবে।"

কিরণ কহিল, "স্ত্রী ত বটেই। বিবাহও করেছিলাম, নালিশ যদি করে, ঠিক আধা আধিই ভাগ ক'রে সে নিতে পারে।"

বরুণা কহিল, "বেশ ত, তাই নিক! দেখাই যাক্ কত বড় মহাত্যাগিনী সে, যাতে—যাতে নাকি তার পায়ে আপনাকে একেবারে বিকিয়ে দিয়েছ, মনে প্রাণে কেবল তারই ধ্যান করছ!" আবার বরুণার কণ্ঠস্বর চাপা রোদনের উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিরণ কহিল, "এ অভিযোগ করবার কোনও কারণ আমি তোমাকে দিই নি, বরুণা।"

"প্রতিনিয়তই দিচ্ছ! আমি বুঝতে পারিনে কিছু? ভাবছ তোমার মুখের ভালমানুষিতে একেবারেই আমি ভুলে রয়েছি?"

অতি আশ্চর্য্য হইয়া কিরণ চাহিয়া রহিল। কেমন একটা অপ্রতিভতার ভাবও প্রকাশ পাইল, একেবারে চাপিয়া দিতে পারিল না।

বরুণা কহিল, "বুঝতে পেরেছ ঠিক কথাটাই আমি বলেছি? তোমার মনের তল পর্য্যন্ত আমি দেখতে পাই। লুকোতে কিছু পার না! পার না—পার না—তার কারণ, না, ব'ল্‌তে আর চাইনে, আমি—আমি—" প্রায় কাঁদিয়া উঠিতে উঠিতে বরুণা থামিয়া গেল। অতি আয়াসে উচ্ছ্বাসটা দমন করিল; একটু দম লইয়া শেষে কহিল, "যাক্‌, আর কথা কাটাকাটিতে কায নেই। তোমার ও টাকা—তোমার সুরবালার সঙ্গে সরিকী ভাগে দয়ার ঐ দান—এ হাতে আমি ছোঁব না। যে ক'রে পার, সংসার তুমি চালাও!"

"সংসার—আমি চালাব? কি ক'রে চালাব?"

"যে ক'রে পার, চালাও। আমি তার কি জানি?"

ভ্রূকুটি করিয়া কিরণ কহিল, "তবে কি মাইনে ক'রে একজন হাউস্‌কিপার (house keeper) রাখ্‌তে হবে? কতকগুলো টাকা মাসে মাসে আরও বেরিয়ে যাবে, ভাবছ?"

"ভাববার আমার কিছু নেই। আমি কে যে ভাবব? না পার, ঐ সুরবালাকেই আনাও। বড় গিন্নী সে, সংসারের কর্তৃত্বে তাকেই এনে বসাও। আমি ত বাঁদী—বাঁদী হয়েই থাকব!"

বলিয়াই বরুণা চলিয়া গেল।

১৬

পরদিন বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া কিরণ নোটের তাড়াটা বরুণার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমার খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত বাইরে এক হোটেলে করেছি। একেবারে উঠে গিয়ে থাক্‌তেও সেখানে পারি, তাই যদি সুবিধে মনে করি। তোমাদের বন্দোবস্ত যেমন ইচ্ছে হয় ক'রে নেও। না হয়, যা খুসী কর, আমি কিছুর জন্যে আর দায়ী নই।"

বলিয়াই কিরণ ফিরিল। রুখিয়া বরুণা কহিল, "এম্‌নি ক'রেই আমাকে তুমি জব্দ কর্‌বে ভেবেছ?"

"নাচার!"

"নাচার! কেন, আমি কি এমন দায়িক হয়েছি?"

"দায়িক তুমিই বট। আমার কায রোজগার ক'রে পয়সা এনে দেব—তা দিচ্ছি।"

"দিচ্ছ? তাই বা দিচ্ছ কই? যা দরকার, তা দিচ্ছ কই?"

"যা সাধ্য, তাই দিচ্ছি। দরকারটা তারই সীমার মধ্যে আন্‌তে হবে। ওতেই যে ক'রে পার, চালাতে হবে। না পার, ছেলেদের নিয়ে উপোস ক'রে মর। আমি যা পার্‌ছি, দিয়ে খালাস।"

"যা পার্‌ছ! না, যা পার্‌ছ, যা পার, তা দিচ্ছ না! সত্যিই যদি ভার নিয়ে সংসার আমাকে চালাতে হয়, অতগুলো ক'রে টাকা মাসে মাসে দেশে তুমি পাঠাতে পার্‌বে না!"

"পাঠাতেই আমাকে হবে। এটা তাদের ন্যায্য পাওনা।"

"আর আমার ন্যায্য পাওনা কিছু নেই?"

"যা আছে, তা দিচ্ছি। বেশীই বরং পাচ্ছ, পাবে। কারণ, বছর কাবারে যে বোনাস কমিশন আমি পাই, সেটা তোমারই নামে এতদিন ব্যাঙ্কে জমেছে, এখনও তাই জম্‌বে। তার কোনও ভাগ তাদের দেবার অভিপ্রায় আমার নেই।"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া থমকিয়া কিছুকাল বরুণা বসিয়া রহিল। কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "বেশ! সত্যিই ত ছেলেদুটোকে না খাইয়ে মারতে পারব না। আর এও জানি, জিদ এতটুকু ছাড়্‌বে, সে ধাতুরই মানুষ তুমি নও। বেশ, থাক্‌ তবে টাকা। কিন্তু এও ব'লে রাখ্‌ছি, খরচ যা আমি দরকার মনে করি, কর্‌ব, কর্‌তে আমাকে হবে। বেশী যা হয়, তার বিল সময়মত পাবে।"

শেষ কথাটা কিরণ বোধ হয় কানেই তুলিল না। অথবা কি ভাবিল, সেই জানে। কেবল কহিল, "আমার বন্দোবস্তটা তা হ'লে হোটেলেই ক'রে নেব ?"

"নাও! অত সব বাড়াবাড়ি আর করতে হবে না। কেলেঙ্কারী এমনিই যতদূর হবার তা হয়েছে।"

আর কিছু না বলিয়া কিরণ দরজার দিকে চলিল। ডাকিয়া বরুণা কহিল, "আফিস থেকে ফির্‌ছ—খাবার কিছু আর চা পাঠিয়ে দেব ?"

"সুবিধে হয় দাও।"

বলিয়া গিয়া হলঘরে বসিল।

অতি অশান্তিতেই দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। বরুণা এ সব সম্বন্ধে কথা আর কিছু তুলিল না, সংসারের কাযকর্ম্ম যেমন চালাইত, তেমনই চালাইয়া যাইতে লাগিল। আহারাদির ব্যবস্থা সময়মত এবং ঠিক কিরণের রুচিমতই সর্ব্বদা হইত। পোষাক-পরিচ্ছদাদিও ঠিক যায়গামত পূর্ব্ববৎ পরিচ্ছন্নভাবে গুছান থাকিত। এ সব বিষয়ে কখনও

কোনও অভাব কি অসুবিধা কিরণ বোধ করিত না। লোকজনের সম্মুখে কথাবার্ত্তাও বরুণা শিষ্টভাবেই বলিত। কিন্তু নিভৃতে কোনও আলাপই স্বামীর সঙ্গে করিত না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে তাহার উত্তর মাত্র দিত। নিজে ভুলিয়াও কোনও কথা কখনও তুলিত না; প্রশ্নও কোনও বিষয়ে করিত না। এক গৃহেই উভয়ে শয়ন করিত; কিন্তু পৃথক শয্যায়, আর নিঃশব্দেই দম্পতির রাত্রি কাটিয়া যাইত। কোনও দিন হয় ত বাহিরে হলঘরেই কিরণ শুইয়া থাকিত। বরুণা তাহাকে ডাকিত না। রাত্রি-প্রভাতে জিজ্ঞাসাও করিত না, কেন সে শয়নগৃহে আসে নাই। এই ভাবে কোনও-মতে একটা মাস কাটিয়া গেল। আবার মাস কাবার আসিল। কিরণ তিনশত টাকা দেশে পাঠাইয়া বাকী পাঁচশত টাকা বেয়ারার হাতে বরুণার কাছে পাঠাইয়া দিল। পরদিন বরুণা কয়েকখানি বিল কিরণের কাছে পাঠাইল। কতক দামী কিছু কাপড়-চোপড়ের, কতক কিছু অলঙ্কারের, কতক নূতন আসবাব-পত্রের এবং কতক সংসারের অন্যান্য খরচের। হিসাব করিয়া কিরণ দেখিল, ঠিক তিনশত টাকার বিল!

বরুণাকে ডাকিয়া কহিল, "এতগুলো বিল কেন পাঠিয়েছ?"

"খরচ হয়েছে, কি কর্‌ব?"

"খরচ কেন করলে?"

"দরকার মনে হয়েছে করেছি।"

"বলিনি তখন তোমাকে—ঐ পাঁচশ টাকাতেই চালাতে হবে?"

"আমিও বলেছিলাম, খরচ যখন যা দরকার মনে হবে কর্‌ব। বেশী যা হয়, তার বিল সময়মত পাবে।"

"ঠিক তিন'শ টাকার বিল!"

"খরচ ঐ হয়েছে।"

"ঠিক তিন'শ টাকার বিল, যেটা বাড়ীতে পাঠাতে হচ্ছে, তোমার অমতে।"

"খরচ আমার যা দরকার, করতেই হবে।"

"মাসে যদি তিন'শ টাকা ক'রে বেশী খরচ কর, বছরে কত হয় হিসেব ধ'রে দেখেছ?"

"তিন হাজার ছ'শ টাকা।"

"দেউলে হ'তে আমাকে হবে, সেটা ভাব্‌ছ?"

"ভাব্‌তে হয় তুমি ভাব। আমার কোনও দরকার নেই।"

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কিরণ কহিল, "বেশ, এবারকার এই বিলগুলো, যে ক'রে হয়, আমি শোধ ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু এর পর—"

"এর পর?"

"আর এমন কোনও বিলের দায়িত্ব আমি নিতে পার্‌ব না।"

"পার, নিও না।"

বলিয়াই বরুণা চলিয়া গেল। কিরণ একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িল। প্রতিকারের পথ কিছু দেখিল না। বুঝিল, আজ হ'ক, কাল হ'ক, সত্যই তাহাকে দেউলিয়া হইতেই হইবে। একমাত্র উপায় হইতে পারে, পায়ে ধরিয়া বরুণার ক্ষমা চাহিয়া বেতনের সব টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিবে,—আর সে দয়া করিয়া যা তাহার মাকে পাঠায়। কিন্তু না! আর তা সে পারে না! সত্যই কি তাঁহাদের—তাহার মা ভাই-বোন, আর ঐ সুরবালার কোনও দাবী তাহার উপরে নাই?—মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন, আর তাহার জন্যও ঐ বরুণার অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে থাকিতে হইবে? না, তা হইতেই পারে না! কিন্তু বরুণার জিদ—মাসে তাহার এই সব বিলের দাবী—কত দিন সে চালাইতে পারিবে? দারুণ এই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতির উপায় তাহার কি হইতে পারে?

"তা হ'লে—"

"ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার নাই। এখানে কাযকর্ম্ম একটা আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। দেখতে চাই কি ক'রে উঠতে পারি।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "হাঁ, তেমন খরচপত্তর ক'রে বেশ একটু higher styleএ—এই যেমন ওদের সব plantation থাকে—তেম্‌নি ধারা কাযের একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিতে যদি পার—আর থাকবার যায়গাটাও—"

"ও সব বড় দরের সাহেবী plantation এখানে কিছু হ'তে পারে না। ছোট ছোট ফার্ম্মে বাঙ্গালী গেরস্তর মতই থাক্‌তে হবে। চেষ্টাও আমি সেই রকমই করছি—"

"হুঁ—! কিন্তু বরুণ—"

কিরণ কহিল, "খুলেই ত আমি লিখেছিলাম, কি রকম কাযকর্ম্ম আমি করব, কি ভাবে থাক্‌ব—"

একটু কি ভাবিতে ভাবিতে নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "কিন্তু এটাও ত তোমাকে ভাবতে হয়, বিবাহ ওকে করেছ—cultured refined familyর মেয়ে—delicately brought up—আর সেই ভাবেই পাঁচ-ছ'বছর ওকে রেখেছ। এখন হঠাৎ তাকে এই অবস্থার মধ্যে যদি এনে ফেল—"

"অবস্থা এ রকম হ'লে আর উপায় কি? স্বামীর অবস্থা যখন যেমন হবে, তার সঙ্গে মানিয়েই ত স্ত্রীকে চলতে হবে।"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু অবস্থাটা এ রকম কেন হ'ল? ভাল চাকরী-বাকরী করতে, অত বড় মান-মর্য্যাদায় ছিলে। হঠাৎ [illegible] ছুড়ে দিয়ে এই বাদায় যে চাষ করতে চ'লে এলে—কেন? [illegible] একটা বিপদে প'ড়ে এখানে এসে তোমাকে আশ্রয় নিতে হয়নি? [illegible]

হ'লে সে কথা ছিল আলাদা। আপত্তি ওর কিছু হ'তেই পার্‌ত না। মরুক বাঁচুক, এইখেনে তোমার কাছে এসে থাক্‌তে হ'ত।"

"তাই যদি পার্‌ত, এখনই বা কেন পার্‌বে না? আমার কাযের কর্ত্তা আমি। একটা কায ছেড়ে নতুন ধরণের আর একটা কাযে যদি আমি যাই—"

"না, স্বেচ্ছায় তা তুমি যেতে পার না। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার রয়েছে, তাদের কথাটাও ভাবতে হয়। যখন যেখানে খুসী—যে কোনও দুঃখক্লেশে তাদের টেনে নিয়ে ফেল্‌বে, পুরুষমানুষ ব'লে কি কাযের কর্ত্তা ব'লে এ অধিকারও সত্যি কারও থাক্‌তে পারে না।"

কিরণ উত্তর করিল, "স্ত্রীপুত্র-পরিবার আছে ব'লে যে কোনও একটা যায়গায়, বিশেষ একটা অবস্থায়, চিরকাল কাউকে বাঁধা থাক্‌তেই হবে—ভাল লাগুক কি না লাগুক—এমন কথাও হ'তে পারে না। তার নিজেরও সুখ-দুঃখের বিবেচনা একটা আছে।"

"আছে। কিন্তু কি এমন দুঃখে সেখানে ছিলে? হাঁ, ও যায়গা ভাল না লাগত, অন্য কোথাও ঐ রকম—কি না হয় ওরা সুখে থাক্‌তে পারে, এই রকম আর কোনও কাযে তুমি যেতে। কিন্তু এ তুমি কি একটা যায়গায় কি কাযে এসেছ? আর এসেছ ত রাগ ক'রে কেবল ওকে জব্দ করবে ব'লে?"

"কেন এসেছি, সব ত জানেন।"

"জানি। না হয় একটা ভুল-ত্রুটি ওর হয়েছিলই। তা বিয়ে করেছিলে, একটা অপরাধ কি ওর ক্ষমা কর্‌তে নেই? একেবারে এত বড় একটা শাস্তিই তার জন্যে ওকে দিতে হয়? আমরাও ত ছিলাম, [illegible] একটা কিছু ক'রে দিতে পার্‌তাম না? তা কাউকে কিছু না ব'ল্লে, মীমাংসা একটা কিছু হ'তে পারে না পারে, কিছু না দেখে,

অম্‌নি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তুমি চ'লে এলে এমন একটা যায়গায় যে ও এসে তোমার এই সংসারে দুটি দিন না থাক্‌তে পারে। যেন একদম ত্যাগই ওকে করতে চাও। আর সেই মতলব ক'রেই চ'লে এসেছ।"

কিরণ নীরব। তিলোত্তমা কহিলেন, "আর সেই ত্যাগ যে করবে কাকে করবে? হাঁ, ও পরের মেয়ে—কাল বিয়ে করেছিলে, আজ যদি দরদটা এমন গিয়েই থাকে—তবু দুটি ছেলে ত ওর পেটে হয়েছে? দরদটা কাটিয়ে তাদের ত্যাগ করতে পার?"

ধীর স্বরে কিরণ উত্তর করিল, "ত্যাগ ত আমি কাউকে করতে চাইনি।"

"না, স্পষ্ট ঠিক ও-কথাটা বলনি। কিন্তু এখানে এই বাদাবনে এসে কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তে যে বলছ, এটা জেনেই ত বল্‌ছ, ও তা পারবে না। তবু যদি, উনি যা বল্‌ছিলেন, বড় রকমের একটা কিছু করতে, আর লোকজন নিয়ে বাংলো-টাংলো একটা ক'রে থাক্‌তে—আশা ত করেছিলাম, তেম্‌নিই বুঝি একটা কিছু করেছ।"

"সেটা এখানে সম্ভবই হ'তে পারে না। আর অত বড় একটা আশা করতে পারেন, এমন কোনও আভাসও বোধ হয় আমার চিঠিতে পাননি।"

"কিন্তু—শরীরটা ওর এই রকম, সেটাও ত তোমার ভাবতে হয়। সত্যি কি আস্ত ধ'রে গলা টিপে ওকে মেরে ফেল্‌তে চাও?"

"আপাততঃ—শরীর যদ্দিন ভাল না হয়—কল্‌কেতায় বরং থাক্‌তে পারে। মাঝে মাঝে আমি গিয়ে দেখে আস্‌ব।"

মুখ ফিরাইয়া আরক্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া বরুণা তখন কহিল, "না, আমি এইখেনেই থাক্‌ব। মরতেই যদি হয়, এইখেনেই ম... আর কোথাও যাব না!"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া দাঁতে দুটি ঠোঁট কামড়াইয়া কিরণ মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। বরুণা সেটা লক্ষ্যও করিল।

হারু তখন আলোটি হাতে করিয়া উপরে নদীর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কিরণ কহিল, "রাত্তিরে আপনাদের জন্যে লুচি ক'রে পাঠাতে বলব ?"

চক্ষু মুছিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "তা বল্‌তে পার। কিন্তু অত হাঙ্গামা কে কর্‌বে ?"

কিরণ কহিল, "লোক আছে। অসুবিধে কিছু হবে না।"

বরুণা কেমন একটা তীব্রদৃষ্টিতে চাহিল। নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "হাঁ, ঐ ছেলে দুটি আছে—দেখলাম কাযকর্ম্মে বেশ চটপটে বটে! তা ওরা খাবার-টাবারও তৈরী কর্‌তে পারে ?"

"পারে।"

উঠিয়া কিরণ একটি জানালার কাছে গিয়া কি করিতে হইবে হারুকে বলিয়া দিল।

একটু চাপা স্বরে বরুণা মাকে কহিল, "গোটা কত কথা আমি বলব। তোমরা একটু বাইরে গিয়ে ব'স না, মা ?"

তিলোত্তমা ও নীলাম্বর বাবু উঠিয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। লখিয়াও জিমকে কোলে লইয়া উঠিয়া বাহিরে গেল। টমও উঠিয়া দাঁড়াইল ; এদিক ওদিক একবার চাহিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বরুণা কহিল, "তুমি লিখেছিলে, ইচ্ছে হ'লে এইখেনে এসে আমি থাক্‌তে পারি—"

"হাঁ।"

"[illegible]ন, কি [illegible]নে ক'রে লিখেছিলে, তুমিই জান। হয় ত ভেবেছিলে, না ব[illegible]কম কিছু একটা লেখা তোমার উচিত—"

"হাঁ, উচিত ত ছুশোবার।"

"শুধুই উচিত! কিন্তু মনে মনে এটা বোধ হয় চাওনি যে, এখানে এসে আমি থাকি। আর এটাও বোধ হয় ভাবনি যে, সত্যি আমি আস্‌ব।"

"এ কথা কেন বল্‌ছ? আমি ত—"

"না, মুখে স্পষ্ট ক'রে সে কথাটা বল্‌ছ না। কিন্তু বেশ বুঝতে পার্‌ছি, আমি যে এসেছি—এটা—এটা"—ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল।

কিরণের বড় ছুঃখ হইল। কাছে গিয়া বরুণার পিঠে হাতখানি রাখিল। স্বামীর বুকে মুখখানি রাখিয়া বরুণা কতকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে কহিল, "কেন, কেন এত বড় শাস্তি আমাকে দিলে? নিজেকেও এমন ক'রে ডোবালে? অন্যায় একটা করেছিলাম,—হাঁ, খুবই অন্যায়। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ—মনের জ্বালায় পাগল হয়ে যা-ই ক'রে থাকি—ক্ষমা কি করতে পার্‌তে না? তেমন ক'রে একটু বোঝালে কি সত্যিই আমি বুঝতাম না? চ'লে এলে যেন জন্মের মত আমার খোরপোষটা সব বুঝিয়ে দিয়ে—"

কিরণ কহিল, "সেটাও ত আমাকে করতে হয়, বরুণ, যদি না আমার নতুন এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে আমার কাছে এসে থাক্‌তে তুমি পার।"

"এই অবস্থাটা ত নিজেই সৃষ্টি ক'রে নিলে—যেন—যেন এত বড় একটা শাস্তি আমাকে দেবে তাই।"

"তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে নয় বরুণ, নিজের গরজেই চ'লে আস্‌তে হ'ল।"

"নিজের গরজ—সেও ত—সেও ত—আমি অত বড় একটা শাস্তি

তোমার ঘটাচ্ছিলাম—সত্যি একেবারেই অতিষ্ঠ করেই তোমাকে তুলেছিলাম—তাই—"

"থাক্ ও-কথা, বরুণ। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর—"

"কিন্তু ফিরে কি সত্যিই যাবে না? যেতে চাওই না? না, ফিরে চল,—সব অপরাধ আমার ক্ষমা কর। তোমার রোজগারের টাকা যা খুসী তোমার ক'রো—যাকে যা খুসী দিও। কথাটিও আমি কব না। যে ভাবে থাক্‌তে বল, তাই থাক্‌ব; কোনও অশান্তি তোমার কখনও ঘটাব না। বল—বল—যাবে?"

বুকে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রাখিয়া স্বামীর গলাটি বরুণা জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "এত বড় একটা শাস্তি—না, শাস্তি কেবল আমার নয়—অপরাধ করেছি—শাস্তি আমি মাথায় তুলে নিতাম—সইতে না পারতাম—মরেই বরং পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তাম! কিন্তু তোমার এই শাস্তি, আর তার কারণ হলাম আমি—"

"না, না, বরুণ, ও-ভেবে দুঃখু পেও না কিছু। শাস্তি হ'লে যা হবার তোমারই হয়েছে, আমার কিছুই হয় নি। বরং এখনকার নতুন এই জীবনটাকে ভগবানের বড় আশীর্ব্বাদ বলেই মনে কর্‌ছি।"

"আশীর্ব্বাদ! আশী—র্ব্বাদ? কেন? কিসে এটা একটা আশীর্ব্বাদই বা তোমার হ'ল?"

চক্ষু মুছিয়া বরুণা কেমন একটা বিস্মিত চকিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল।

কিরণ কহিল, "যদি থাক্‌তেই পার, আর সত্যি মনটা তোমার ফেরে, বুঝতে পারবে, কেন এটাকে আশীর্ব্বাদ বল্‌ছি।"

... বুঝতে পারছিনি। তবে থাক্‌তেই আমাকে হবে, ফিরে যদি তুমি

"ফিরে আমি যেতে পার্‌ব না, বরুণ।"

"জান্‌তাম—যখন এসেছিলাম,—ওঁরা যা-ই বলুন—আমি জান্‌তাম—ফেরাতে তোমাকে পার্‌ব না। পাষাণ তুমি, আর কারও কোনও দুঃখ বুঝবে না। থাক্‌ব ব'লে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম—"

"বেশ, তবে থাক।"

"থাক—কিন্তু কথাটা যেন মনে-প্রাণে বল্‌ছ না। যেন—যেন—"

"আর কিছু নয়, বরুণ। তবে—তবে—আশঙ্কা হচ্ছে—বড্ড অসুবিধে তোমার হবে—ক্লেশও অনেক পাবে। অভ্যেস ত এ রকম কিছু নেই। আরও শরীরটা ভাল নয়—"

"তবু ত ফিরে যেতে তুমি চাইছ না। বাধ্য ক'রে এইখেনেই রাখতে আমাকে চাইছ!"

"বাধ্য ক'রেও তোমাকে রাখতে চাইছি নি, বরুণ। তবে আমাকে যদি চাও, থাক্‌তে তোমাকে এইখেনেই হবে। এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তেও হবে। কারণ, যে কায সুরু করেছি, তা ছেড়ে আমি এখন কোথাও আর যেতে পারি নে। তাই বল্‌ছিলাম, শরীরটা তোমার যদ্দিন ভাল না হয়, কল্‌কেতায় গিয়ে থাক, ডাক্তার-কবরেজ দেখাও—"

"না, না, কোথাও যাব না আমি,—যেতে পার্‌বই না। কেন আমাকে ফিরিয়ে পাঠাতে চাচ্ছ? তোমার অসুবিধে হবে?"

"না—না, আমার কি আর অসুবিধে হবে? অসুবিধে যা হবে তোমার। কারণ, যেমনটা হ'লে ভাল হ'ত, তেমন কোনও আরামে তোমাকে রাখতে পার্‌ব, তার কোনও সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিনি।"

"সম্ভাবনা না থাকে নাই হবে। যে ভাবে রাখবে, তাই থাকব না থেকে উপায় কি? যেতে ত পারছিনি। আরামের জন্য ভাবনা-চিন্তা

—তবে—তবে ভাবছি, শরীরটা যদি একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে—তা পড়ে পড়ুক, মরণ হ'লেও এখন বাঁচতাম। তোমারও নিষ্কৃতি হ'ত।"

"ছি! ও কথা কেন বল্‌ছ, বরুণ?" বলিয়া বরুণার পিঠে কিরণ হাতখানি রাখিল। হাত সরাইয়া দিয়া বরুণা একটু সরিয়া বসিল। নীরবে একটুকাল কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "টাকা কি সত্যিই সবে ওই দুই হাজার তোমার সম্বল?"

"তাই ত ছিল। কিন্তু এখন—"

"কি, আরও পেয়েছ? হাঁ, আমারও সেটা মনে হচ্ছিল—"

"মনে হচ্ছিল! কিসে—কিসে মনে হচ্ছিল?"

"যাতেই হোক, হচ্ছিল। টাকা কোথায় পেলে?"

একটু কাল নীরব থাকিয়া কিরণ শেষে কহিল, "দেশে ওদের জন্যে যেটা পাঠিয়েছিলাম—"

"হাঁ, জানি, সেইটে আবার ফেরত নিয়েছ। আর আমি—আমি—আমাকে এতগুলো টাকা দিয়েছিলে—সেটা তোমার পরের টাকা?"

"ফেরত আমি নিজে নিইনি বরুণ, যেচে তারাই দিয়ে দিয়েছে।"

বরুণা কহিল, "আমার টাকাও আমি যেচে দিচ্ছি, নেও; ওটা ফেরত দেও।"

"তোমার ত প্রয়োজন হ'তে পারে।"

"কিসে হবে? কেন হবে? আমি ত এইখেনেই থাক্‌ব? আলাদা অতগুলো টাকা কিসে আমার লাগবে? দরকার বরং তাদেরই হ'তে পারে—যদি আমি থাকি, আর আমাকে রাখ। বল, ফেরত দেবে?"

"[illegible], তাই দেওয়া যাবে।" একটি নিশ্বাস কিরণ ছাড়িল। কহিল, "আচ্ছা, তা হ'লে এখন উঠি, বরুণ। ওঁরাও বাইরে ব'সে রয়েছেন। যাই, না-হয় তোমাদের খাবারটা এখন পাঠিয়ে দিই।" বলিয়া কিরণ উঠিল।

"না, বসো একটু। খাবারের জন্যে এমন তাড়া কিছু নেই—" হাত ধরিয়া টানিয়া বরুণা কিরণকে বসাইল। কহিল, "রাত্তিরে এই লঞ্চেই আমাদের থাক্‌তে হবে?"

"হাঁ, সেইটেই সুবিধে হবে।"

"কেন বাড়ীতে—ঠিক কদ্দূর হবে বাড়ীটা?"

"এই কাছেই। রাত পোয়ালে বেশ দেখতেই পাবে এখান থেকে।"

"তা হ'লে নিয়েই কেন যাও না আমাদের?"

"এই রাত্তিরে—না না, রাত্তিরটা আজ থাক বরুণ। কাল দিনের বেলায় যাবে। অমন ধারা ঘর-দোরে কখনও ত থাকনি, হঠাৎ এই রাত্তিরে গিয়ে বড্ড বিশ্রী লাগবে।"

"লাগবে লাগুক, থাকতে ত ঐখেনেই হবে। একটা রাত্তিরের এইটুকু আরামে কি আর এমন রাজা হব? না, নিয়েই যাও আমাদের।"

"ওঁরা রয়েছেন। গিয়ে থাক্‌তেই পারবেন না।"

"ওঁরা বরং ছেলেদের নিয়ে এইখেনেই থাকুন। আমাকে নিয়ে যাও।"

বলিয়া হাতখানি বড় জোরে চাপিয়া ধরিল। কাঁদের উপরে মাথাটি রাখিল।

পিঠে হাত বুলাইয়া একটু আমতা আমতা করিয়া কিরণ কহিল, "সে ভাবে ত প্রস্তুত ক'রে কিছু রাখিনি—সব আলুথালু—না, আজ এইখেনেই থাক বরুণ—কাল সকালেই—"

"প্রস্তুত—তা এই রাত্তিরের ভিতর কি আর এমন প্রস্তুত ক'রে ফেল্‌বে? না না, সে সব কিচ্ছু দরকার হবে না আমার। তুমি ত থাক্‌বে; আমিও থাক্‌তে পারব। প্রস্তুত যা দরকার হয়, সকালে নিজেই বরং ক'রে নেব। না, নিয়েই যাও আমাকে। হেঁটে বেশ যেতে পারব। শরীরটা

একটু খারাপ বোধ হচ্ছিল—এখন বেশ ভালই লাগছে। চল, এখুনি যাব।"

বলিয়াই বরুণা উঠিল। টানিয়া বরুণাকে বসাইয়া কিরণ কহিল, "না না, এত ব্যস্ত কেন হচ্ছ, বরুণ? এই রাত্তিরে—সুবিধে হবে না—"

"অসুবিধেই বা কি এমন হবে? হয় হবে। এই এদ্দিন পরে তোমাকে পেলাম—ছেড়ে যে থাক্‌তে পারছিনি—"

কাঁদিয়া বরুণা স্বামীর বুকে মাথাটি রাখিয়া গলাটি দুই হাতে আবার জড়াইয়া ধরিল।—কিরণ যার-পর-নাই বিপন্ন হইয়া পড়িল। বড় দুঃখও হইল। ধীরে ধীরে বরুণার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "কি করব—লক্ষ্মীটি আমার, আজকার এই রাতটা একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক। কাল সকালেই নিয়ে যাব। যায়গাই যে আজ হবে না। লোকজন কটি আছে—"

"লোকজন! কে—কারা আছে?"

কেমন চমকিয়া মুখ তুলিয়া বরুণা চাহিল।

ঢোক গিলিয়া কিরণ কহিল, "ঐ ত বিমল আর সুপ্রকাশ রয়েছে—আরও কয়টি লোক এসেছে—এই জমি দেখতে—তা কাল সকালেই তাদের কাছারী-বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। আজ এই রাত্তির বেলায়—হঠাৎ এখন গিয়ে ত তাদের বল্‌তে পারিনে যে, না, এখুনি তোমাদের বেরুতে হবে—"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বরুণা চুপ করিয়া রহিল। কিরণও কিছুকাল মৌন থাকিয়া শেষে কহিল, "তা হ'লে এখন আসি, বরুণ।"

"এস।" বলিয়া বরুণা মুখ ফিরাইল। কিরণ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

২৯

বড় মন-মরা হইয়াই কিরণ বাড়ীতে ফিরিল। বরুণার জন্যও বড় দুঃখ হইতেছিল। আবার এই সঙ্কটে এখন কি সে করিতে পারে, ভাবিয়া তাহারও কোনও কূল-কিনারা পাইতেছিল না। ঘরে গিয়া উঠিতেই সৌদামিনী কহিলেন, "কি, কি হ'ল? কি বন্দোবস্ত করে এলি?"

"আজ রাত্তিরটা ত ওঁরা ঐখেনেই থাক্‌বেন।"

"কিন্তু রাত্তির ত পোয়াবে। তখন?"

"তখন—ওঁরা দুই এক দিন যা থাকেন, লঞ্চেই থাক্‌তে পার্‌বেন। তবে—"

"বৌকে আন্‌তে হবে। তা হ'লে থাক্‌তে এখানে সে রাজি হয়েছে?"

"হাঁ।" মুখখানি কিরণ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। গভীর একটি নিশ্বাস সৌদামিনী ত্যাগ করিলেন। একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "থাক্‌তে এখানে সে পার্‌বে?"

"থাক্‌তে যদি চায়, পার্‌তেই হবে।"

"সকালেই তবে ওদের তুলে আন্‌তে হবে?"

"সম্ভব।"

"তার পর? আমরা তখন কি কর্‌ব?"

"তাই ভাব্‌ছি—"

"ভাবছিস্? ভেবে কি কর্‌বি এখন? কাল বিকেলে খবর পেয়েছি—বিকেল গেল, রাত গেল, সারাটি দিনও আজ গেল, ভাবলি নি। এত ক'রে বলা হ'ল, কাণেও কোন কথা তুল্লি নি। এখন তুই ভাবছিস্

চিরকালই তুই এই ভুল কর্‌লি, কিরণ। সময় থাক্‌তে ভালমন্দ কিছু ভাব্‌লি নি—কেবল খেয়ালেই চল্লি।—আর তাই চ'লে চ'লে এমন সব জটা এখন পাকিয়ে ফেলেছিস্ যে, একটু ফাঁস আর কোনও দিকে চোখে দেখতে পাচ্ছিস্ নি।"

"নাঃ!"

"তা হ'লে কি কর্‌বি এখন?—এই ত রাত্তিরটুকু সময়। কোথায় নিয়ে আমাদের লুকোবি?—সকালেই যদি ওরা এসে উঠে, আর এসে আমাদের দেখে—না, না, সে হ'তেই পারে না, কিরণ। হাঁ, একা আমি থাক্‌তাম, কোনও কথা ছিল না। কিন্তু ঐ আবাগী রয়েছে—এসে দেখেই ত আগুন হয়ে যাবে। যা তা ব'কে চুলে ধরেই টেনে ওকে হয় ত বের ক'রে দেবে—"

"পাগল হয়েছ, মা! তাও কি হয় কখনও? আমার সামনে—"

"কি তুই কর্‌বি? কর্‌তে পার্‌বি কি? কর্‌তেই যদি-কিছু পার্‌বি, তা হ'লে তোরই আজ এই দশা হয়, না ওরই এই দশা হয়?"

একটু আড়ঘোমটা টানিয়া পাশের দরজার কাছে সুরবালা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চাপা স্বরে কহিল, "এই রাত্তিরেই আমরা চ'লে যেতে পারিনে, মা? একটা নৌকো-টৌকো যদি পাওয়া যেত—তাই এখন দেখলে হ'ত না?"

মাথায় হাত রাখিয়া কিরণ কতক্ষণ ভাবিল।—শেষে কহিল, "দেখছি—যেতেই তোমাদের হবে, মা! কিন্তু এই রাত্তিরে—এখন নৌকোই বা কোথায় আর ঝড়ঝাপ্টা যদি আসে—"

সৌদামিনী বলিয়া উঠিলেন,—"তা হ'লে ত সোণায় সোহাগা হবে! তখন ওদেরও এনে বাড়ীতে তুল্‌তে হবে। বাইরের ঝড় ত ভাল। ঘরে তখন যে ঝড় উঠবে—তার তাল কে সামলাবে?"

সুরবালা কহিল, "আর কোথাও যে আমরা থাকতে পারিনে? শেষে দিনের বেলায় একটা নৌকো-টৌকো দেখে—"

একটু ভাবিয়া কিরণ কহিল, "থাকবার এক জায়গা হ'তে পারে কাছারীবাড়ীতে। কিন্তু—"

সুরবালা কহিল, "ভাববার আর সময় নেই।—সেইখানেই তবে আমরা যাই, মা।"

সৌদামিনী কহিলেন, "তাই তবে বন্দেজ কর, কিরণ। রাত্তিরেই আমরা চ'লে যাই।"

"রাত্তিরে—এত তাড়া কি, মা? যেতে হয়, সকালে গেলেই হবে।"

"ঝড়ঝাপ্টা সত্যিই যদি আসে?—"

"আসে—তখন তার উপায় যা হয় করা যাবে। কাছারীবাড়ী উড়ে পুড়ে তার আগেই যাচ্ছে না।"

"আর এত বিড়ম্বনাও কপালে ছিল! কি ভাবলাম, কি হ'ল?—তা এখন ওদের খাবার-টাবারটা কি পাঠিয়ে দেবে?"

"দিক্।" বলিয়া কিরণ চৌকির উপরে শুইয়া পড়িল।

"তুই যাবিনি?"

"না, বিমল আর প্রকাশকে ডাক।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি গিয়া খাবার সব গুছাইয়া দিল। বিমল ও সুপ্রকাশ হারুর সাহায্যে সব লইয়া লঞ্চে গেল। কাছে বসিয়া কতক্ষণ কি ভাবিতে ভাবিতে সৌদামিনী ডাকিলেন, "হাঁ, কিরণ

"কি মা?"

"ভাবছিলাম কি—"

"কি, বল?"

"যাবার আগে খোকাদুটিকে এনে আমায় একবার দেখাতে পারিসনি?"

কিরণ চুপ করিয়া রহিল। সৌদামিনী কহিলেন, "সেই প্রয়াগে তোর বাড়ীতে গেলাম—মন ছিল রাগে ভরা—চোখে প'ল—ফিরেও তাকালাম না। সেই থেকে পুড়ে পুড়ে মরছি। ও-ধন ঘরে আমার চোখেও কখনও দেখব না, কোলেও করব না। এত কাছে ওরা রয়েছে—আর অম্নি চ'লে যাব, একটিবার দেখব না—এ যে বরদাস্ত কর্‌তেই আমি পারছিনি, বাবা! ইচ্ছে হচ্ছে, ছুটে যাই, গিয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরি। তা একটিবার সকালবেলায় যখন যাব—তখন—তখন—হয় ত ঘুম তাদের ভাঙ্গবে—তা একটিবারের তরে—"

সৌদামিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর্দ্র চক্ষুদুটি মুছিয়া কিরণ কহিল, "তখন—না, সম্ভব হবে না, মা। তবে দেখি—কাছারীবাড়ীতে ত তোমাদের থাক্‌তে হবে কিছুকাল—দেখি, তখন যদি পাঠাতে পারি—"

"তুই নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাস—তোর কোলে ওদের দেখে জন্মের মত আমার চক্ষুদুটি সার্থক হ'ক্!"

"দেখি।—তা অত ভাবছ কেন, মা? থাকেই যদি ওরা এখানে, এর পরে কোনও সময় এসেও ত দেখতে পাবে।"

"তাই কি আর আসা কখনও হবে, বাবা?—তবে জানি না—মতি-গতি যদি ওদের ফেরে—তা এখন ত একটিবার দেখিয়ে দে।—এত কাছে পেয়ে চোখে একটিবার না দেখেও চ'লে যাব, সে যে ভাবতেই আমি পারছিনে, বাবা!"

গভীর একটি নিশ্বাস কিরণ ত্যাগ করিল।—উত্তর কিছু করিল না।

চক্ষু মুছিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "তা এখন খাওয়া-দাওয়া কর্‌বিনি? রাত হ'ল—"

"আসুক ওরা ফিরে।"

উঠিয়া সৌদামিনী দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ওদিকে লঞ্চে গিয়া খাবার পৌছিল। প্লেটে প্লেটে টেবলে সব

পরিবেষণ করিয়া রাখা হইল। মাতার একান্ত অনুরোধে বরুণা উঠিয়া গিয়া একবার বসিল; কিন্তু আহার কিছুই একরূপ করিতে পারিল না। শেষে এক কাপ দুধ মাত্র পান করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

নানাবিধ খাদ্য; অতি সুস্বাদু দুগ্ধাদি-গব্য; আর পাকও হইয়াছিল অতি উত্তম। উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ সমীর-হিল্লোল-সেবিত বিস্তৃত নদীপথ-যাত্রার পর ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছিল। কন্যার অরুচিতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেও মহাপরিতোষে তিলোত্তমা ও নীলাম্বর বাবু সব উদরসাৎ করিতে লাগিলেন।

"এত সব রেঁধেছে, আর রেঁধেছেও খাসা! ভাল বামুন-টামুন আছে বুঝি?"

বলিয়া তিলোত্তমা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বিমল ও সুপ্রকাশ কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। সুপ্রকাশ কহিল, "আজ্ঞে না, বামুন-টামুন কেউ নেই।"

চকিতদৃষ্টিতে বরুণা চাহিল। বিমল সুপ্রকাশের কাছে ঘেঁসিয়া গায়ে একটি টিপ দিল। কিন্তু বরুণা সেটা লক্ষ্য করিল। তিলোত্তমা কহিলেন, "কে রাঁধলে তবে এত সব এমন পাকা হাতে? ও, তোমরা বুঝি?—না, তোমরাই বা এরি মধ্যে গিয়ে এত সব কি ক'রে রেঁধে আনলে?"

বিমল কহিল, "আজ্ঞে, আমাদের লোক যারা আছে, কেউ কেউ রাঁধে মন্দ নয়।—আবার কাছারীবাড়ীতে ম্যানেজার বাবুর পরিবার আছেন—দাদাকে তাঁরা খুব ভালবাসেন—খাতিরও করেন—"

"ও! তাই বল! তারাই বুঝি সব রেঁধে পাঠিয়েছে? তা বেশ রেঁধেছে। আর দুধটাও এখানকার বড় চমৎকার!"

বরুণা উঠিয়া বসিয়াছিল। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার শুইয়া পড়িল। আহারাদির পর তিলোত্তমা ও নীলাম্বর বাবু শয়ন করিলেন; বেশ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। কিন্তু বরুণার নিদ্রা একবারেই হইল না। সমস্তটা রাত্রি শুইয়া বসিয়া ছটফট করিয়া কাটাইল। দুই

একবার বাহিরে আসিয়াও দাঁড়াইল। কিছু দূরে আলো দেখা যাইতেছিল —ঐটিই তবে বাড়ী? মনে হইল, ছুটিয়া সে যায়, গিয়া দেখে, স্বামী কি করিতেছেন, আর কে ওখানে আছে, কারা আসিয়াছে।

রাত্রি-ভোরে বরুণা আর একবার বাহিরে আসিল। তখনও আলো জ্বলিতেছে। কতকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, সিঁড়িটা লাগানই ছিল; ধীরে ধীরে তীরে গিয়া উঠিল। শরীর অতি দুর্ব্বল, পা কাঁপিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, বুকটার মধ্যেও যেন ঢেঁকি পড়িতেছিল। বুক চাপিয়া ধরিয়া বরুণা চরের উপরেই বসিয়া পড়িল। নদীটি রাঙ্গাইয়া পূবের আকাশে তরুণ অরুণ মাথা তুলিতেছেন, ভোরের হাওয়াও বড় মিঠা বহিতেছিল। বরুণা একটু সুস্থ বোধ করিল; আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘর কয়খানি কতকটা স্পষ্টই তখন দেখা যাইতেছে। একটি ঘরে আলোও জ্বলিতেছে, আর মনে হইল সম্মুখের দরজাটিও খোলা। ধীরে ধীরে বরুণা সেই দরজা লক্ষ্য করিয়া চলিল। পা কাঁপিতেছে, বুক কাঁপিতেছে, কিন্তু তবু চলিল। তিলোত্তমার তখন ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, কন্যাকে না দেখিয়া ধড়মড়িয়া উঠিলেন; ব্যস্ত হইয়া জানালার কাছে আসিয়া মুখ বাহির করিলেন। দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ও মা, একলা কোথায় যাচ্ছিস, বরুণ! দাঁড়া, দাঁড়া আবাগী!"

বরুণা ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তিলোত্তমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উপরে গিয়া উঠিলেন। কন্যার হাত ধরিয়া কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্ আবাগী এই ভোরের বেলায়?"

"মনটা বড় কেমন করছে, মা। যাই—একবার গিয়ে দেখি। ঐ দেখছ না? ওই বুঝি বাড়ী।"

"তা হবে। তা একলা এই ভোর-বেলায় কোথায় গে উঠবি? রাতটা পোয়াক, ওরা সব উঠুক, কিরণ আসুক—চা-টা খেয়ে একটু সুস্থ হ—"

"উঠেছে ওরা। দেখছ না দরজা খোলা—ঘরে আলোও জ্বলছে—"

"তা হবে—হয় ত কেউ কেউ উঠেছে। হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিক। ব্যস্ত কি? কিরণ উঠে আসুক, একটু চা-টা খেয়ে সুস্থ হয়ে নে,—রাত্তিরে ত কিছুই মুখে তুলিস্ নি, ঘুমও হয়নি বোধ হয় ভাল। চোখে মুখে যেন কালি ভেঙ্গে দিয়েছে। চুলগুলো আলু-থালু—যেন সাত জন্মে চিরুণী পড়েনি। কারা নাকি এসেছে—এই ভাবে কি ক'রে গে উঠবি? ঘর ভ'রে হয় ত তারা কেউ কেউ শুয়েই প'ড়ে রয়েছে—"

"কারা এসেছে মা?"

"সে কি আর আমি জানি, মা? তোকেই ত ব'লে গেল। তুই আয়, এখন ফিরে আয়। চোখে মুখে জল দে। কাপড়টা ছাড়; লখিয়া মাথাটা আঁচড়ে চুলগুলো ঠিক ক'রে দিক।—ওরা এসে চা ক'রে দিক, খেয়ে একটু সুস্থ হ—কিরণ নিজেই ত এসে তখন তোকে নিয়ে যাবে—"

মাথা নাড়িয়া বরুণা কহিল, "না মা, উঠে এদ্দূর এসেছি, গিয়ে একবার দেখেই না হয় আসি। তুমিও চল না?"

নিজের দেহের দিকেও চকিতে একটিবার দৃষ্টিপাত করিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "ও মা, ঘুম থেকে কেবল এই উঠলাম—এই ভাবে অমনি গিয়ে উঠব, বলিস কি? আবার কারা নাকি এসেছে।"

"কি হয়েছে আর এমন তায়? আমি যদি পারি, তুমি পারবে না? না, চল যাই, দেখে একবার আসি। ঐ যে উনিও দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। চল।"

কি একটা উত্তেজনার বশে শরীরেও তখন যেন বরুণার কেমন একটা বল আসিল। মার হাত ধরিয়া এক রকম হিড় হিড় করিয়া টানিয়াই তাঁহাকে লইয়া চলিল। কিরণ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নামিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল।

"এই যে, আসুন। এই ভোরবেলায় আপনারা এই ভাবে অমনি চ'লে এসেছেন! তা এ দিকে একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে দিনের বেলায় আমিই তাঁ'গিয়ে নিয়ে আসতাম—"

তিলোত্তমা কহিলেন, "কি করব, বাবা? ঘুম ভেঙ্গে দেখি, বরুণা বিছানায় নেই। বাইরে চেয়ে দেখি, একাই চ'লে আসছে—কখন উঠে এসেছে, টেরও পাইনি। কি করব? ছুটে বেরোলাম—"

বরুণার দিকে চাহিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কিরণ কহিল, "অত ব্যস্ত কেন হয়েছ, বরুণা? এদিকে সব ঠিক-ঠাক্ ক'রে আমি গিয়ে নিয়ে আসব, এইটুকু তর সইল না?"

শরীরটা তখন আবার বরুণার কাঁপিতেছিল। কাছে ঘেঁসিয়া মাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া অভিমানবিক্ষুব্ধ ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "থাক্‌তে পারলাম না। রাত্তিরেই ত আসতে চেয়েছিলাম, তুমি আন্‌লে না। রাত পোয়াল, থাক্‌তেই আর পারলাম না—"

বরুণা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। একটা দম লইয়া কিরণও মুহূর্তে কঠোর সংকল্পে মন বাঁধিয়া ফেলিল। চোখে মুখেও একটা দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এসেছ,—তা বেশ—এস, ঘরে এস।—মা!"

চমকিয়া বরুণা, হাতখানি বাড়াইয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। তিলোত্তমাও একবার চমকিয়া কেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। ঈষৎ স্ফুরিত অধরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

সৌদামিনী বাহির হইয়া কহিলেন, "আসুন! আমি কিরণের মা। এস মা, এস, ঘরে এস!"

বলিয়া বধূর হাতখানি ধরিলেন। নিঃশব্দে তিলোত্তমা কন্যাকে লইয়া সৌদামিনীর পশ্চাতে ঘরে গিয়া উঠিলেন।

"বসুন, এই চৌকির ওপর বসুন। ব'সো মা, ব'সো! কাঁপছ—ভয় কি? ব'সো।"

হাত ধরিয়া কম্পিতা বধূকে সৌদামিনী বসাইলেন। তিলোত্তমাও বসিয়া বাহুবেষ্টনে বরুণাকে জড়াইয়া ধরিলেন। নিমীলিত নেত্রে মাথাটি বরুণা মায়ের কাঁধের উপরে রাখিল। মুখ তুলিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "আপনিই কিরণের মা?"

"হাঁ বোন, আমিই কিরণের মা।"

"আপনারা বুঝি এইখেনেই আছেন?"

"না। সবে এসেছি, এই দু'তিন দিন হ'ল। শুনলাম, চাকরী ছেড়ে কিরণ চ'লে এসেছে, একা এই বাসায় এসে রয়েছে। তাই একবার দেখতে ওকে এসেছি।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তা এসেছেন—ছেলের এই সংসার—ঠিক আপনাদের মতই তৈরী ক'রে রাখা হয়েছে দেখছি।—তা হ'লে থেকেই বোধ হয় যাবেন একেবারে?"

একটু ভ্রূকুটি সৌদামিনীর ললাটেও দেখা দিল। মুখখানিও কিছু কঠোর হইয়া উঠিল। কহিলেন, "তা তৈরী যেমনই ক'রে নিক, ছেলের সংসার—আমি মা—আমারই সংসার। থাকতে যদি চাই-ই, বের ক'রে ত দিতে পারে না।"

"কিন্তু ছেলের একটা সংসার আগেও ত ছিল—"

"ছিল। কিন্তু যেতেও চাইনি, থাকতেও গিয়ে চাইনি। যদি

চাইতাম, গিয়ে উঠতাম, ঘাড়ে ধ'রে কেউ আমাকে বের ক'রে দিতে পারত ?"

"ঘাড়ে ধ'রে বের ক'রে কেউ না দিক, ছেলের সংসার ব'লেই সব অবস্থায় সব রকম সেই সংসারে মায়েদের এই দাবী আছে কি না, চলে কি না, জানি না। আইন আদালতও সেটা মানবে কি না সন্দেহ।"

একটু হাসিয়া সৌদামিনী উত্তর করিলেন, "আইন আদালতের ধার কিছু ধারিনি, দিদি। তবে ছেলে যদি ছেলেই হয়, মায়েদের এ দাবী সব অবস্থায় তার সব রকম সংসারেই চলে।"

"হাঁ, ছেলে এখন ছেলেই হয়েছে, আর তাই বুঝি মায়ের সেই দাবী নিয়েই এসে উঠেছেন তার এই সংসারে ?"

বরুণা একটু ছটফট করিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া মাকে কি বলিতে যাইবে, কিরণ তখন বলিয়া উঠিল, "ছেলে আমি ছেলে যদি হ'তেই পেরে থাকি, সেটা আমার গৌরবের বই অগৌরবের কথা কিছু নয়। আর ইচ্ছে হ'লে আমার মা এ সংসারে এসে থাকতেও পারেন তার কর্ত্রী হয়ে।"

কিছু রুখিয়া তিলোত্তমা উত্তর করিলেন "না, কর্ত্রী হয়ে নয়।—কর্ত্রী এ সংসারের বরুণা, যদি সে থাকেই এখানে। আর তখন তার অনুমোদন হ'লেই উনি থাকতে এসে পারেন মাঝে মাঝে।"

একটু হাসিয়া কিরণ কহিল, "সেটা ও দেশের রীতি, এ দেশের নয়। এ দেশে মা-ই সংসারের কর্ত্রী যত দিন না স্বেচ্ছায় তিনি বউএর হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দেন। আর দিলেও বউকে মায়ের একটা কর্তৃত্ব সব বিষয়ে মেনেই চলতে হয়।"

সুর আরও চড়াইয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "হ'তে পারে। কিন্তু বরুণাকে বিয়ে করেছিলে এ কড়ারে নয় যে শাশুড়ীর বাঁদী হয়ে এসে তোমার সংসারে সে থাকবে। এইটেই আমরা বরং জানতাম—"

কিরণ কি বলিতে যাইতেছিল,—হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "ও সব কথা আর কেন তুল্‌ছেন, দিদি? মিছে কেবল একটা অশান্তিরই সৃষ্টি হচ্ছে।—কোনও দাবী-দাওয়া নিয়ে থাক্‌তে আমি এখানে আসিই নি। এসেছিলাম চোখে একটিবার ওকে দেখতে, এখুনি আবার দেশে ফিরে যাচ্ছি। যাবার উদ্যোগই করছিলাম। হঠাৎ এই সকালবেলায় যদি আপনারা না এসে পড়তেন, আমাদের দেখতেই আদবে পেতেন না।"

"আমাদের! আমাদের মানে?"

চকিত দৃষ্টিতে বরুণাও মুখ তুলিয়া চাহিল। মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিতে উঠিতে হঠাৎ কেমন পাংশু হইয়া গেল। কিরণ ঠোঁটে কামড় দিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। একটু থতমত খাইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে আমার আছে। আর ঐ বউটি—তাকেও ত একা বাড়ীতে ফেলে আসতে পারিনে—"

"ও—তাই—তাই—সত্যিই তবে! তাই আমার মনে হচ্ছিল! তাই রাত ভ'রে ভাবছিলাম! তাই রেতে যখন আসতে চাইলাম—তখন—তখন—ওঃ! মা—মা! মা গো!" বলিতে বলিতে বুকে দুটি হাত চাপা দিয়া মায়ের গায়ের উপরে বরুণা ঢলিয়া পড়িল।

"বরুণ! বরুণ! মা আমার!"

তিলোত্তমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিরণ ত্রস্তভাবে কাছে আসিয়া বরুণাকে চৌকির উপরে শোয়াইয়া দিল।—সৌদামিনী দ্রুত এক ঘটি জল লইয়া আসিয়া মাথায় চোখে মুখে ঝাপ্টা দিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন।

নীলাম্বর বাবু তখন দরজায় আসিয়া উঠিলেন। সৌদামিনী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া এক দিকে কতটুকু সরিয়া বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "কি; কি হয়েছে? হঠাৎ না

ব'লে ক'য়ে তোমরা চ'লে এলে—তা—কি—হয়েছে? বরুণ—বরুণ! বরুণ!"

কন্যার কাছে আসিয়া নীলাম্বর বাবু বসিয়া পড়িলেন। পাশের দিকের দরজার আড়ালেই সুরবালা দাঁড়াইয়াছিল, ফাঁক করিয়া একটু চাহিয়া দেখিয়াই আবার সরিয়া গেল। তিলোত্তমার চোখে তাহা পড়িল। অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যান যান! স'রে যান—স'রে যান আপনি! অত আর মায়া দেখাতে হবে না! ম'রে গেলেই ত আপনারা বাঁচেন? রাক্ষসী মায়া—চোখের চাউনিতে, নাকের নিশ্বাসে, গায়ের আঁচেই বাছা আমার এখুনি ম'রে যাবে। যান যান! স'রে যান!"

পুত্রের হাতে পাখাখানি দিয়া সৌদামিনী উঠিয়া গিয়া ঘরের একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

অতি বিস্ময়ে এদিক ওদিক একবার চাহিয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "বলি, কি হয়েছে ব্যাপারটা? এই ত ঘরদোরের অবস্থা। রাত না পোয়াতেই হঠাৎ অমনি ওকে নিয়ে এলে—মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে, পড়বেই ত। তা এত রাগারাগিই বা কর্‌ছ কেন? ইনি কে?"

"জিজ্ঞাসা কর জামাইবাবুকে। আমি কিছু জানিনে।—"

"এই যে জ্ঞান ফিরে আসছে! জল—জল—হাঁ করছে, দেও ত বাবা, একটু জল ওর মুখে দেও ত চাম্‌চে ক'রে—"

চাম্‌চ কাছে ছিল না। হাতে করিয়াই একটু একটু জল কিরণ বরুণার মুখে দিল।

"বরুণ! বরুণ! মা আমার!"

মাথা নাড়িয়া বরুণা একটু সাড়া দিল। মুখে কোনও শব্দ করিল না।

সৌদামিনীর দিকে একবার তাকাইয়া নীলাম্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইনি, বাবা ?"

"আমার মা।"

"মা! তোমার মা—ও! তা উনি—"

"এসেছেন এখানে দু'তিন দিন হ'ল।"

"ও!"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "শুধু কি উনিই এসেছেন? বউটিকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা হয়েছে। বলি, সাত ডিঙ্গে সাজিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে মেয়েকে ত নিয়ে এসেছ! এই ত জামাইয়ের ঘর-বাড়ী! তাও আবার সতীন এসে আগেই দখল ক'রে বসেছে।"

"সতীন!" হাঁ করিয়া কেমন হতভম্বের ন্যায় নীলাম্বর বাবু চাহিলেন।

"হাঁ হাঁ, সতীন! সতীন! কেন, গাঁয়ে একটা বউ ছিল, ভুলেই গেলে? সুযোগ দেখে মা-ঠাকরুণ আগেই তাকে নিয়ে এসে রাজপুরী দখল ক'রে বসেছেন। বলিনি তখন, এই মতলব ক'রেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে পয়দা হয়েছে? মা-মাগীও ছিল ওৎ পেতে—ফাঁক পেয়ে অমনি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে! দু'জনে আগে থেকে একটা যোগসাজস করেই যে এটা ঘটায় নি, তাই বা কে জানে?"

"কিরণ!"

"আজ্ঞে করুন।"

কিরণ তখন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; রুদ্ধক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। অতি আয়াসে ক্রোধবেগ সংযত করিয়া এই উত্তরটুকু করিল।

"তা এই অভিপ্রায়ই যদি তোমাদের ছিল, তবে এদ্দূর থেকে অপমান করবার জন্যে আমাদের না আনালেই ত হ'ত?"

কিরণ উত্তর করিল, "আজ্ঞে, অভিপ্রায় আমাদের কিছুই ছিল না। অনর্থক অপমান করতেও কাউকে চাইনি। অপমান আপনারাই বরং আমার মাকে আজ যথেষ্ট করছেন—আমারই এই বাড়ীতে এসে!"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "অপমান! কি অপমান তোমার বাড়ীতে এসে তোমার মাকে করেছি আমরা? কি এমন বলেছি? উনিই বলুন না, দাঁড়িয়ে রয়েছেন—বলুন না, কি অপমান ওঁকে করেছি?"

একটু চাপাস্বরে সৌদামিনী কহিলেন, "না না, অপমান আর কি হয়েছে? আপনারা এসেছেন—পরম ভাগ্যি আমার। তা মাফ করুন দিদি, ছেলেমানুষ, ওর কথা গায়ে তুলে কিছু নেবেন না।"

"অপমান! অপমান বরং তুমিই আমাদের করছ, এই কথা ব'লে!" সৌদামিনীর কথায় কর্ণপাতও না করিয়া এই বলিয়া তিলোত্তমা সরোষ-নেত্রে জামাতার দিকে চাহিলেন; বলিতে লাগিলেন, "এখানে এনে অপমান দূর করবার সে ত করেছই, তার উপরে আবার এই সব কথা! অপমান করেছি আমরা? ক'রেই যদি থাকি, বেশ করেছি! এতই যদি মান-অপমানের হিসেব ছিল, কেন ওঁদের আনিয়েছ এখানে?"

কিরণ কহিল, "আমার মা উনি, আমার বাড়ী ওঁরই বাড়ী। আনাবার না আনাবার কর্ত্তা আমি নই। যখন খুসি উনি আসতে পারেন, এসে থাকতেও পারেন।"

"উনি না হয়, না, মেনেই নিলাম, আসতেও পারেন, থাকতেও পারেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে ক'রে যেটিকে এনেছেন?"

"সেও আমার স্ত্রী।"

"স্ত্রী!"

"হাঁ, বিবাহ করেছিলাম; স্ত্রীই বটে!"

"আর বরুণা?"

"সেও স্ত্রী ; বিবাহ তাকেও করেছিলাম।"

"বল্‌তে চাও দুইটি স্ত্রী তোমার ?"

"কথাটা সত্য ত বটে। বল্‌তেই বা হবে কেন ?"

"বটে! তবে—তবে—বল্‌তে চাও, দুই স্ত্রী নিয়েই তুমি সংসার করবে ? আর বাদাবনে এই কুঁড়ে-ঘরে বরুণা এখন সতীনের বাঁদীপণা এসে করবে ? আর তাই তুমি তাকে এখানে আনিয়েছ ? হতভাগা পাজি ছোট লোকের ছেলে! কি ভেবেছ তুমি ? বরুণা তোমার কেনা বাঁদী ?"

ক্রোধের আবেগে অগ্নিবর্ণ মুখে তিলোত্তমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে বসাইয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "আঃ! থাম—থাম! ব'সো! একটু ঠাণ্ডা হও!"

"না! পারছি নি—পারছি নি! কিছুতেই সহ্য করতে আর পারছি নি। চল—চল! এখুনি আমাদের নিয়ে চল! সোণার প্রতিমে নিয়ে এসেছিলাম—নদীর জলে ওকে বিসর্জ্জন দিয়ে যাব, তবু—তবু এই বাদাবনে সতীনের ঘরে—"

ফুক্‌রাইয়া তিলোত্তমা কাঁদিয়া উঠিলেন। বরুণাও তখন উঠিয়া বসিয়াছিল। দুই হাতে মায়ের গলাটি জড়াইয়া ধরিল। মায়ে-ঝিয়ে পরস্পরের গলা ধরিয়া কখনও নীরবে, কখনও বা একটু ফুক্‌রাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "তা হ'লে কি করতে চাও, বাবা ? হাঁ, বিবাহ দুইটিকেই করেছ—উচিত কি অনুচিত যাই হয়ে থাক—করেছ এটা সত্যই বটে। তা—দুই জনকেই কি এখন স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে চাও ?"

"অস্বীকারই বা কি ক'রে করব ?"

"না, ঠিক অস্বীকার হয় ত না করতে পার। কিন্তু তাই ব'লে এটাও কি সম্ভব যে দুই জনকে এক বাড়ীতে এক সংসারে রেখে—"

"এক বাড়ীতে এক সংসারে রাখা সম্ভব না হক্, দুই জনকে দুই বাড়ীতে দুই সংসারে রাখতে অবশ্য পারি।"

"তা হ'লে তাই তোমার অভিপ্রায়? আর মনে কর, বরুণা অম্‌নি সেই ব্যবস্থাটা মাথা পেতে নেবে?"

"না, তা নেবে না জানি। আর সে রকম অভিপ্রায়ও সত্যি আমার কিছু নেই।"

"তবে?"

"তবে—কি বল্‌তে চান?"

"তবে—বরুণাকে যদি আসতে লিখেছিলে, ওদের আবার আনিয়েছ কেন? অবশ্য তোমার মাকে কোনও অমর্য্যাদা আমি করতে চাইনে। কিন্তু তোমার কি ওঁদের আনা উচিত হয়েছে, বরুণা আসতে পারে এটা জেনেও?"

"আগেই বলা হয়েছে, ওঁদের আমি আনিনি এখানে। আপনারাই এসেছেন, আর আসতেও পারেন।"

"হাঁ, উনি আসতে পারেন বই কি। কিন্তু ঐ বউটি—"

"সেও আসতে পারে, যদি ইচ্ছা হয়। বিবাহিতা স্ত্রী ত বটে।"

নীলাম্বর বাবু ভ্রূকুটি করিলেন। কহিলেন, "বেশ, এসেছে, থাক্, ওরাই থাক এখানে। আমরা বিদায় হই। মিছে এই ক্লেশটা না দিলেই পারতে।"

সৌদামিনী কহিলেন, "থাক্‌ব ব'লে আমরা আসিনি। আমার সে বউমাও থাক্‌বে না, থাক্‌তে চায়ও না। আসতেও সে চায় নি। আমিই নিয়ে এসেছিলাম জোর ক'রে। একা বাড়ীতে কার কাছে ফেলে রেখে

আসব, তাই। তা এখুনি আমরা চ'লে যাচ্ছি। যাচ্ছিলামই—এরই মধ্যে ওঁরা এসে পড়লেন—"

মুখ তুলিয়া তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "এসেছি ত আমরা কাল। আসব, তা পরশুই চিঠিতে খবর এসেছিল। যাবেনই যদি, খবর পেয়ে তখনই কেন যান নি? ওই বা কেন পাঠায় নি? কেন আমাদের এসে দেখতে হ'ল যে, ঐ বউ নিয়ে আপনি এসে রয়েছেন?—মুখের ভালমানুষী! আসলে মতলব ত এই যে, আমরা এসে দেখি, আর অমনি চ'টে ম'টে পথ খোলসা ক'রে দিয়ে চ'লে যাই!"

"না দিদি, সে রকম মতলব আমাদের কিছু ছিল না। তবে যাওয়া—ঘ'টে উঠেনি—কি করব?"

"ঘটে ওঠেনি—কেন? কেন ওঠেনি? বেশ, না উঠে থাকে, এখুনি তবে উঠুক। যাবেন? যাচ্ছিলেন? বেশ, তবে যান,—এখুনি এই মুহূর্তে আমাদের সাম্‌নে এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান!"

মুখখানি সৌদামিনীর লাল হইয়া উঠিল। কিরণও কঠোর ভ্রূকুটি করিল। গম্ভীর দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার সামনে আমার মাকে আমার বাড়ী থেকে এইভাবে দূর ক'রে দেবেন—না, সে অধিকার আপনার নেই! না, তা হ'লে আমিও বল্‌ছি, ওঁরা যাবেন না, যেতে আমি দেব না! যাবেন—যেতে হয়—পরে, যখন আমি পাঠাব, কি যখন ওঁদের ইচ্ছে হয়। কিন্তু আজ নয়!"

চক্ষু মুছিয়া বরুণা তখন কহিল, "মাফ কর। রাগের বশে বড় অন্যায় কথাই মা ব'লে ফেলেছেন। কিন্তু আমি—আমি জান্‌তে চাই—সত্যি তুমি কি চাও?"

"কি চাই—তার মানে?"

একটু ভ্রূকুটি বরুণার ললাটে দেখা দিল। একটু চাপিয়া থাকিয়া

আনত মুখে কহিল, "চাকরী ছেড়ে কেন কি ভেবে তুমি এসেছিলে, তুমিই জান। তবে আমাকে লিখেছিলে এইখেনে এসে যদি থাকতে চাই, তবে আসতে পারি—"

স্বর একটু কম্পিত হইয়া উঠিল। বলিতে বলিতে বরুণা চুপ করিল। একটি নিশ্বাস চাপিয়া কিরণ উত্তর করিল, "হাঁ, তাই লিখেছিলাম বটে।"

তীব্র একটা অভিমানের বেদনা বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। অতি আয়াসে আপনাকে সংবত করিয়া বরুণা কহিল, "লিখেছিলে, তাই এসেছিলাম। তোমাকে ফিরিয়ে নিতে পারব, এ ভরসা আমি বড় করিনি। তবে এই ভরসা অবিশ্যি ছিল, যদি আমি আসি আর থাক্‌তে পারি, তবে ঠাঁই আমার তোমার এ বাড়ীতে হবে।"

"নিশ্চয়ই হবে।—এসেছ,—যদি থাক, থাক্‌তে পার, ঠাঁই আমার এ সংসারে তোমারই হবে।"

"কিন্তু—"

স্খলিত কণ্ঠে এইমাত্র বলিয়াই বাষ্পার্দ্রনেত্র আরক্ত মুখখানি বরুণা পাশের দিকে ফিরাইয়া লইল।—কিরণ কহিল, "সব ত শুনেছ বরুণা—তবে বিশ্বাস করবে কি না, করছ কি না, জানি না। আমি ওঁদের আনাইনি, নিজেরাই এসেছেন, থাকবেন বলেও আসেননি। দু'চার দিন হয় ত আরও থাক্‌তেন। কিন্তু তোমরা এসেছ দেখে আজ এই এখুনি ফিরে চ'লে যাচ্ছিলেন। ওঁরাও জানেন, আমিও জানি, থাক্‌তে ওঁরা পারেন না। আমিও রাখ্‌তে পারি না, যদি—যদি—তুমি থাক।"

"আর—আর—যদি না থাকি—থাক্‌তে না পারি—"

"তখন কি হবে, কি হ'তে পারে, সেটা এখনই ভাববার এমন দরকার কিছু দেখছি না। তুমি থাক—কেন পারবে না?—থাক, যথাসম্ভব সুখে রাখতেই তোমাকে চেষ্টা করব।"

"কিন্তু—তুমি—তুমি কি মনে প্রাণে সত্যিই সেটা চাও ?"

"কেন ও কথা তুলছ ?—আমি কি চাই না চাই, তা নিয়ে কোনও কথাই হ'তে পারে না। ত্যাগ একজনকে আমার করতেই হবে। সুরবালাকে পারলেও তোমাকে পারি না। কারণ, জানি, আমার এ সংসারের গৃহিণীত্বে তোমার দাবীই অনেক বড়।"

"দাবী—শুধুই দাবী—"

কাঁদিয়া অশ্রুভাসা মুখখানি বরুণা হাঁটুর উপরে রাখিল। চাহিয়া দেখিয়া কিরণ একটি নিশ্বাস ছাড়িল। বুঝিল, বড় বেদনাই বরুণা পাইয়াছে। মনে হইল, কাছে গিয়া বসিয়া বুকে তাহাকে ধরিয়া স্নেহের আদরে তাহার এই বেদনা কিছু উপশম করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইঁহাদের সম্মুখে তাহা সম্ভব নয়। একটু অগ্রসর হইয়া কি বলিতে যাইবে, তখন ভ্রূকুটিকুটিল আঁধার মুখে তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "না, কায নেই। ফিরেই আমরা চ'লে যাই। উনি চানই না যে বরুণ এখানে থাকে। সুখে রাখবেন ? কি সুখে উনি রাখবেন ? কি সুখেই বা রাখতে পারেন ? দুদিনেই ম'রে যাবে, পথ খোলসা হবে। তাই না চান ? না, কায নেই। চল, এখুনি আমরা চ'লে যাই। কি বলিস, বরুণ ? যাবি ?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বরুণা কহিল, "চল।"

থ' হইয়া নীলাম্বর বাবু বসিয়াছিলেন। মুখ তুলিয়া তখন কহিলেন, "তা হ'লে কি বল, বাবা ? সত্যিই আমরা ফিরে চ'লে যাব—বরুণাকে নিয়ে ?"

কিরণ উত্তর করিল, "কেন যাবেন, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিনি। বরুণাকে ত রাখতেই এখানে আমি চাইছি।"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "চাইছ! ঐ কি চাওয়া ? ওকে চাওয়া বলে ? চাইতে যদি, তবে অমন চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই বাদাবনে কুঁড়ে

ঘর বেঁধে এসে থাকতে না। চাইছ, কি চাইছ তুমি? নেহাৎ এড়াতে পার না, ভাল দেখায় না, আবার ছুটে এদ্দূর এসে পড়েছে—অগত্যে তাই একটা ভারবোঝার মতই ত ঘাড়ে রাখতে ওকে চাইছ। না, অমন একটা হেলা ফেলার মেয়ে ও আমাদের নয়। তোমার যতই ভারবোঝা আজ হয়ে থাক্, আমাদের ভারবোঝা ও নয়। না, সে হবে না! এই অনাদরে—এই হেলা তাচ্ছিল্যে, আরও তোমার এই বাদাবনের কুঁড়ে-ঘরে, ওকে রেখে যেতে আমরা পারব না!"

ধীর দৃঢ়স্বরে কিরণ উত্তর করিল, "কিন্তু নিয়েও যেতে পারেন না, যদি না আমি যেতে দিই!"

"কি! কি ব'ল্লে? নিয়ে যেতে পারি না? ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিলে ব'লে সত্যিই মনে কর, ও তোমার কেনা বাঁদী—যেখানে খুসী নিয়ে রাখবে, যখন যেমন খুসী ন'কড়া ছ'কড়া ওকে নিয়ে করবে, আর ওর মা-বাপ আমরা কথাটিও বলতে পারব না, তোমার হুকুম ছাড়া বেড়ী খুলে তোমার এই কয়েদখানা থেকে মুক্ত করেও ওকে নিয়ে যেতে পারব না? বলি শুনছ, একেবারে থম্ব দিয়ে হাঁ ক'রে ব'সে রয়েছ, কি ভাবছ? একটু কি মানুষের আত্মা নেই কো? ওঠ! এখুনি চল! চল, এখুনি মেয়ে নিয়ে আমরা চ'লে যাই। দেখি, ও কি ক'রে ওকে ধ'রে রাখে? ওঠ, ওঠ, বরুণা!"

বলিয়াই হাতে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া বরুণাকে টানিয়া লইয় তিলোত্তমা বাহির হইয়া পড়িলেন। নীলাম্বর বাবু ছুটিয়া আসিয়া অবি অবসন্না মূর্চ্ছিতাপ্রায় বরুণাকে দুই বাহুতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন কিরণও বাহিরে আসিয়া কঠোর স্বরে কহিল, "আপনি এ করছেন কি ক্ষেপেছেন একেবারে? না, এই অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে বরুণাকে আমা সামনে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না!"

"পার্‌ব না ? কে তুমি ? আমার মেয়েকে এই অপমানের ঘর থেকে আমি নিয়ে যাব—কে তুমি—কোন্ অধিকারে বলছ পার্‌ব না ?"

সে কে, আর কি অধিকার আছে, তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া কিরণ কহিল, "অত ব্যস্তই বা কেন হচ্ছেন ? বেশ ত, ঘরে এখন ফিরে আসুন, একটু সুস্থ হ'ক, তার পর স্বেচ্ছায় যদি যেতে চায়, যাবে। জোর ক'রে ধ'রে আমি রাখব না।"

"না, সে হবে না ! এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থাক্‌ব না ! ও পাপের ঘরে আর ওকে নিয়ে গিয়ে ঢুকব না ! স্বেচ্ছা ? ওর আবার স্বেচ্ছা অনিচ্ছা কি এখন থাক্‌তে পারে ? মাথা ওর ঠিক আছে ? কি দাগা দিয়ে ওকে আজ কি ক'রে ফেলেছ, একটু ভাবছ না ? না, সে হবে না ! এক মুহূর্ত্তও আর এখানে ওকে নিয়ে থাক্‌তে আমরা পারব না ! বলি শুনছ, পাঁজা-কোলে তুলে ওকে নিয়ে চল। পুরুষমানুষ, এতটুকু বল কি গায়ে নেই ?"

একবারে অসাড় হইয়া বরুণা পড়িয়াছিল। স্ত্রীর প্রচণ্ড হুকুমে অগত্যা নীলাম্বর বাবু কুঁথিয়া কোনওমতে বরুণাকে পাঁজা কোলে তুলিয়া লইলেন।

এ-দিক ও-দিক তিলোত্তমা একবার চাহিয়া দেখিলেন। সতীশ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বলি হাঁ৷, কে তুমি ? এগিয়ে একটু এস না, বাছা ? একা উনি পার্‌বেন না, তুমিও এসে ধর। ধরাধরি ক'রে দু'জনে ওকে নিয়ে চল না ?"

অগত্যা সতীশ আসিয়া ধরিল, দুই জনে বরুণাকে লইয়া নদীর দিকে চলিলেন। নিরুপায় হইয়া কিরণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। লঞ্চে গিয়া সকলে উঠিলেন, বরুণাকে সাবধানে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। অসাড়ভাবেই সে পড়িয়া রহিল।

কিরণ কহিল, "তা হ'লে সত্যিই এইভাবে ওকে নিয়ে আপনারা চ'লে যাবেন ?"

"যাব !"

"জানি না বরুণার চেতনা কিছু এখন আছে কি না। কিন্তু এটা জানবেন, যদি যান, চেতনা যখন ফিরে আসবে—আর বুঝবে, সত্যিই আপনারা চ'লে গিয়েছেন—বরুণা সুখী হবে না।"

"হবে! হাঁফ ছেড়েই বরং বাঁচবে যে, এই নরক থেকে তাকে তুলে নিয়ে আমরা এসেছি।"

"একটু অপেক্ষা তবে বরং করুন। একটু সুস্থ হ'ক্, দুটো কথা আমি তাকে বল্‌ব।"

"না! কিছু দরকার তার নেই। এখুনি আমরা যাব! যদি পার, পাঠাবার বন্দোবস্ত আমাদের ক'রে দেও। নইলে—সত্যি বল্‌ছি, ওকে নিয়ে এই নদীতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব!"

অগত্যা কিরণ বিমল ও সুপ্রকাশকে ডাকিয়া পাঠাইল। পথে প্রয়োজন হইতে পারে, এমন কিছু আহার-পানীয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে ইঁহাদের পাঠাইয়া দিল।

সেই দিনই দুপুরে আহারাদির পর সতীশের সঙ্গে সৌদামিনী এবং সুরবালাও দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিরণ আপত্তি কিছু করিল না। সুরবালাকে ডাকিয়া দু'টি কথাও কিছু বলিল না।

নীলাম্বর বাবুর পৈতৃক বাটী ছিল কলিকাতায়। পিতাও উচ্চপদস্থ এক জন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং কলিকাতায় বাড়ী করিয়া এইখানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। পিতৃপুরুষবর্গের গ্রাম্য ভদ্রাসন, গ্রাম্য সমাজ ও আত্মীয়-স্বজন কিছুর বা কাহারও সঙ্গেই তদবধি কোন সম্বন্ধ আর ইঁহাদের ছিল না। অন্যান্য এইরূপ সব পরিবার যেরূপ হয়, এই পরিবারটিও তেমনি স্বতন্ত্র একটি ইঙ্গবঙ্গ অথবা না ইঙ্গ না বঙ্গ—না ঘরকা না ঘাটকা—একটি পরিবার হইয়া দাঁড়াইল, দেশের মাটিতে যাহার মূল, দেশের প্রাণে যাহার প্রাণের যোগ, এতটুকুও আর ছিল না। নীলাম্বর বাবু ভারত-সরকারের দপ্তরে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; কখনও দিল্লীতে, কখনও সিমলায় থাকিতেন—ছুটী-ছাটায় মধ্যে-মধ্যে কলিকাতায়ও আসিতেন। অবসর গ্রহণের সময় নিকটবর্ত্তী; আশা করিতেছিলেন, তখন একবারে কলিকাতায় এই ভদ্রাসনেই আসিয়া বাস করিবেন। প্রথম বয়সে পিতামাতার মুখে শুনিয়াছিলেন, এইটি এখন তাঁহাদের ভদ্রাসন হইল। তবে ভদ্রাসন বলিতে সাধারণতঃ বাঙ্গালী যাহা বুঝে, স্বকীয় সামাজিক-জীবনের বিশিষ্ট যে সব দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এই স্থানটির সঙ্গে অতি নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য এক সম্বন্ধে যুক্ত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করে, নীলাম্বর বাবু তাহা কিছু বুঝিতেন কি না, সেরূপ কিছু অনুভব কখনও করিতেন কি না, জানি না।

কলিকাতার এই ভদ্রাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপেন সপরিবারে থাকিত। পুলিস-বিভাগে উচ্চ কোনও কর্ম্মে সে তখন নিযুক্ত ছিল। আই, সি, এস্ পরীক্ষা দিতে পিতা তাহাকে বিলাত পাঠান; ফেল হইয়া

শেষে ব্যারিষ্টারী পড়ে, যেমন আরও অনেকে পড়িয়া থাকে। দেশে ফিরিবার পর যখন দেখা গেল ব্যবসায়ে সুবিধা বড় কিছু করিতে পারিবে না, অনেক তদ্বির করিয়া তখন এই চাকরীতে তাহাকে ঢুকাইয়া দেন। এখন সে গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের বড় এক জন কর্ম্মচারী।

যথাসময়ে বরুণাকে লইয়া নীলাম্বর বাবু ও তিলোত্তমা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। সারাটি পথ বরুণা চক্ষু মেলিয়া চাহে নাই, একটি কথা বলে নাই, মধ্যে মধ্যে দুই এক চামচ জল ছাড়া তাহার মুখেও কিছু দেওয়া যায় নাই ; মূর্চ্ছিতার ন্যায় সমান অবসন্নভাবেই পড়িয়া ছিল। লঞ্চ হইতে গাড়ীতে এবং কলিকাতায় গাড়ী পৌছিলে গাড়ী হইতে ট্যাক্সিতে কোলে তুলিয়াই তাহাকে আনিতে হইয়াছিল। বাড়ীতে আনিয়া স্নান করাইয়া একটু দুগ্ধ তাহাকে পান করান হইল ; মনে হইল যেন সে একটু সুস্থ বোধ করিতেছে এবং জ্ঞানটাও স্পষ্ট ফিরিয়াছে।

চক্ষু মেলিয়া বরুণা একবার চাহিল, এ-দিক ও-দিক একবার তাকাইয়া কহিল, "এ কোথায় এনেছ আমাকে ? কই—এ-ত—এ-ত—"

তিলোত্তমা কহিলেন,—"এ ত আমাদের কল্‌কেতার বাড়ী—"

"ক'ল্‌কেতার বাড়ী ? ক'ল্—কে—তার বাড়ী ! হাঁ, ঐ যে,—ঐ যে বৌদি,—বৌদি !"

ভূপেনের স্ত্রী, সুষমা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বরুণা তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের কপালের উপরে রাখিল। সুষমা চমকিয়া উঠিল।

"ইস্ ! জ্বর হয়েছে যে ! কপাল যেন আগুন !" বলিয়া মাথায় বুকে বাহুতে হাত দিয়া দেখিল।

"জ্বর হয়েছে !" তিলোত্তমাও গায়ে মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "হাঁ,

বেশ জ্বরই ত হয়েছে। এই ত শরীর হয়ে গেছে, তার ওপর এত বড় জ্বর আবার এ'ল—"

সুষমা কহিল,—"এই দুর্ব্বল শরীর—পথের ক্লান্তি আর সারাটি দিন না খাওয়া। অবেলায় হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে স্নান করানটা ভাল হয়নি মা।"

বরুণা কহিল,—"বড় শীত করছিল তখন। তার পরেই জ্বরটা এল। গায়ে একটা কিছু চাপা দিয়ে দেও না বৌদি? বড্ড শীত করছে—"

সুষমা তাড়াতাড়ি গিয়া একখানি কম্বল বাহির করিয়া আনিয়া গায়ে চাপা দিয়া দিল। একটি ভৃত্য তখন কিছু খাবার ও চা সহ একখানি ট্রে আনিয়া পাশেই ছোট একখানি টেবলের উপরে রাখিল।

সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায়?"

"স্নান ক'রে গিয়ে নীচে বসেছেন। খাবার আর চা দিয়ে এলাম।"

"রান্নার যোগাড় হয়েছে?"

"হাঁ, উনুন ধ'রে উঠেছে।' বামুন ঠাকুরকে তুলে দিয়ে এলাম।"

তিলোত্তমা কহিলেন,—"এখন আবার রান্নার যোগাড় করেছ কেন, মা? বেলা ত গেছেই, যা হয় একেবারে সন্ধ্যের পরেই খাব। এখন ওতেই হবে। তবে উনি যদি ভাত দুটি খান—"

সুষমা কহিল, "তবে যাও, বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেসা কর। যদি ভাত দুটি খান, গিয়ে রান্না চড়াক, নইলে এখন দরকার নেই।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। কিছু খাবার মুখে তুলিয়া চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়া তিলোত্তমা কন্যার দিকে ফিরিলেন। বাঁ হাত-খানি কপালে রাখিয়া কহিলেন, "হাঁ, বেশ জ্বরই হয়েছে।—বরুণ!"

"উঁ!"

"খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"না।"

"মাথা-টাথা ধরেনি তবে ?"

"হুঁ—ধরেছে ! রোজই প্রায় ধরে, জ্বরও একটু একটু বোধ হয় হয়—"

"জ্বর হয় ! রোজই জ্বর হয় একটু একটু ? মাথাও ধরে ? কখন্ ? বিকেলের দিকে ?"

"হাঁ।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! আর এটা আমাদের বল্‌তে হয় না ? ডাক্তার-টাক্তার দেখান ত অনেক আগেই উচিত ছিল।"

চায়ে গোটা দুই চুমুক দিয়া দিলেন।

ধীরে ধীরে বরুণা কহিল, "কাল বেশ ভাল ছিলাম ; অত বড় নদী—আর তার অমন মিঠে হাওয়া—মাথাও ধরে নি, জ্বরও টের পাই নি—"

সুষমা কহিল,—"বড় এক জন ডাক্তার কালই দেখান, মা।"

"হাঁ, তাই দেখাতে হবে।"

বলিয়া চায়ে আর একটা চুমুক দিলেন।

সুষমা কহিল,—"খাবারটা যে পড়েই রইল, মা।"

"ভাল লাগছে না, বাছা। আর এক পেয়ালা চা বরং আন্‌তে বল। একটু চা কি খাবি, বরুণ ?"

"না না, চা খাব না। একটু জল—গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে—"

ভৃত্যকে ডাকিয়া আর এক পেয়ালা চায়ের আদেশ করিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া সুষমা মুখের কাছে ধরিল। কয়েক ঢোক মাত্র জল পান করিয়া বরুণা মুখ ফিরাইয়া লইল। একটু পরে আবার কহিল, "কাল বেশ ছিলাম—নদীর ওপর খাসা হাওয়া—বেশ ভাল লাগছিল, মাথাও ধরেনি—জ্বরও হয় নি—"

"হুঁ—"

"কেন আমাকে নিয়ে এলে, মা ?"

"কেন নিয়ে এলাম ? ওখানে কি থাক্‌তে তুই পারতিস্ ?"

"পারতাম না ? পারতাম বই কি ? থাক্‌ব বলেই ত গিয়েছিলাম—"

"থাক্ এখন ও-কথা, বাছা। মিছে আর দরকার কি ? জ্বরে এই গা পুড়ে যাচ্ছে—মাথা ধরেছে—"

বলিতে বলিতে পেয়ালার শেষ চাটুকু তিলোত্তমা পান করিয়া ফেলিলেন। ভৃত্য তখন আর একটি পেয়ালা আনিয়া ট্রের উপরে রাখিয়া গেল।

বরুণা কহিল, "কেন নিয়ে এলে ? আস্‌তে ত আমি চাই নি। কখন্ যে নিয়ে এলে—সেই যে বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম—"

তিলোত্তমা বুঝিলেন, সব কথা বরুণার ভাল মনে পড়িতেছে না। আসল কথাটা তখনকার মত চাপা দিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই কহিলেন, "বাড়ী ত ঐ বাড়ী— খান দুই কুঁড়ে ঘর—কাঁচা ভিত—"

"তা হ'ক্ কুঁড়ে ঘর—কাঁচা ভিত। উনি ত আছেন—"

"তা আছে—সে থাক্‌তে পারে। ঐ রকমই পাড়াগেঁয়ে ঘরের ছেলে ত ?"

"হুঁ—মনে পড়ছে, মনে পড়ছে—দেশ থেকে ওঁরা এসেছিলেন—ওঁর মা—আর—আর—"

চক্ষু দুটি ভরিয়া দুইটি অশ্রুধারা শীর্ণ দুইটি কপোল বহিয়া নামিল। আঁচলে মুছিয়া দিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "চুপ কর্, চুপ কর্, বাছা! থাক ও-সব কথা এখন—"

"হুঁ—বড্ড ঝগড়া হচ্ছিল তোমাদের। বড্ড রেগে গিয়েছিলে তুমি, আর বড় কড়া কড়া কথাও বল্‌ছিলে—"

"কড়া কথা কি সেই কম বল্‌ছিল ?"

একটু ভ্রূকুটিসহ এই উক্তি করিয়া তিলোত্তমা দ্বিতীয় চায়ের পেয়ালাটি তুলিয়া গোটা দুই চুমুক দিলেন।

বরুণা কহিল, "তা কড়া কথা ব'ল্লে শুন্‌তেও হয় বই কি ? আর স্বভাবও ত জান। তা—নিয়ে কেন আমায় এলে ? কখন নিয়ে এলে ? হুঁ—মনে পড়্‌ছে—ফিট হয়ে আনি পড়েছিলাম—টেনে হিঁচড়ে আমায় বের ক'রে নিয়ে এলে—"

বলিতে বলিতে বরুণা চুপ করিল। তিলোত্তমাও নীরবে চায়ের পেয়ালায় আর গোটা দুই চুমুক দিলেন। সুষমা মুখ ফিরাইয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল।

"কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না—মাথা ঠিক ছিল না। নইলে—নইলে—আমি ত আস্‌তাম না—"

তিলোত্তমা কহিলেন, "কি ক'রে থাক্‌তিস্ ? ওরা ওখানে রয়েছে—ঐ এক বাড়ীতে—"

"ওরা থাক্‌ না। ফিরে যাবারই ত কথা হচ্ছিল। তবে এসে পড়েছিল—"

"মতলব ক'রে আনিয়েছিল !"

"না না মা, মতলব করে আনান নি! স্পষ্টই ত সবাই বল্লেন—আপনারাই এসেছেন। আন্‌তেন না উনি। আর যত দোষই থাক্ মা, মিছে ব'লে আমায় ফাঁকি দেননি।"

"হাঁ, খুব ভাল লোক সে মেনে নিচ্ছি। সেও ভাল, মাও ভাল, সবাই ভাল। মন্দ কেবল আমরা!—তা তুই এখন একটু সোস্তি হয়ে চুপ ক'রে থাক্, বাছা। এই যে চোখের জল ছেড়ে দিইছিস্—মাথাধরা যে বাড়বে, জ্বরও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে। হয়েছে—হয়েছে, একটু সোস্তি হ।

চোখের জল আর এমন ক'রে ফেলিস্‌নি। লাভ কি এখন? যা হবার সে ত হয়েই গেছে—"

"গেছে—কেন গেল? কেন অমন ক'রে টেনে হিঁচড়ে আমায় নিয়ে এলে? উনিও এসে—হাঁ, স্পষ্ট এখন মনে পড়ছে—অনেক নিষেধ করেছিলেন আমাকে নিয়ে আস্‌তে। তবু কেন নিয়ে এলে?"

নীরবে তিলোত্তমা পেয়ালার শেষ চাটুকু খাইয়া ফেলিলেন। উত্তর কিছু করিলেন না।

"কথাগুলো কাণে গেল, কিন্তু মাথায় ঢুকল না। চোখ খুলে একটিবার চাইতে পারলাম না, একটি কথাও মুখে বেরোল না—"

ফুকরাইয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল।

"আঃ! কি জ্বালাই হ'ল গা! বলি, এখন অমন ক'রে কেঁদে কি হবে?—দুটো পাণ আন্‌তে বল দিকি, বৌমা?"

বলিয়া কোমরে গোঁজা জরদার কৌটাটি বাহির করিলেন। সুষমা উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া ঝিকে ডাকিল। পাণ সাজাই ছিল; ঝি আনিয়া টেবলের উপরে পাণের ডিবা আর একটি পিকদানী আনিয়া নীচে রাখিল।

দুই তিনটি পাণের খিলি আর সঙ্গে কতকটুকু জরদা মুখে পূরিয়া তিলোত্তমা চিবাইতে আরম্ভ করিলেন।

একটু দম লইয়া বরুণা কহিল, "ফিরে আবার যেতে পারিনে, মা?"

"ফিরে যাবি? কোন্ মুখ নিয়ে আবার যাবি? এই অপমানটা ক'রে বিদেয় ক'রে দিল—"

"বিদেয় ক'রে দেননি,—তোমরাই জোর ক'রে নিয়ে এলে। নাঃ আমি যাব, ফিরেই আবার যাব, থাকতে পারব না!"

পিকদানীতে এক গাল পিক ফেলিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "পাগল

হয়েছিস্, বরুণ? গিয়ে এখন কি কর্‌বি? পথ খোলসা ক'রে দিয়ে এলি—ঐ বৌটো এখন জাঁকিয়ে বসেছে—"

"না, তা বসেনি। সেও—সেও চ'লে এসেছে। আমাকে ঐ-ভাবে চ'লে আসতে হ'ল—এরপর—না, সে থাক্‌বে না, থাক্‌তে পারে না, চ'লেই এসেছে। আর—আর—বড় মন ভাঙ্গা হয়ে একা তিনি ঐ খালি কুঁড়েতে প'ড়ে রয়েছেন—"

"হাঁ, ঐ খালি কুঁড়েতে প'ড়ে র'য়েছে বই কি? চ'লে এসেছিস ভাবছ আপদ গেছে। আর ঐ বৌটো—এই ত সকাল বেলা আমরা এলাম—এরি মধ্যে অমনি চ'লে এল? তার না হয় ন্যাকামো কতকগুলো আছে। তা ঐ মা মাগী—এই ফাঁকটা পেয়ে বৌটোকে নিয়ে অমনি চ'লে আসবে? কক্ষণো না! আরও মাগী যে বজ্জাৎ! কথার কি ছাঁদ—আর সে ঝাঁজই বা কি? ঠিক যেন সহুরে পাকা উকিলের মাগ! কে বলবে সেকেলে পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ?"

"শুনেছি আমার শ্বশুর সহুরে উকিলই ছিলেন। তা মিছে গাল কেন পাড়ছ? লোক এমন মন্দই বা কি উনি? মনে ত হয় লেখাপড়াও কিছু শিখেছেন, আর বুদ্ধিও কিছু রাখেন।"

"সেই বুদ্ধিতেই এই ফাঁকটা পেয়ে ছেড়ে আসবে না, বউকে বসিয়ে তবে ছাড়বে। আর ছেলেরও ত মন তৈরী। ব'ল্লে দুঃখু পাবি বাছা—তা সে যে এখন তোকে এড়িয়ে তাকে নিয়েই সংসার করতে চায়, এটা কি বুঝতে এখনও বাকী আছে?"

"না! জানি মা, জানি, সব জানি! সব বুঝতে পারছি। মনের টান তাঁর আমায় ছেড়ে তার ওপরেই গিয়ে পড়েছে। তাই ত দ'গে দ'গে এম্‌নি ক'রে মর্‌ছি! কিন্তু কি কর্‌ব? আমি যে ছেড়ে থাকতে পারিনে, মা। আর উনিও—এটা ঠিক জানি—যদি থাকতাম—

এখনও গিয়ে থাকি, ত্যাগ কর্‌তে আমাকে পার্‌বেন না। আর সেও—না, আজ যদি নাও এসে থাকে, আস্‌বে। আমার যায়গা জুড়ে কখনও ওখানে থাকবে না। শাশুড়ীও রাখতে পার্‌বেন না।”

“পোড়া কপাল! তোর যায়গা? তা সে যায়গা ত ছেড়েই দিয়ে এলি। কেন সে এখন জুড়ে বস্‌বে না?”

“না! সে ত দেখেছে সব। কি ভাবে তোমরা টেনে নিয়ে আমাকে এলে—চোখে ত দেখেছে। বুঝেছে, স্বেচ্ছায় আমি আসিনি—আসতাম না।”

তিলোত্তমা কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন; সুষমা বাধা দিয়া কহিল, “থামুন মা। আর কায নেই। এই দুর্ব্বল শরীর—গা-ভরা এই জর, এখন কি অত সব কথার সময়? চুপ কর, ঠাকুরঝি। একটু সোস্তি হ’য়ে এখন থাক দিকিন। এই অসুস্থ শরীর—”

“বল—বল তবে আমায় পাঠিয়ে দেবে?”

“তা একটু ভাল হ’য়ে ওঠ আগে। এখুনি এই শরীর নিয়ে অত পথ আবার যেতে পার?”

“তবে—তবে—বল বাবাকে, একটা চিঠি আজই লিখে দিন। একটি-বার—তিনি আসুন। এলেই আমি ভাল হব। তখন আমায় নিয়ে যাবেন। হাঁ, আমিও দিচ্ছি। কই, দোয়াত কলম কাগজ আন দিকি—”

বলিয়াই বরুণা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তখনই মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ত্রস্তভাবে উভয়ে উঠিয়া মাথায় জল দিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। চক্ষু বুজিয়া নিস্তব্ধভাবে বরুণা পড়িয়া রহিল। কোনও কথা আর বলিল না। সে শক্তিই তখন আর তাহার ছিল না।

৩২

সন্ধ্যার পর ভূপেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সব শুনিয়া এবং বরুণাকে দেখিয়া অতি বিরক্তভাবেই নীচে আসিয়া বসিল। নীলাম্বর বাবু সেখানে বসিয়া একটা চিঠি কোথায় লিখিতেছিলেন। ভূপেন্দ্র কহিল: "একেবারে ত শেষ করে আনা হয়েছে ওকে। নিয়ে যে কেন যাওয়া হয়েছিল বুঝতে পারছিনে। কারও কথা ত কোনও কালে শোনা হয় না।"

"কি করব? ভাবলাম তখন, ওকে ফিরিয়ে আনা যদি সম্ভব হয়, বরুণ গেলেই হ'তে পারে, নইলে আর কিছুতে হবে না। আর সে নিজেও বড় অধীর হ'য়ে উঠল—"

"ওর দোষই ত ওই, ধৈর্য্য কিছুতে নেই। যখন যে খেয়াল মাথায় ঢুকবে, একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে। গোড়া থেকেই অতি আস্কারা দেওয়া হয়েছে ওকে। তাতেই অতি খামখেয়ালী আর নাছোড়বান্দা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন কণ্ট্রোল (control) নিজেও নিজেকে কিছুতে ক'রতে পারে না, আর কারও কোনও কণ্ট্রোল মানতেও কখনও চায় না।"

"তা বটে, তা বটে—তবে কি না—"

ভূপেন কহিল, "এই যে দুর্ভাগ্যটা এসে ঘটল, নিজের খেয়ালে নিজেই ত ঘটাল। ছোকরা ছেলে—আগে একটা বিয়ে ক'রে এসেছিল—কি এমন ভারত অশুদ্ধ তাতে হয়ে গিয়েছিল? হিন্দু ম্যারেজ—ইনভ্যালিডও হয়নি! ত্যাগ করেই তাকে এসেছিল—ফের আবার গ্রহণ ক'রতেও চায়নি। বিয়েই করুক আর যাই করুক—দশটাই কেন করুক

না—দেখতে হবে বরুণার পোজিসন (position) তার ফ্যামীলিতে কি আছে। তাই যদি ঠিক থাক্‌ল, তবে আর ও-সব নিয়ে অত বাড়াবাড়ি কেন বাপু? হাঁ! ও-সব নিয়ে অত খোঁচাখুচি করতে গেলে কোনও মেয়ে-মানুষের আর স্বামীর সংসার করা চলে না। একেবারে মাথা খারাপ, আর আপনারাও ভাল বুদ্ধি কখনও কিছু দিতে পারেননি।"

"দিয়েছিলামই ত, দিয়েছিলামই ত বাবা। সেটা ত ক্ষমা ক'রে আবার ফিরেও গিয়েছিল। তবে কি না—মেলাই টাকা তাদের মাসে মাসে পাঠাতে সুরু করলে জিদ্ ক'রে—"

"আপনার মেয়ে লক্ষ্মীও আবার উল্টো জিদ ধ'রে মাসে মাসে ঠিক ঐ টাকাগুলোর এক একটা বিল তাকে পাঠাতে থাকলেন।"

"হাঁ—ওটা বড় একটা ছেলেমানুষীই ক'রেছিল বরুণ।"

"অত ছেলেমানুষী কে তার কতদিন বরদাস্ত করবে? কোনও ব্যাটাছেলে—ব্যাটাছেলে যদি হয়—তা পারে না। আর টাকা সে পাঠাচ্ছিল—না পাঠিয়ে তখন পারে? একটা জানাজানি হ'য়ে গেল, ওরা এসে ধরে ফেল্ল ওকে,—টাকা ত তখন সে পাঠাতে বাধ্য। নইলে নালিশ ক'রে যে আদায় ক'রে নিত। একটা পাবলিক স্ক্যাণ্ডাল হ'ত,—মুখটা আমাদের একেবারে পুড়ত। কিরণ বরং সুবুদ্ধির কাযই ক'রেছিল যে, টাকা পাঠিয়ে আগেই তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল!"

"টাকা যে বড় বেশী পাঠাত—বরুণের খরচ কুলিয়ে ওঠা শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল—"

মুখ বাঁকাইয়া ভূপেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ভারী শক্ত হয়ে দাঁড়াল! পাঁচশ টাকা ক'রে মাইনে আমি পাচ্ছি—কলকেতার আমার খরচ আর কুলোচ্ছে না! সব ওর খামখেয়ালী জিদ। জব্দ ক'রতে চেয়েছিল, উল্টে এখন নিজে জব্দ হ'য়েছে। ঠিক হ'য়েছে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "একটা ভুল যা হ'ক ক'রে ফেলেছে বাবা—দুঃখও যথেষ্ট পাচ্ছে। এখন রাগ ক'রে কেবল ওকে গালাগাল দিলেই ত হবে না।—একটা কিনেরার চেষ্টাও ত আমাদের করতে হবে।"

"চমৎকার কিনেরা ক'রে এসেছেন! এই শরীরে টেনে ওকে ঐ সুন্দর বনে নিয়ে গিয়েছিলেন যদি, তবে ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে আবার ফিরিয়ে কেন আন্‌লেন, তাকে আরও চটিয়ে দিয়ে?—অপরাধ ত তার—ঐ বউটা এসেছিল। এসেছিল তা কি হ'য়েছিল? তার অস্তিত্বটাকে ত আর অস্বীকার ক'রতে পারছেন না। আর সে যে এই সুযোগটা পেয়ে আসবে কি আসতে পারে, এটা আগেই আপনাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। ঝগড়া ক'রে ত চ'লে এলেন। এখন কিরণ যদি তাকে নিয়েই সংসার করতে সুরু করে, কি করবেন? সে কি করবে জানি না, তবে আমি হ'লে তাই করতাম।—দেখাতাম, ব্যাটাছেলে আমরাই বড়, না এই মেয়েগুলোই বড়! বুঝিয়ে দিতাম আমাদেরটা খেয়ে, আমাদেরটা পরে, আবার আমাদের সঙ্গে সমান সমান টক্কর দিয়ে চলবার মজাটা কি! হাঁ—সমান সমান—এ দাবী ও দাবী—মুখে অম্‌নি বল্লেই হ'ল! সমান সমান রোজগার আগে কর্, এই সব ঝঞ্ঝাটের কাযগুলোর সব ঝক্কি আগে সমান সমান ভাগ ক'রে নে, তখন দাবী যা হয় করবি। গায়ের রক্ত জল ক'রে শয়ে শয়ে টাকা এনে বাবুগিরির খরচ যোগাব,—যা খুসী তাই করবেন, সব অম্‌নি মুখটি বুজে স'য়ে যাব—আরও ধেই ধেই ক'রে মাথায় তুলে নাচাব। ভারী আহ্লাদ পেয়ে বসেছেন সব!"

"তা বাবা, দিনকাল যেমন পড়েছে—"

"দিনকাল যেমন প'ড়তে দেন, তেম্‌নিই পড়ে। নাই দিয়ে আপনারাই সব দিচ্ছেন মাথায় তুলে। নইলে মেয়েমানুষ পারে ব্যাটা-ছেলের সাম্‌নে মাথা তুলে দাঁড়াতে? কি ক্ষমতা ওদের? গায়ে এত শক্তি ধরে?

মাথায় এত বুদ্ধি রাখে? এই যে পৃথিবীর অশেষ রকম সব কায আর তার যত হাঙ্গামাহুজ্জৎ—ক'টা ওরা সামলাতে পারে? দু এক জনে যা পারে, দশটা পুরুষের আওতায়। নইলে কেবল ওদের ছেড়ে দিলে একটা ঝাপ্টার মুখে এক ঝাঁক চড়ুই পাখীর মত কোথায় সব এক মুহূর্ত্তে উড়ে যেত। হাঁ!"

"তা এখন—"

"এখন কি করতে বলেন আমাকে? আমার কথা ত কাণেই তুল্লেন না। ব'লেছিলামই ত তখন—এখন যাবেন না ওকে নিয়ে, গিয়ে সুবিধে বড় কিছু হবে না। বরুণ গিয়ে ওখানে থাকতেই পারবে না, আরও এই শরীর নিয়ে। ফেরাতেও ওকে পারবেন না। মাথায় একটা বাই চড়ে গেছে—ছেড়ে এখুনি আসবে না, আরও ওই বরুণের খাতিরে। তবে পুলিসের দৃষ্টি প'ড়েছে, সাবধানে খোঁজ খবর সব নেওয়া হচ্ছে। দুটো ছোকরা গিয়ে জুটেছে—আরও দু' দশটা নিয়ে হয় ত জোটাবে। এ দুটো হুজুগে প'ড়ে আর পয়সা খেয়ে পিকেটিং ফিকেটিং কিছু করেছে—গুরুতর আর কিছু বড় পাওয়া যাচ্ছে না বিরুদ্ধে। তবে হয় ত কিছু বেরোবে পরে। আরও ত কেউ কেউ যাবে—তাদের রেকর্ড কার কি বেরোয়—কে জানে? আর সে রেকর্ড কিছু পাওয়া যাক্ কি না যাক্, এই সব বেকার ছোকরাদের নিয়ে যে নূতন এই ধরণের একটা কলোনি ঐ বাদায় ওরা বসবার মতলব করেছে—এইটেই যথেষ্ট। কে জানে হয়ত ওদের আড্ডাই ভেঙ্গে যাবে। তখন বাধ্য হ'য়ে ঐ বাদা ছেড়ে বাইরে এসে আগের মত কোনও কাযকর্ম্মের চেষ্টা তাকে করতেই হবে।"

"হাঁ! কিন্তু অতটা খুলে ত তখন বলনি। তা হ'লে বরং—"

"ইঙ্গিত যথেষ্ট দিয়েছিলাম। মাথাটা একটু খাটালে বুঝতে পারতেন।

ুলে সব কথা আপনাদেরও আমরা ব'লতে পারিনে। আজ রাগের ়ুখে যে এত কথা ব'লে ফেল্লাম, সেইটেই উচিত হয় নি আমার। সে াই হ'ক, গল্প ক'রে কারও কাছে বেড়াবেন না যেন। বিশেষ বাড়ীর ময়েদের কাছে।"

"না না বাবা, এ সব কি গল্প ক'রে বেড়াবার কথা? সরকারী চাকরী ত আমিও করি। হুঁ—তা হ'লে এটা কি সম্ভব হবে, ভূপেন?"

"তেমন কৌশলে চাকা ঘোরাতে পারলে কেন হবে না? তবে ডেভেলপমেন্ট (development) ওদের আরও কি হয় না দেখে কিছু লতে পারছিনে।"

"দেখ, ভগবানের যদি দয়া হয়—নইলে, আর ত উপায়ই কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।"

আপন মনে কি ভাবিতে ভাবিতে ভূপেন কহিল, "একটু দেরী বোধ য় হবে. আপাততঃ কেবল ঐ ছোঁড়া ছুটো—দেখি কি ক'রে তোলা ায়।—"

নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "আর ত কিছু ভাবছিনি বাবা, তবে দেরী দি বেশী হয়, আর বরুণ না যেতে সেখানে পারে, তবে ঐ বউটাই হয় ত কায়েম হয়ে গিয়ে বসবে ওখানে। তখন—"

"কি হবে? অভিমান করলে বরুণের চলবে না। শক্ত হয়ে লড়াই ক'রে নিজের দাবী আদায় ক'রে নিতে হবে। আচ্ছা, আমি উঠি এখন। গবটা একবার ঘুরে আসিগে।"

ভূপেন উঠিল।—নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "হাঁ, শোন, ভাল একজন াক্তার ওকে দেখান বড্ড দরকার হয়ে পড়েছে।"

"সে কাল দেখা যাবে। জ্বরটা দেখে এলাম একটু নাম্‌ছে। শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। আবার শুনলাম, একটু একটু জ্বর নাকি

রোজই বিকেলের দিকে হয়। টিউবারকুলার এফেক্সন (tuberculer affection) একটা না হয়ে থাকে। তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ! বিষম সঙ্কটেই পড়তে হবে দেখছি।"

বলিতে বলিতে ভূপেন বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বড় এক জন ডাক্তার আসিয়া বরুণাকে পরীক্ষা করিলেন। তার পর নীলাম্বরবাবু ও ভূপেনকে লইয়া নিভৃত এক গৃহে গিয়া বসিলেন। কহিলেন, "শরীরটা অনেক দিন থেকেই খারাপ। তারপর কাল অত বড় একটা নার্ভাস শক্ (nervous shock) পেয়েছিলেন ; তার পরেই আবার এই লং জার্ণিটা (long journeyটা), আর এসেই অমনি ঠাণ্ডা জলে স্নান—কালকার ঐ জ্বরটা তাই থেকে এসেছে ব'লে বোধ হচ্ছে। এখন জ্বর নেই, তবে আবার আসতে পারে। একটা নার্ভাস ব্রেক ডাউন (nervous break-down) হয়ে গেছে। জ্বরও নাকি একটু একটু হচ্ছে কদ্দিন থেকে বিকেলের দিকে। অবিশ্যি ডেফিনিট সিম্পটম (definite symptom) এখনও কিছু দেখা দেয়নি—তবে সব অবস্থা দেখে মনে হয়, টিউবারকুলোসিসই আসছে। ব্লড, ইউরিন, স্পুটাম (blood, urine, sputum) এ সব ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে হবে। আমি লোক পাঠাচ্ছি ;—কালকের ভেতরেই সব হয়ে যাবে। রিপোর্টটা না দেখে ডেফিনিট ওপিনিয়ন (definite opinion) কিছু দিতে পারছিনি আজ। এই ওষুধটা এনে আজ খাওয়ান।"

টেবলের উপরেই কাগজ-কলম ছিল ; ডাক্তার একটা ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া বত্রিশ টাকা ফি লইয়া বিদায় হইলেন।

পরীক্ষা সব হইল ; পরদিন ডাক্তার আবার আসিলেন। রক্তাদি বিশ্লেষণের রিপোর্ট সব দেখিলেন ; রোগীকেও আবার পরীক্ষা করিলেন। শেষে বাহিরে সেই ঘরে আসিয়া বসিয়া একটু কাসিলেন। অতি উদ্বিগ্ন-

ভাবে নীলাম্বরবাবু কহিলেন, "তা হ'লে কি বুঝলেন, ডাক্তারবাবু? রিপোর্টগুলোও ত সব এসেছে—"

আর একটু কাসিয়া ডাক্তার উত্তর করিলেন, "হুঁ—অবিশ্যি রিপোর্ট থেকেও পজিটিভ্ (positive) কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এইটে দেখতে পাচ্ছি ম্যালেরিয়া, বি-কোলাই কি অন্য কোনও স্পেসিফিক ফিভারের (specific fever) কোনও লক্ষণ নেই। সুতরাং এইটেই ধ'রে নিতে হবে যে টিউবারকুলোসিসই সুরু হ'য়েছে। পেসেণ্টের (patient) বাইরের অবস্থা দেখেও সেইটেই মনে হয়। উনিও বলছেন, রোজ বিকেল কদ্দিন থেকে একটু একটু জ্বর টের পাচ্ছেন—"

ভূপেন কহিল, "তা হ'লে ত আর কথাই নেই। টিউবারকুলোসিসই ধ'রেছে নিশ্চয়! তাহ'লে এখন আপনার উপদেশ কি, ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "এ অবস্থায় যা সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে, তাই। ক্যাল্‌সিয়াম্ ইন্‌জেক্‌সন—ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—"

"কিন্তু কলকেতায় কি ওকে আর রাখা উচিত?"

"বাইরে কোথাও যেতে পারলেই ভাল হয়—ড্রাই ফ্রেশ এয়ার (dry fresh air) প্রচুর যেখানে পাওয়া যায়। উনি ত সিমলেয় থাকেন?" বলিয়া নীলাম্বরবাবুর দিকে ফিরিলেন।

"হাঁ।"

"তাহ'লে যত শীঘ্র সম্ভব—সেইখেনেই নিয়ে যাবেন। সুবিধে যে ক'দিন না হয়, দুই একটা ইন্‌জেক্‌সন চল্‌তে পারে। আজই একটা হ'তে পারে। ওষুধ আনিয়ে রাখুন; ওবেলাই আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া ডাক্তার বাবু উঠিলেন। ফি লইয়া বিদায় হইলেন। তখন বেলা হইয়া গিয়াছিল; আহারাদি করিয়া ভূপেন প্রস্তুত

হইয়াই ছিল। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গেই অমনই আফিসে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কি স্থির করা হ'ল ?"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "ইন্‌জেকসন ত একটা আজ হয়ে গেল, ডাক্তার বাবু তাঁর এসিষ্টাণ্টকে পাঠিয়েছিলেন।"

"সে ত জানি। ডাক্তার বাবু ত ব'লেই গেলেন ইন্‌জেকসন আজ একটা হবে, লোক পাঠাবেন। আমি ব'ল্‌ছিলাম, সিমলের বাবার কি হ'ল।"

"সিমলের ত যাবই। তবে আমারও ছুটী আছে, আর ওরও ইচ্ছে ক'দিন এখানে থাকে—"

"থাকে ? কেন, থেকে কি হবে ?"

"অবিশ্যি চিকিৎসার যা ব্যবস্থা হ'ল, সিমলেও সেটা বেশ চালাতে পারবে। তবে ও ব'লছিল, কিরণের কাছে একখানা চিঠি লিখে দেওয়া হ'ক্, সে আসুক—"

ভ্রূকুটি করিয়া ভূপেন্দ্র কহিল, "এসে কি হবে ? কি করবে সে এসে ?"

নীলাম্বর বাবু উত্তর করিলেন, "ওর ইচ্ছে সে যদি নিয়ে যায়, তার সঙ্গেই যাবে—"

"ক্ষেপেছে ! একেবারে পাগল হয়েছে ! গিয়ে ত অমনি ম'রে যাবে ! সেখানে চিকিৎসা কিছু হবে ? আবার ড্যাম্প যায়গা—কেবল ঝোর-জঙ্গল—কেবল জল ! আর কে দেখবে ওকে ? মা ত গিয়ে থাকতে পারবেন না।"

"না, সেটা সুবিধে হবে না। তবে যায়গাটা—এ সব রোগীর পক্ষে মন্দ হ'ত না। জঙ্গল-টঙ্গল কিছু নেই। ওদের সে নদী ত নয়, সাগর

বল্লেই হয়। তবে চিকিৎসা কিছু হবে না। আর ঘর-দোরের অবস্থা যা দেখলাম—না, পাঠান সেখানে যায় না।"

"তবে আর কেন?"

"আসুক ত? দেখা একবার হ'ক্। বড্ড অধীর হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে একটিবার দেখা না হ'লে যেতেই চাইবে না।"

অসহিষ্ণু ভাবে ভূপেন বলিয়া উঠিল, "না না, সে হ'তেই পারে না! কাল চিঠি লিখবেন, কদিনে গিয়ে সে চিঠি পৌছবে—তারপর সে আসবে। ক'দিনে আবার আস্বে, তারই বা ঠিক কি? এমন কিছু খাতির রেখেও তার সঙ্গে আসেন নি যে, 'ভূ' ক'রে ডাক্লেন, আর অমনি ন্যাজ তুলে ছুটে এল! আসেও যদি, ফুরসুৎ মত হয় ত আস্বে। আর সে ফুরসুৎ হতেও বোধ হয় দেরী হবে। কি সব স্কীম (scheme) টীমের কথা [illegible] চ্ছে—একটা ব্যাঙ্কও নাকি খুল্ছে, কোম্পানীর বাবুরা কে কে যাচ্ছে। এলেও তাদের সঙ্গে যদি আসে—যখন তারা ফিরবে। ঢের দেরী তার আছে—বার চৌদ্দ দিনের ধাক্কা! কমে হবে না। এত দিন ওই টিউবারকুলার রোগী এই বাড়ীতে থাকবে, সেটা আমি কিছুতেই এলাউ (allow) করতে পারিনে।"

"টিউবারকুলার রোগী! বল কি, ভূপেন? কই, ডাক্তার ত স্পষ্ট এমন কথা কিছু বলেন নি যে ব্যারামটা ওর কি টিউবারকুলোসিস্‌ই হ'য়েছে।"

"বল্তে আর বাকী রেখেছেন কি? বাইরে লক্ষণগুলো [illegible] এখনও ফুটে না উঠলেও, ব্যারাম যে ওই, তার ত পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। আর সেটা কি আমরাই বুঝতে পারিনে? ভেতরে ওকে নির্ঘাত ঐ রোগে ধরেছে! প্রত্যেকটি নিশ্বেসে ওর বাড়ীর হাওয়া বিষাক্ত হ'য়ে উঠছে! না না, সে হ'তেই পারে না! এত দিন ঐ রোগী বাড়ীতে

থাক্‌বে—সেটা কিছুতেই আমি এলাউ কর্‌তে পার্‌ব না। সুষমার হেল্‌থ (health) ডেলিকেট (delicate), ছেলে-মেয়েগুলো বড় হয়ে উঠেছে'। ফ্যামিলীর সেফটী (safety) ত আমাকে দেখতে হবে।"

অতি বিস্ময়ে নীলাম্বরবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। একটু আত্মস্থ হইয়া শেষে কহিলেন, "তা তোমার নিজের ভগ্নী—ফ্যামিলীরই একজন ত বটে—"

"না, ঠিক আমার ফ্যামিলীরই একজন ব'লেও ধরে নিতে পার্‌ছিনি। কেউ তা নেয় না। আপনি কখনও নিয়েছেন? ভগ্নী ত আপনারও ছিল। হাঁ, ভগ্নী—একেবারে পরও বল্‌তে পারি না। তা কঠিন একটা ব্যারামে পড়েছে—চিকিৎসার বন্দোবস্ত যা কর্‌তে হয় করুন—আমিও সাহায্য যদ্দূর পারি করব। কিন্তু আমার এ বাড়ীতে ওকে আমি রাখতে পারিনে আর!"

বাড়ী ত—বাপু তোমার নয়, এখনও আমার—কথাটা নীলাম্বর বাবুর মুখে আসিতেছিল, কিন্তু চাপিয়া গেলেন। পুত্রের মুখের উপরে স্পষ্ট এই কথাটা বলিয়া ফেলিতে সাহসে কুলাইল না। কিন্তু ভূপেন নিজেই বলিয়া উঠিল, "হাঁ, বলতে পারেন, বাড়ী আপনার আমার এখনও নয়। কিন্তু আজ আপনার, কাল আমার হবে। পৈতৃক বাড়ী—উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিতও ত আমাকে করতে পারেন না। তা সে যাই হ'ক, ও সব দাবী দাওয়া কিছু আমি করতে চাইনে। বেশ, আপনার মেয়ে, থাকুন আপনি ওকে নিয়ে। আমি আমার ফ্যামিলী নিয়ে কালই অন্য কোথাও একটা বাড়ী টাড়ী দেখে উঠে যাচ্ছি।"

বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়াই নীলাম্বর কহিলেন, "ও সব কথা কেন ব'লছ, ভূপেন? বাড়ী আমার, তুমি উঠে যাও—এমন কথা ত আমি কিছুই ব'লছিনি। তবে ওর কথাটাও ত একটু ভাবতে আমাকে হয়।

তা এক কায করা যাক্ না? জরুরী একটা চিঠি কালই কিরণকে লিখে দিই, কি জবাব দেয় দেখি। এই ধর চার পাঁচটা দিন—এর ভেতর যদি নাই আস্‌তে পারে—"

"চার পাঁচটা দিন! সেই বা কম কি? না না, সে হ'তেই পারে না! হয় কালই আপনি ওকে নিয়ে সিমলেয় যাবেন, না হয় আমাকে বাড়ী ছাড়তে হবে।"

"বড় মুস্কিলেই ফেল্লে, ভূপেন। ও যদি যেতে নাই চায়—"

"চাইবে না? কেন চাইবে না? এতটুকু সেন্স হবে না? এত বড় একটা ব্যারাম বাধিয়েছে—কারও উপদেশ শুন্‌বে না—কেবল নিজের খেয়ালেই চল্‌বে? আর তাতে ক'রে একটা গোষ্ঠীকে মেরে ফেল্‌বে?"

"তা ব্যারাম—সে যদি হ'য়েই থাকে তাই—ওকে তা খুলে, এখুনি কিছু বলা যেতে পারে না।"

"বলা উচিত। তা সে না বল্‌তে চান, নেই বল্‌বেন। একটা ছুঁতো-টুতো যা হয় দেখিয়ে নিয়ে চ'লে যান।"

"ছুতো আর মাথামুণ্ডু কি দেখাব জানিনে। সোজা বল্‌তে হবে, তোমার ভাই এ বাড়ীতে তোমাকে আর রাখতে চান না।"

"বল্‌তে হয় তাই বলবেন। ফ্যামিলীর সেফটীর জন্যে যা দরকার আমাকে করতেই হবে। অবুঝ হ'য়ে এতে কেউ চটে চটুক! কি ক'র্‌ব? তা হ'লে কাল্‌কার মেলে কি এক্সপ্রেসে বার্থ রিজার্ভ ক'রে ফেলি ফোনে?"

বলিয়াই ফোনের রিসিভারটি ধরিয়া হাঁকিল, "হ্যালো!"

"থাম এখন। এখুনি বার্থ রিজার্ভ করতে হবে না।"

"বেশ, তা হ'লে যা ক'র্‌তে হয় নিজেই ক'রে নেবেন কাল। আমি আর কিছু পার্‌ব না। বল্‌তেও চাইনে আর কিছু। যা হয়, ডিসাইড

(decide) করে ফেল্‌বেন আজই রাত্তিরে। বুঝে আবার আমাকেও ত ব্যবস্থা একটা ক'রে নিতে হবে কাল।"

বলিয়াই ভূপেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সব কথা শুনিয়া তিলোত্তমা একবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। গলা তুলিয়া পুত্রকে যা' মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালি পাড়িতে লাগিলেন। স্বামীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদও অনেক হইল। জিদ করিয়া শেষে বলিলেন, এ বাড়ী তাঁহার, কন্যাকে লইয়া যত দিন খুসী এখানে থাকিবেন। হতভাগা তাহার মাগ ছেলেপিলে লইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক্! অমন পুত্রের মুখদর্শনও তিনি করিবেন না! ইত্যাদি।

কথাগুলি বরুণার কাণেও গেল। সুষমা কাছে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল; বরুণা কহিল, "কি হয়েছে? দাদা আমাকে এখানে আর রাখতে চান না, বৌদি?"

মুখখানি ফিরাইয়া সুষমা হাঁটুর উপরে রাখিল। বরুণা কহিল, "কি বলেছেন, ডাক্তার বাবু? আমার ব্যারামটা—তা হবেও বা?"

ফিরিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে সুষমা কহিল, "না না, ভয় পেও না, ঠাকুরঝি। স্পষ্ট তা কিছু বলেন নি। তবে শরীরের অবস্থাটা—"

"হুঁ, সন্দেহ কর্‌ছেন, ক্ষয়রোগই দেখা দিয়েছে। হয় ত দিয়েছেই। তা বেশ, নিয়েই যান কাল বাবা আমাকে সিমলেয়,—" বলিতে বলিতে যেন বুকের সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া চক্ষুদুটি অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল। স্নেহের হস্তে মুছিয়া দিয়া সুষমা কহিল, "ছি ছি কেঁদো না ঠাকুরঝি, কেঁদো না। কেন তুমি যাবে? উনিই বা কেন তোমাকে নিয়ে যাবেন? বাড়ী ত সত্যি তোমার দাদার নয়।"

"তবু, দাদা যদি সত্যিই কাল বাড়ী ছেড়ে যান—তোমাদের সবাইকে নিয়ে—"

"যেতে হয় নিজেই তিনি যাবেন। আমি কোথাও যাব না।"

হাতখানি ধরিয়া বরুণা কহিল, "না না, অবাধ্য হয়ো না, বৌদি! যা বলেন তাই করো—অবাধ্য তাঁর হয়ো না!"

সুষমা কহিল, "যেতে আমি কোথাও পারব না, ঠাকুরঝি। বাবা মা রয়েছেন, তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে—না, না, সে কিছুতেই পারব না, ঠাকুরঝি!"

"পারবে না? হয় ত পারবে না—সত্যিই যদি আমি থাকি। কিন্তু থাক্‌ব না। কিছুতেই থাক্‌ব না। কেন থাক্‌ব?"

"এই দুর্ব্বল শরীর—জ্বর ত আজও বেশ একটু হয়েছে—"

"তা হ'ক—এই শরীর নিয়ে সিমলে থেকেও ত এদ্দূর এসেছি। আর ফিরে যেতে পারব না?"

"তা ওঁরা চিঠি লিখুন—কিরণবাবু একটিবার আসুন—"

চক্ষুদুটি আবার বরুণার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। স্খলিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, "যদি আসতেন—আর যদি সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতেন—না না, সে আর হয় না, বৌদি! কবে আসবেন, আসবেনই কি না—কে জানে?"

"কেন আসবেন না? চিঠি ত—বোধ হয় ওঁরা লিখেছেন কাল। দেখ না কি জবাব দেন—"

"না না! সে আর হয় না! লিখলে হয় ত আসবেন—যেতে চাইলে নিয়েও যাবেন। কিন্তু গিয়ে তাঁকে বিপদে কেন ফেল্‌ব? সিমলেরই চ'লে যাই। তবে যাবার আগে দেখা যদি একটিবার হ'ত—"

বরুণার চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিতে দিতে অশ্রুভরা চোখে সুষমা কহিল, "যেতে হয়, তাই বরং যেও। তিনি আসুন—"

"না। দাদা রাগ করবে। বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে। বড় একটা

অশান্তি তোমাদের হবে। কায কি? চ'লেই যাই। দেখা? দেখি, যাই ত সিমলেয়। দেখি—না হয় গিয়ে তখন লিখব। ফুরসুৎ যদি হয়—আর দয়া ক'রে একটিবার যান—না, কায নেই। সত্যি যদি ঐ ব্যারামই হ'য়ে থাকে—হাঁ, বৌদি, সত্যিই কি তাই হয়েছে? ডাক্তারবাবু কি তাই বলেছেন?"

"না, না, তা বলেন নি। কেন মিছে ভাবছ?"

"হুঁ—বড্ড—ঘুম পাচ্ছে, বৌদি! আর পারিনে। একটু ঘুমুই এখন।"

বলিয়া পাশ ফিরিয়া বরুণা শুইল। সুষমা কাছে বসিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পরদিন বরুণাও তাহার দাদারই মত সমান জিদ ধরিয়া বসিল, সেই দিনই সে সিমলায় যাইবে। এখানে আর থাকিবে না।

অগত্যা নীলাম্বর বাবু ও তিলোত্তমা তাহাকে লইয়া সেই দিনকার মেলেই সিমলায় চলিয়া গেলেন।

৩৪

"দু'জনেই তা হ'লে চ'লে গেলেন, দাদা ?"

"হাঁ।"

বৈকালে বাড়ীর সম্মুখে একটি গাছতলায় কিরণ একা বসিয়া তামাক খাইতেছিল ; সুখময় বাবু আসিয়া কাছে বসিলেন।

"নিন। তামাকটা তৈরী—"

মুখনলটি খুলিয়া রাখিয়া হুঁকাটা কিরণ সুখময় বাবুর হাতে দিল। গোটা দুই টান দিয়া এবং একটু কাসিয়া সুখময় বাবু কহিলেন, "ভেবেছিলাম, মা-লক্ষ্মী হয় ত বা থেকেও যেতে পারেন—"

কিরণ উত্তর করিল, "থাক্‌লে আপনার মা-বিবিই বরং থাক্‌তেন, মা-লক্ষ্মীটি কখনও নয়।"

"হুঁ—! কিন্তু তুমি যে তার পথটা আগেই মেরে রেখেছিলে। মা-লক্ষ্মীর উপস্থিতিটা যে উনি বরদাস্ত করতে পার্‌বেন না, সে ত জানা কথা।"

"উপস্থিতিটা যে ভাবেই হ'ক ঘটে পড়েছে। তবে স্থায়ী হবে না, এটা তাঁকে জানান হ'য়েছিল। তিনি হয় ত বা বরদাস্ত করতেও পার্‌তেন। তবে তাঁর মাঠাকরুণ সে অবসরই তাঁকে দিলেন না।"

"হুঁ—তা হ'লে কি কর্‌বে এখন ভাবছ ?"

"যে কাজে হাত দিইছি, তাই।"

"সে ত করবেই, কর্‌তেও হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা সংসার-ধর্ম্ম—সত্যি বানপ্রস্থের সময় ত তোমার হয়নি—"

একটু হাসিয়া কিরণ কহিল, "বানপ্রস্থ অবলম্বনও ত করছিনি, ঘোষ মশাই। যায়গাটা বানপ্রস্থের যোগ্য কতকটা হ'লেও বানপ্রস্থী হ'য়ে আমি আসিনি, তপোবনও একটা গড়ছিনি। গড়ছি বা গড়তে চাইছি বরং নতুন বড় একটা সংসারক্ষেত্র।"

"তাই ত ব'লছিলাম, দাদা, সে ক্ষেত্রে সংসারী হ'য়ে নিজেরও একটু ঠাঁই চাই ত।"

"সেটা—ভাগ ভাগ ক'রে আর দশ জনের সংসারেই থাকা হবে। নিজের আলাদা একটা—সে নাই হ'ল।"

নাই হ'ল—মুখে কথাটা যত সহজে ব'লে ফেল্লে দাদা—"

"কাযেও তেমনি সহজ ক'রেই নিতে এখন হবে। তাই-ই ব'সে ব'সে ভাবছিলাম—"

"পারবে ত, দাদা?"

"পারতেই হবে। তৃতীয় আর একটি দারপরিগ্রহ করাও ত এখন বুদ্ধিমানের কায হবে না, ঘোষ মশাই।"

"সর্ব্বনাশ! আবার একটি তৃতীয়া। তাও কি হয় কখনও?"

"তবে?"

"ভাবছিলাম দাদা—গোলমাল বড় একটা আজ হয়ে গেল। তা এর পরে একটা মীমাংসা যদি কিছু হয়, আর ওঁরা একজন যদি—"

"যেতে দিন, ঘোষ মশায়, যেতে দিন!—সেটা আর হবার নয়।"

"দুজনকেই তা হ'লে ত্যাগ ক'রেই থাকতে হবে?"

একটু হাসিয়া কিরণ কহিল, "ত্যাগ ত দু'জনে ওঁরা আমাকেই ক'রে গেলেন। আমি ত কাউকে ত্যাগ ঠিক করিনি।"

"হুঁ—তা বটে দাদা, তা বটে—! তবে কি না—"

"আর কায নেই, ঘোষ মশাই! ও কথাই এখন ছেড়ে দিন,

দোহাই আপনার। গেছে ওরা যাক্। দুটো মেয়েমানুষ—কাঁহাতক আর এ হাঙ্গামা ওদের নিয়ে ক'রে বেড়াব বলুন? ঘেন্না ধ'রে গেছে, ঘোষ মশাই। যার যেমন খুসী—খেয়ালে চল্‌বে, আর হাত জোড় ক'রে আজ ওর, কাল তার পায়ের তলে আমাকে লোটাতে হবে—কেন? কেন, ওদের কাউকে না হ'লে জীবনটা আমার কেটে যাবে না? ভালই বরং যাবে।"

"কেটে কেন যাবে না দাদা, কেটে আর কেন যাবে না? জীবনটা কেটে যেতেই এসেছে, যাবেও। তবে ভালই যাবে, এ কিপ্পাটা আজই জোর ক'রে বল্‌তে পার কি না, তাই ভাবছি।"

"সে যাবে। ওদের নিয়ে কি ওদের পেছনে ঘুরে যেভাবে যাচ্ছিল কি যেত, তার চাইতে অন্ততঃ ভালই যাবে। না না ঘোষ মশাই, মোহ আমার ভেঙ্গে গেছে। এই মেয়েমানুষগুলো—আর ব্যাটাছেলে আমরা—কেন যে এম্‌নি ক'রে ওদের জন্য মরি! সুখ-সুবিধে—কই, কিছু ত বড় দেখিনে। কেবল অশান্তি, কেবল ঝঞ্ঝাট। জীবনটা একদম মাটিই হয়ে যাচ্ছিল আমার! আপনি বল্‌ছিলেন না, ওরা আমাদের শক্তি? শক্তি নয় ঘোষ মশাই, অশক্তি, অপশক্তি—পায়ের বেড়ী!"

"হাঁ, অপশক্তি বরং বল্‌তে পার, অশক্তি নয়। শক্তিই বটে। আর সেই শক্তি ব'লেই না "অপ" "উপ" এই উপসর্গগুলো এসে জোটে। অশক্তি হ'লে ত কোনও বালাই-ই ছিল না। এত ভাবতেও হ'ত না, আর এতগুলো কথাও বল্‌তে হ'ত না।"

"হাঁ, এই যা বল্লেন, দাদা! হাঁ, তা—অপশক্তি ব'লে মেনে নিতে রাজি আছি।"

সুখময় কহিলেন, "অপ-টা যদি মান, তার উল্টোকেও মান্‌তে হবে। একটা উপসর্গ দিয়ে সেটাকে বিশেষ ক'রে বোঝাও কি না বোঝাও,

মান্‌তে হবেই। আসলে কি জান দাদা, শক্তি যেমন একদিকে সুখদা শুভঙ্করী, তেম্‌নি আবার মহাভীমা প্রলয়ঙ্করীও বটেন। চিরকালই এমন দেখা গিয়েছে। এই কলিকালে ত কথাই নেই। কোন্‌ শাস্ত্রেও নাকি আছে, গুরুদেব একদিন বল্‌ছিলেন, 'কলৌ কৃত্যা গৃহে গৃহে'—"

"তার মানে ?"

"মানে—ঐ যে 'কৃত্যা', সে কি জান ? হাজার বজ্রের আগুনের মত ভয়ঙ্করী এক রাক্ষসী মূর্তি—যোগি-ঋষিদের মন্ত্রে যজ্ঞের কুণ্ড থেকে ঘোর হুঙ্কার ছেড়ে যা বেরোত, আর যত দৈত্যদানা শত্রু অরি মুহূর্তে সব ধ্বংস ক'রে ফেল্‌ত। যে সব মেয়েমানুষকে নিয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহ বেধে যায় আর কাটাকাটি রক্তারক্তিতে পৃথিবীতে যেন একটা খণ্ড-প্রলয় দেখা দেয়, তাদেরও নাকি পণ্ডিতরা 'কৃত্যা' ব'লে থাকেন। একটা শ্লোকই আছে কি যেন ভাল, হাঁ—

'কৃতে কৃত্যা তিলোত্তমা ত্রেতায়াং জানকী তথা।
দ্বাপরে দ্রৌপদী কৃত্যা কলৌ কৃত্যা গৃহে গৃহে ॥' "

কিরণ কহিল, "হাঁ, গৃহে গৃহে এঁরা এক একটা খণ্ডপ্রলয়ই ঘটিয়ে তোলেন বই কি ? যাক, সীতা দ্রৌপদী—এঁরাও তবে ঐ কৃত্যার দলে পড়েছেন ?"

সুখময় উত্তর করিলেন, "তা এঁদের নিজেদের দোষে না হ'ক, এঁদের নিমিত্ত ক'রেই ত অত বড় দুটো খণ্ড-প্রলয় ত্রেতায় আর দ্বাপরে হয়ে গেল। এইগুলো ঘটাতেই বোধ হয় বিধাতা তাঁদের পাঠিয়েছিলেন। আরও দেখ, সীতার জন্ম হ'ল কি না যজ্ঞভূমিতে লাঙ্গলের খাতে। আর দ্রৌপদী ত একেবারে যজ্ঞের কুণ্ড থেকে বেরিয়েছিলেন, নামও একটা হয় যাজ্ঞসেনী। আর তিলোত্তমা ? স্বয়ং ব্রহ্মাই যত সুন্দর কিছু এ পৃথিবীতে আছে, তিল তিল ক'রে তা থেকে নিয়ে তাকে সৃষ্টি করেন।"

একটু হাসিয়া কিরণ তখন কহিল, "তা হ'লে ত দেখ্ছেন দুই দুটো কৃত্যা থেকে আমার সংসারটা একটা খণ্ডপ্রলয়ে ভেঙ্গে গেল। তবে আর কেন, ঘোষ মশাই? এখন তাঁরা যদি অন্তর্দ্ধান হয়েছেন, অন্তর্দ্ধানই থাকুন। আরাধনা ক'রে আবার এনে নতূন আর একটা এমন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড কেন ঘটাতে চাইছেন?"

"হুঁ—তা নিজের কথায় নিজেই ঠ'কে গেলাম—কি আর বলি, দাদা? আর বলেও কিছু হবে না এখন—মনটাও তোমার দারুণ বিষিয়ে রয়েছে। তা যেতে দাও, দাদা, আপাততঃ—যেতেই দাও। দিন ত ফুরিয়ে যাচ্ছে না। নিজেই আরাধনা ক'রে তখন আন্বে—কাণ্ডটা শেষে কি হয় তা কি আর ভাববে? কেউ কি ভাবে, দাদা? আর ঐ যে কৃত্যা—সে ত আমরাই সৃষ্টি ক'রে তুলছি। আরাধনা যেমন করছি, তেমনি মূর্ত্তি ধ'রেই আবির্ভাব হ'চ্ছে।"

"হুঁ—গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"

বলিয়া কিরণ একটু হাসিল।

"ঠিক দাদা! আর চ'লতি কথাও ত একটা আছে—যাদৃশী ভাবনা যস্য।"

"যাক, এখন কাযের কথায় আসা যাক। আপনি বলছিলেন না, কোম্পানীর বাবুরা কে কে আসছেন? আমার এই প্লান-ট্লানের কথা তাঁদের জানিয়েছিলেন—"

"হাঁ।"

"কবে তক্ তাঁরা আস্তে পারেন?"

"ঠিক ক'রে কিছু লেখেননি। তবে আর চার পাঁচ দিনের ভেতরও এসে হয় ত পড়তে পারেন।"

"তা এক কায করা যাক না? আমাকে ত যেতেই ওখানে হবে। সময় নষ্ট ক'রে আর কায কি? চলেই যাই না একেবারে? গিয়ে একটু ব্যাঙ্কটা ক'রে কাযকর্ম্মেরও একটা বিলি-ব্যবস্থা ক'রে ফেলি। ক'দিন থাকব। মেসে মেসে বেকার ছেলেও ঢের আছে। দেখব যদি তাদেরও কতকগুলি জুটিয়ে আন্‌তে পারি। বেকার সমিতিও ক'ল্‌কেতায় নাকি একটা হয়েছে—"

"হাঁ, প'ড়ে থাকি কাগজে। সভা করছে, বক্তিতে ক'রে রেজোলিউশন পাশ কত করছে—মধ্যে মধ্যে আবার মিছিল ক'রেও বেরোয়—আর চেঁচায়—'বেকার সমিতি কি জয়!' যেন ওতেই বেকার-সমস্যার সমাধান সব হয়ে গেল! পাগল সব! আবার আবদার নিয়েছে—গভর্মেণ্ট একটা বেকার ফাণ্ড খুলুন, এদের কিছু কিছু মাসোহারা তা থেকে বরাদ্দ ক'রে দিন। গভর্মেণ্টের দায় প'ড়েছে!"

"দায় গবর্ণমেণ্টেরই পড়া উচিত বই কি, ঘোষ মশাই। ফাণ্ড ক'রে মাসোহারা না দিক, একটা কিছু করতে তাদের হবেই, যদি শান্তিতে রাজত্ব করতে চায়। এই যে সব বিপ্লবী দল দেখা দিয়েছে —পেটে খেয়ে সুখ-শান্তিতে ছেলেরা দেশে থাকতে পারলে কি আর তা দিত?"

"সেটা—হাঁ, ঠিকই ব'লেছ দাদা। 'বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্।' কেন যে এ বুদ্ধিটা সত্যি ওদের মাথায় আসছে না—"

"মঙ্গল যদি চায়, বুদ্ধিটা মাথায় আনতেই হবে। জাতটা ত ওরা অতি বুদ্ধিমানের জাতই বটে।"

"পরিচয় দিক, তবে ত বলব। যাক সে কথা। আদার ব্যাপারী আমরা, জাহাজের খবরে কায কি? তা হ'লে কবে যেতে চাও?"

"দেখি, ওরা ফিরে ত আসুক। কালই সকালে হয় ত এসে

পৌঁছবে। তার পর আমার ত থাকতে হবে কিছুদিন ; এদিককার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে—এই ধরুন, পরশু তরস্থ তক বোধ হয় চ'লে যেতে পারব।"

"তাই যেও তবে। আচ্ছা, তবে উঠি এখন—সন্ধ্যেও হয়ে এল। ওরে হেরো! কল্কেটা বদলে দিয়ে যা রে, হেরো!"

৩৫

পরদিন বিমল ও সুপ্রকাশ ফিরিয়া আসিল। বরুণার কি শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্বন্ধে কোন কথাই কিরণ জিজ্ঞাসা করিল না। তাহারাও যাচিয়া কিছু বলিল না। সে কলিকাতায় যাইতেছে, গিয়া সেখানে কি করিবে, কত দিন কেন তাহাকে থাকিতে হইবে, ইত্যাদি কথা তুলিয়া অনেক আলাপ-আলোচনা তাহাদের সঙ্গে কিরণ করিল। তার পর তাহার অনুপস্থিতিকালে কি ভাবে তাহারা থাকিবে, কাযকর্ম্ম কি ভাবে চালাইবে, ঘুরিয়া দেখাইয়া তাহার সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন উপদেশ দিয়া, খরচ-পত্র যাহা প্রয়োজন হইতে পারে, একটা হিসাব ধরিয়া তাহাদের হাতে টাকা বুঝাইয়া দিল। দুই দিন পরে শেষে কলিকাতায় চলিয়া গেল। যে দিন বৈকালে গিয়া সে পৌঁছিল, সেই দিনই রাত্রির মেলে বরুণাকে লইয়া তাহার পিতামাতা সিমলায় চলিয়া গেলেন। বরুণা কলিকাতায় আছে কি না, থাকিতে পারে কি না, কিরণ কোথাও খোঁজই তাহার লইল না, লইবার কথাটা মনেও তাহার উঠিল না। আর বরুণা স্বামীর সঙ্গে একটিবার সাক্ষাৎলাভের দুর্দ্দমনীয় দুঃসহ সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনা ভাঙ্গা বুকে ধরিয়া ভ্রাতৃগৃহ হইতে একরূপ তাড়িতা হইয়াই চলিয়া গেল,—একটিবার জানিতেও পারিল না, স্বামী তখন কলিকাতায় উপস্থিত!

পরদিনই কিরণ কোম্পানীর আফিসে গিয়া বাবুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। দশ বারো দিনে কাগজপত্র সব তৈয়ার হইয়া ব্যাঙ্কটা রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল। কিরণ সাত হাজার টাকা আনিয়া দিয়াছিল, উঁহারাও এই দশ বারো দিনের মধ্যে আর তের হাজার টাকা তুলিয়া ফেলিলেন।

স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ হাজার টাকা মূলধন আসিয়া জমিল। বন্দোবস্ত হইল, ব্যাঙ্কের কেন্দ্র থাকিবে কলিকাতায়, আশাপুরে একটা শাখা কিরণের তত্ত্বাবধানে খোলা হইবে। তার পর কর্ম্মপ্রণালী একটা নির্দ্ধারিত হইল। সব খবরের কাগজে তাহার বিবৃতি এবং নায়কস্থানীয় কলিকাতার কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামে শিক্ষিত যুবকদের কাছে চিত্তগ্রাহী একটা আহ্বানও বাহির করা হইল। অক্লান্ত শ্রমে পনের যোল দিনের মধ্যেই এতখানি কায কিরণ অগ্রসর করিয়া ফেলিল। তার পর লোক সংগ্রহের চেষ্টায় মন দিল। বেকার সমিতির আফিসে গেল; অনেক মেসে বোর্ডিংএও ঘুরিল। কলিকাতায় একটা সাড়াই পড়িয়া গেল। অনেক যুবকই আশাপুরে জমি লইয়া বসতি করিবার প্রার্থী হইয়া আসিল। কোম্পানীর বাবুদের কাহারও কাহারও সহযোগিতায় আলাপে ও পরীক্ষায় সম্ভাবিত যোগ্যতা বুঝিয়া আপাততঃ কিরণ বিশটি যুবককে মনোনীত করিয়া লইল। মিষ্ট কথায় অপর সকলকে বুঝাইল, প্রারম্ভেই অতি অধিক লোক লইয়া কাযের সুবিধা হইবে না, সব গোলমাল হইয়া যাইবে। হাজার হইলেও একটা পরীক্ষাই মাত্র হইতেছে, ফলাফল কি হইবে, ভগবানই জানেন। সূচনাটা যদি সফল হইয়া দাঁড়ায়, ক্রমে আরও লোক তাহারা লইয়া ওখানে বসাইতে পারিবে। যখন যেমন প্রয়োজন হইবে, তাহার সংবাদও সময়মত বাহির হইবে।

আরও পনের কুড়ি দিন এই সব কাযে গেল। টাকার প্রতিশ্রুতিও এই সময়ে আরও অনেক পাওয়া গেল। অনেকেই ভরসা দিলেন কায আরম্ভ কর, যদি সফল হয়, ছেলেগুলি যদি কাযে লাগিয়া দেখাইতে পারে, দেশের দারুণ এই অন্ন-সমস্যার একটা সমাধান এই পথে হইতে পারে, তবে টাকার অভাবে কায অচল হইবে না। বাস্তবিক দেশের কল্যাণ চান, এমন লোকও বহু আছেন। আবার এরূপ অনেকের অর্থ-বলও আছে,

যে বল তাঁহারা কল্যাণকর কর্ম্মে নিয়োগ করিতেও প্রস্তুত, বিশেষতঃ যদি এ নিয়োগ কেবল দানের না হইয়া দাদনেরও হয়। তবে কল্যাণকর কর্ম্ম-পথও সর্ব্বদা ঠিক নির্দ্ধারিত হয় না, আর হইলেও তাহাকে সফল করিয়া তুলিবার মত শক্তিমান্ কর্ম্মীও এমন কাহাকেও বড় পাওয়া যায় না, একান্ত আগ্রহে যিনি ইহাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া কাযটিকে সফল করিয়া তুলিবেন। পরীক্ষা যেখানেই কিছু হইয়াছে, হয় কর্ম্মের পরিকল্পনা ক্রিয়াসিদ্ধির অনুকূল হয় নাই, অথবা বুদ্ধির কৌশলে কি গড়ের শক্তিতে কিম্বা অভিনিবেশের ঐকান্তিকতায় ঠিক যোগ্য লোকের হাতে কর্ম্মের ভার পড়ে নাই; তাই ব্যর্থই প্রায়শঃ হইয়াছে। বলিতে লজ্জা হয়, অতি স্বার্থান্বেষী অসাধু লোকের হাতে পড়িয়াও এরূপ অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই সব ব্যর্থতা হেতু একটা পরিকল্পনা মাত্রই টাকা বড় কেহ এখন দিতে চান না। তবে তাহার সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কিরণ যে কর্ম্মপদ্ধতির পরিকল্পনা করিয়াছিল, অনেকেই বুঝিতে পারিলেন, তাহা ক্রিয়াসিদ্ধির অনুকূল, আর সেই ক্রিয়াকে সিদ্ধ করিয়া তুলিবার ভার যে গ্রহণ করিতেছে, সেও তাহার যোগ্য বটে—বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্, ঐকান্তিকতাপরায়ণ ও সাধুচেতা। অনেকেই তাই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল দেখিতে চাহিলেন, প্রথম উদ্যমের ফলটা কিরূপ দাঁড়ায়। তাহাতেও ভরসার বই নিরাশার ভাব বড় কেহ দেখাইলেন না।

এই সব কায শেষ করিয়া এবং এই সব আশা পাইয়া অতি উৎফুল্লচিত্তে নির্ব্বাচিত যুবাদের লইয়া কিরণ আশাপুরে ফিরিয়া গেল। সুখময় বাবুর কাছেও সময়মত পত্র লেখা হইয়াছিল। ইহারা গিয়া আপাততঃ থাকিতে পারে, এরূপ গৃহাদিও তিনি প্রস্তুত করিয়া তখন রাখিয়াছিলেন।

স্থির হইয়াছিল, ত্রিশ বিঘা করিয়া জমি এবং প্রথম বৎসরে ক্রমে মোট পাঁচ শত করিয়া টাকা প্রত্যেকটি যুবককে দাদন দেওয়া হইবে। পরস্পর

সহযোগী হইয়া নিজেদের হাতেই কায আরম্ভ করিবে, মজুরের সহায়তা যতদূর সম্ভব কম লওয়া হইবে। তারপর একটা স্থিতি হইয়া দাঁড়াইলে, যে যেরূপ সুবিধা মনে করে করিবে। জমি আরও কিছু বেশী কেহ চায়, তাহাও পাইবে, যদি বুঝা যায়, নিজেদের সঞ্চয় হইতে নিজেরাই দায়িত্ব লইয়া কায চালাইতে পারিবে। তবে পঞ্চাশ বিঘার উপরে জমি কখনও কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

আরও পনের যোল দিনে এই ভাবে কায আরম্ভ হইয়া গেল। তখন এক দিন পুলিস আসিল। দারোগা বাবু যুবকদের নাম, পরিচয়, পৈতৃক বাসভূমির ঠিকানা, অভিভাবক কাহার কোথায় কি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, যোড়শ বর্ষ বয়স হইতে কে কোথায় কি পড়িয়াছে, কাযকর্ম্ম কি করিয়াছে, তাহার সব বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তার পর বিমলাংশু, সুপ্রকাশ এবং নবাগত যুবকদের মধ্যেও চার পাঁচ জনকে গ্রেফতার করিলেন।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি অপরাধে এদের গ্রেপ্তার করা হ'ল?"

গম্ভীরভাবে দারোগা বাবু উত্তর করিলেন, "অপরাধ এখনও কিছু সাব্যস্ত হয় নাই।"

"তা হ'লে অভিযোগটা এদের বিরুদ্ধে কি?"

Bengal Criminal Law Amendment Act—অর্থাৎ যেটাকে লোকে 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' ব'লে জানে তারই বলে গ্রেফ্‌তার করা হ'ল। স্পষ্ট কোনও অভিযোগের আবশ্যকতা তাতে হয় না। তবে টেররিষ্ট মুভমেণ্টের (Terrorist Movementএর) সঙ্গে সংস্রব আছে, এরূপ সন্দেহের কারণ কিছু পাওয়া গেছে।"

"সন্দেহ! কেবল সন্দেহ?"

"হাঁ—এই আইনে গ্রেফতারের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কেন, এটা কি আপনার জানা ছিল না?"

অতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কিরণ কহিল, "এরা কি তবে 'ডেটিন্যু' হয়ে থাক্‌বে ?"

"আপাততঃ ডিটেন্‌ড (detained) থাক্‌বে বটে,—ঠিক ডেটিন্যু নয়। অনুসন্ধান হবে, তাতে যদি দেখা যায়, এরূপ সংস্রবের প্রমাণ এদের বিরুদ্ধে কিছু নেই ; সন্দেহের যা কারণ ঘটেছে, তা অমূলক ; তখন ছেড়েই দেওয়া হবে। আর সে প্রমাণ ঠিক পাওয়া গেলে তখন 'ডেটিন্যুই' বোধ হয় হবে।"

"তা সেই প্রমাণগুলো পাওয়ার পর গ্রেফ্‌তার কর্‌লে ঠিক হ'ত না ?"

"তদ্দিনে বড় একটা mischief'ও ঘটে উঠতে পারে—যা সামলাতে শেষে অনেক বেগ পেতে হয় ত হবে। Prevention is better than cure। তাই সন্দেহের উপরেই গ্রেফ্‌তার করা হয়ে থাকে, আর অনুসন্ধানের কালটা এদের ডিটেইন (detain) ক'রেই সাধারণতঃ রাখা হয়। এরা বড় একটা কলোনীর প্লান এখানে করেছেন, যা নাকি বড় একটা সেণ্টার অব ট্রবল্‌ও (centre of trouble) হয়ে উঠতে পারে। তা এই আইন-কানুনগুলো ভাল ক'রে জেনে নেননি, এটা আশ্চর্য্য বটে। যাই হ'ক, বড় একটা কাযে আপনি হাত দিয়েছেন, নামটামও খুব হয়েছে। তাই আপনার খাতিরে—out of respect for you—অবস্থাটা সব বুঝিয়ে দিলাম।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কিরণ কহিল, "তা হ'লে এদের—এখুনি নিয়ে যাবেন আপনাদের সঙ্গে ?"

"হাঁ। তবে তৈরী হবার জন্য ঘণ্টাখানেকের সময় এদের দিতে পারি।"

"কোথায় থাক্‌বে এরা আপাততঃ—এই অনুসন্ধান যদ্দিন হয় ?"

"সম্ভবতঃ আলিপুর জেলে। অনুসন্ধান ত চল্‌ছেই। হয় ত শীগ্‌গিরই একটা কিনেরা একটা হয়ে যেতে পারে।"

"আচ্ছা, যান তবে নিয়ে। তোমরা তৈরী হয়ে নাও। আর শোন, বিনোদ, বিপিন, অনিল, তারক, হরিদাস—তোমরা সবে এখানে এসেছ, তোমাদের সম্বন্ধে ঠিক বল্‌তে পারিনে কিছু। তবে বিমল আর সুপ্রকাশ! আজ এই মাস তিনেক তোমরা আমার সঙ্গে কায করছ। স্পষ্ট এটা বুঝতে পেরেছি, তোমরা এসেছ অনেক দুঃখ পেয়ে, এই কাযে একটা স্থিতিলাভ করতে, আর তাতে ক'রে সাংসারিক একটা উন্নতিলাভ করতে। যতদূর মনে হয়, বিপ্লবী বা টেররিষ্ট কেউ সেটা চায় না। কাযের ধরণও হয় তাদের আলাদা এক রকম, আলগা আলগা ভাবের। কাযটা হয় তাঁদের এখানে থাক্‌বার একটা ছল মাত্র—পদে পদে সেটা ধরা পড়ে। তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'রব না কিছু। করাও মিছে। এ রকম কোনও সংস্রব যদি তোমাদের থাকেও, অথবা কখনও ছিল এমন হয়ে থাকে, সেটা খুলে বল্‌তে পারবে না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা তোমাদের নেই; বিপ্লব ঘটাবার কোন ষড়যন্ত্র নিয়ে তারই সুযোগ খুঁজতে তোমরা এসনি। এসেছ সাংসারিক স্থিতিলাভ করতে।"

অন্য কয়েকটি যুবকও বলিয়া উঠিল, "আমরাও তাই এসেছি, দাদা! অন্য কোথাও পথ আর কিছু নেই। এখানে পেয়েছি, তাই এসেছি। বিপ্লবী আমরা নই।"

"সুখের কথা। তবে বিমল আর সুপ্রকাশের সম্বন্ধে যতটা জোর ক'রে আমি বল্‌তে পারি,—বুঝতেই পারছ, তোমাদের সম্বন্ধে তা পারিনে। যা হ'ক, বিশ্বাস আমি তোমাদের করছি।"

"তাই আপাততঃ যথেষ্ট দাদা!"

ছল-ছল চোখে ঈষৎ কম্পিতস্বরে কিরণ কহিল, "নির্ভয়ে যাও সকলে, ভগবানের উপরে ভরসা রেখে যাও। যদি নির্দ্দোষ হও—মন আমার ডেকে বলছে, তোমরা নির্দ্দোষ—মুক্ত হয়ে আবার তোমরা এখানে

আস্‌বেই। হয় ত—হয় ত বা কোনও চক্রান্ত কারও হবে। যাই হ'ক, আমিও যাচ্ছি কলকেতায়। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব। বুঝিয়ে সব তাঁকে বলব। ভরসা করি, মুক্ত ক'রেই তোমাদের আন্‌তে আবার পার্‌ব।"

দারোগা বাবুরও চক্ষু দুটি ছলছল হইয়া উঠিয়াছিল। উচ্ছ্বাসটা কিছু সংযত করিয়া কহিলেন, "তাই যান, মিষ্টার রায়। হয় ত—হয় ত—বোঝাতে আপনি পার্‌বেন, মুক্তিও এরা পাবে। তবে কি জানেন, অনুসন্ধানটা ঠিক আমার হাতে নয়। ওপর থেকে অর্ডার পেয়েই আমি এসেছি।"

"ধন্যবাদ মশাই। চাকরী করেন, অর্ডার আপনাকে পালন করতেই হবে। আর অনুসন্ধান—তা ঠিক আপনার হাতে থাক্‌লেই বা কি হ'ত? সরকারী কর্ম্মচারী আপনি, সরকারের পক্ষে আপনার কর্ত্তব্য যা হ'ত, পালন না ক'রে পার্‌তেন?"

একটু যেন লজ্জা পাইয়া দারোগা বাবু কহিলেন, "হাঁ, তা বটে। সে যাই হক, ওদের তা হ'লে এখন তৈরী হয়ে নিতে বলুন।"

"হাঁ, যাও তোমরা, তৈরী হয়ে নেও গে।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তৈয়ারী হইয়া সকলে আসিল। দারোগা তাহাদের লইয়া চলিয়া গেলেন।

যাহারা রহিল, তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিল। কিরণ বড় ভয় পাইল। তাই ত! তাহার এত আকাঙ্ক্ষিত এই "কলোনী" কি সূচনাতেই তবে ভাঙ্গিয়া যাইবে? ধীরভাবে বুঝাইয়া সকলকে তখন কহিল, "ভয় পেয়ো না তোমরা। কয়েকটা দিন নির্ভয়ে ভরসা বুকে ধ'রে থাক। সুখময়বাবু তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন। আমি যাচ্ছি, ক'দিনেই ভরসা করি সুরাহা একটা ক'রে আস্‌তে পারব।

যদি না পারি, ভগবান্ যদি বিরূপই এমন হন, তখন যে যা ভাল মনে কর ক'রো। কাউকে কোন বাধা আমি দেব না। কেমন, বল, থাকবে ত সবাই ?"

একবাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল, "থাক্‌ব, দাদা, থাকব !"

সুখময় বাবু একেবারে স্তব্ধ হইয়াই এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া তখন কিরণকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন।

৩৬

কলিকাতায় পৌছিয়াই কিরণ কোম্পানীর আফিসে গিয়া সংবাদ দিল। প্রধান প্রধান বাবুরা কয়েক জনে সমবেত হইলেন। কেহ কেহ বড় ভয়ও পাইলেন। একজন বলিয়াই ফেলিলেন, "আর কায নেই বাবা! ও সব স্কীম টিম্ এখন ছেড়ে দিয়ে চাষী প্রজাদের নিয়েই বসান যাক্। এ কলোনী ত গেলই। নতুন আবার একটা হাঙ্গামা কর্‌তে যাও, নিজেদের জান প্রাণ নিয়ে টান পড়বে তখন। ও হবার কিছু নয় এ দেশে।"

কিরণ কহিল, "হওয়াতেই হবে, সনৎ বাবু, দেশকে যদি বাঁচাতে চান।"

"আর দেশকে বাঁচাতে চান! আপনি বাঁচলে বাপের নাম!—কবে এসে হাতে হাতকড়ি পড়বে, পৈতৃক সম্পত্তিটুকু বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে—"

"অত ভয় কেন আগেই পাচ্ছেন, সনৎ বাবু? হদ্দ না হয় কলোনীটাই হবে না। আপনাদের অত ভয় পাবার কোনও কারণ ত দেখতে পাচ্ছি না। বিপদ যদি কিছু হয়, আমার হ'তে পারে। প্লান আমার, ওদের নিয়ে কায করছি আমি—"

"কিন্তু করাচ্ছি আমরা, প্লানটা গ্রহণ ক'রে কাযের ভার দিইছি আপনার হাতে আমরা। সুতরাং primary responsibility (মূল দায়িত্ব) আমাদেরই বটে।"

"তা বটে। আমিও সেটা অস্বীকার করছি না। তবে সঙ্কটের কারণ কিছু দেখা গেলে, তখনই ত সব বন্ধ ক'রে গুটিয়ে ফেল্‌তে পার্‌বেন, সন্তোষজনক কৈফিয়ৎও একটা দিতে পার্‌বেন। কারণ এ কাযের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট আমি, আপনারা নন।"

"কিন্তু জালটা যে ওদের কতদূর গিয়ে ছড়িয়ে পড়বে—"

"যতদূরই পড়ুক, একটা সীমা অবশ্য থাকবে। যতদূর বুঝতে পারি, আপনারা তার বাইরেই রয়ে যাবেন। আর সত্যি দেশের আর্থিক উন্নতির জন্যে, বেকার সব ছেলেদের কাযে বসানোর জন্যে, এ জাতীয় চেষ্টা যেখানেই যারা করছে, কি করবে, সবাইকে কিছু আর এক বেড়াজালে ছেঁকে তারা টেনে আনতে পারে না। বোঝাতে পারলে এইটেই বরং বুঝবে, যারা করছে, তারা দেশের সঙ্গে তাদেরও ভাল করছে। সেইটেই আমি বোঝাতে চাই।"

"পারেন ভাল। তবে কি না—"

আর এক জন—অমূল্য বাবু—তখন বলিয়া উঠিলেন, "ও সব তবে কিনা টিনা এখন রেখে দেও, সনৎ। শেষ এই একটা চেষ্টা এখন ক'রে দেখতেই হবে। তার আগে হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। ঐ যে কথায় বলে—ছ'মাসের চাল ঘরে থাকতে আগেই বাটি গিলে মরব? লোকেই বা বলবে কি? এই ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা কায সুরু করা হ'ল, পুলিস গিয়ে দুটো ছেলেকে কি ভেবে ধ'রে আনল, আর অমনি সব ভেঙ্গেচুরে যাবে খেলার ঘরের মত? আরে ছ্যা! তা কখনও হয়?"

সুরেশ্বরবাবু কহিলেন, "আর একটা কৈফিয়ৎও ত আমাদের এখন দিতে হয়। তাই না দিয়ে আগেই অমনি ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ফিরলে এইটেই বরং ওদের বুঝতে দেওয়া হবে, কুমতলবই একটা আমাদের ছিল।"

সুরেশবাবু কহিলেন, "হাঁ, ঠিক বলেছ, দাদা! সন্দেহ ক'রে যদি পেছনে লাগে, তাতেই বরং লাগবে।"

অমূল্যবাবু কহিলেন, "হাঁ, আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। কিরণবাবু যা করতে চাইছেন, অন্ততঃ একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও ত তাতে

আমাদের হবে। খুসী যদি হয়, ভাল। না হয়, তখন যা হবার হবে। কি বল হে, সনৎ?"

"বেশ, একবার দেখা ত উনি গিয়ে করুন। কিন্তু কি ক'রে সেটা হ'তে পারে?"

কিরণ কহিল, "আমাদের পেট্রন্ বড়লোক যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের ভেতর এমন কেউ কেউ অবশ্য আছেন, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বেশ খাতির যাঁদের আছে। এমন কাউকে ধ'রে সাহেবের সঙ্গে একটা ইণ্টারভিউএর (interview) বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হবে। ইণ্টারভিউ একবার পেলে যা বল্‌বার আমিই বল্‌ব। পরিচয় দেবার মত চিঠিপত্র আর টেষ্টিমোনিয়াল যা আমার আছে, তাতে একেবারে উড়িয়েও আমাকে বোধ হয় দিতে পারবে না। এলাহাবাদে আমাদের সেই কারখানার বড় সাহেব সেদিনও যে চিঠিটা আমাকে লিখেছেন, আমাদের এই সব স্কীমের খবর কাগজে দেখে, সঙ্গেই তা এনেছি।"

সকলেই একবাক্যে তখন বলিলেন, হাঁ, একটা ইণ্টারভিউএরই বন্দোবস্ত করা হউক। যদি মিটিয়া যায় ভাল, নতুবা পরে কর্ত্তব্য যাহা হয় স্থির করা হইবে।

রাজা উপাধিধারী কলিকাতারই কোনও বড় জমিদার কোম্পানীর নূতন এই কর্ম্মপদ্ধতির এক জন পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন এবং কায আরম্ভ হইলে অর্থ-সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত বেশ একটু খাতির তাঁহার ছিল। কিরণের সঙ্গে আলাপ করিয়া এবং তাহার সব চিঠিপত্র ও টেষ্টিমোনিয়াল দেখিয়া বিশেষ প্রীত তিনি হইলেন। তিনিই বড়স[illegible] সঙ্গে কিরণের একটা সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন[illegible]র চিঠিপত্র ও টেষ্টিমোনিয়ালগুলিও তাঁ[illegible] দেখাইলেন। [illegible] প্রতিশ্রুতি অবশ্য কিছু দিলেন [illegible]

বলিলেন, বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া সব অবস্থা বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়মত রাজা বাহাদুরের একখানি চিঠি লইয়া কিরণ সাহেবের আফিসে গেল। সাহেব কিরণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিরণ গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহেব একবার চাহিয়া দেখিলেন, তার পর তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়া কিরণ সম্মুখের একখানি আসনে বসিল।

সাহেব কহিলেন, "আপনার চিঠিপত্র আর টেষ্টিমোনিয়াল সব দেখেছি অনুসন্ধানে সংবাদও যা সংগ্রহ করা হয়েছে, তার সঙ্গে মোটামুটি একটা মিলও তার পাওয়া যাচ্ছে। পাঠ্যাবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে এলাহাবাদে আপনি যত দিন ঐ কাযে ছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু পাওয়া যায়নি, যাতে কোনও আপত্তির কারণ গবর্ণমেণ্টের থাকতে পারে।"

একটু শির নোয়াইয়া কিরণ কহিল, "এই অভিমতে যার পর নাই সুখী হলাম, সাহেব। কিন্তু এলাহাবাদ ছাড়বার পর আমার কোনও কাযে কি ব্যবহারে গবর্ণমেণ্টের আপত্তির কারণ কি কিছু ঘটেছে?"

সাহেব উত্তরে কহিলেন, "উচ্চবেতনে গুরুদায়িত্বপূর্ণ উচ্চ একটা কাযেই আপনি নিযুক্ত ছিলেন। অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট অর্জ্জন করেছিলেন। এ দেশের লোকের পক্ষে যোগ্যতা থাকলেও এরূপ সুযোগ কি ভাগ্য সচরাচর ঘটে না। কিন্তু হঠাৎ সেই কায ছেড়ে দিয়ে আপনি চ'লে এলেন, সেটা কি বিশেষ রহস্যজনক ব'লে মনে হ'তে পারে না?"

"হ'তে পারে বটে। কিন্তু তাতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তির কারণ কিছু থাকতে পারে কি?"

এই প্রশ্নের কোনও উত্তর সোজাসুজি না দিয়া সাহেব কহিলেন, ‘কায ছেড়ে আপনি একেবারে বাদা অঞ্চলে সাধারণ এক জন গ্রাম্য গৃহস্থের মতই জমি নিয়ে গিয়ে ব’স্‌লেন! সম্পত্তি অনেক সঞ্চয় ক’রে-ছিলেন,—সব আপনার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ছেড়ে দিয়ে অতি সামান্য সম্বল নিয়েই আপনি ওখানে যান।”

“হাঁ, তাই যাই বটে। কিন্তু—”

“আপনার উচ্চপদ আর উচ্চ আয়ের উপযোগী অনেকটা ইয়োরোপিয়ান ষ্টাইলেই ক’বছর ওখানে কাটিয়েছেন এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। হঠাৎ সেই ষ্টাইল—সেই সব অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে একেবারে এ দেশের গ্রাম্য গৃহস্থের ষ্টাইল আপনি গ্রহণ করেছেন। এরূপ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্তও বড় কোথাও দেখা যায় না।”

“পৈতৃক বহু সম্পত্তি, রাজ্য, বাল্যাবধি অভ্যস্ত রাজকীয় ভোগবিলাস পর্য্যন্ত হঠাৎ একদিনে ত্যাগ ক’রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক এ দেশে আছে। তা ছাড়া এ সংবাদও হয় ত আপনারা পেয়েছেন, চাকরী যত বড়ই গত কয় বছর আমি ক’রে থাকি, আর চাকরীর আয়ে যতই ভোগবিলাসে সে কয় বছর কাটিয়ে থাকি, এ দেশেরই গ্রাম্য এক জন গৃহস্থের ছেলে আমি। নূতন এই জীবনটা আমার পক্ষে একেবারে নূতন নয়।”

“হাঁ, সে সংবাদও আমরা পেয়েছি। কিন্তু অত বড় উঁচু একটা ষ্টাইলে উঠে, তা’তে অভ্যস্ত হয়ে, নাম্‌তে সহজে কেউ পারে না। সন্ন্যাস যারা গ্রহণ করে, করে ধর্ম্মের প্রেরণায়; আর সে প্রেরণা কোনও কারণে হঠাৎও কারও আস্‌তে পারে। কিন্তু আপনি ত. সে রকম কোনও প্রেরণায় চাকরী ছেড়ে, ঐ ষ্টাইল থেকে এই ষ্টাইলে নেমে আসেননি; সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন নি।”

বলিলেন, বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া সব অবস্থা বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়মত রাজা বাহাদুরের একখানি চিঠি লইয়া কিরণ সাহেবের আফিসে গেল। সাহেব কিরণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিরণ গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহেব একবার চাহিয়া দেখিলেন, তার পর তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়া কিরণ সম্মুখের একখানি আসনে বসিল।

সাহেব কহিলেন, "আপনার চিঠিপত্র আর টেষ্টিমোনিয়াল সব দেখেছি। অনুসন্ধানে সংবাদও যা সংগ্রহ করা হয়েছে, তার সঙ্গে মোটামুটি একটা মিলও তার পাওয়া যাচ্ছে। পাঠ্যাবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে এলাহাবাদে আপনি যত দিন ঐ কাযে ছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু পাওয়া যায়নি, যাতে কোনও আপত্তির কারণ গবর্ণমেণ্টের থাকতে পারে।"

একটু শির নোয়াইয়া কিরণ কহিল, "এই অভিমতে যার পর নাই সুখী হলাম, সাহেব। কিন্তু এলাহাবাদ ছাড়বার পর আমার কোনও কাযে কি ব্যবহারে গবর্ণমেণ্টের আপত্তির কারণ কি কিছু ঘটেছে?"

সাহেব উত্তরে কহিলেন, "উচ্চবেতনে গুরুদায়িত্বপূর্ণ উচ্চ একটা কাযেই আপনি নিযুক্ত ছিলেন। অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট অর্জ্জন করেছিলেন। এ দেশের লোকের পক্ষে যোগ্যতা থাকলেও এরূপ সুযোগ কি ভাগ্য সচরাচর ঘটে না। কিন্তু হঠাৎ সেই কায ছেড়ে দিয়ে আপনি চ'লে এলেন, সেটা কি বিশেষ রহস্যজনক ব'লে মনে হ'তে পারে না?"

"হ'তে পারে বটে। কিন্তু তাতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তির কারণ কিছু থাকতে পারে কি?"

এই প্রশ্নের কোনও উত্তর সোজাসুজি না দিয়া সাহেব কহিলেন, "কায ছেড়ে আপনি একেবারে বাদা অঞ্চলে সাধারণ এক জন গ্রাম্য গৃহস্থের মতই জমি নিয়ে গিয়ে ব'স্‌লেন! সম্পত্তি অনেক সঞ্চয় ক'রে-ছিলেন,—সব আপনার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ছেড়ে দিয়ে অতি সামান্য সম্বল নিয়েই আপনি ওখানে যান।"

"হাঁ, তাই যাই বটে। কিন্তু—"

"আপনার উচ্চপদ আর উচ্চ আয়ের উপযোগী অনেকটা ইয়োরোপিয়ান ষ্টাইলেই ক'বছর ওখানে কাটিয়েছেন এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। হঠাৎ সেই ষ্টাইল—সেই সব অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে একেবারে এ দেশের গ্রাম্য গৃহস্থের ষ্টাইল আপনি গ্রহণ করেছেন। এরূপ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্তও বড় কোথাও দেখা যায় না।"

"পৈতৃক বহু সম্পত্তি, রাজ্য, বাল্যাবধি অভ্যস্ত রাজকীয় ভোগবিলাস পর্য্যন্ত হঠাৎ একদিনে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক এ দেশে আছে। তা ছাড়া এ সংবাদও হয় ত আপনারা পেয়েছেন, চাকরী যত বড়ই গত কয় বছর আমি ক'রে থাকি, আর চাকরীর আয়ে যতই ভোগবিলাসে সে কয় বছর কাটিয়ে থাকি, এ দেশেরই গ্রাম্য এক জন গৃহস্থের ছেলে আমি। নূতন এই জীবনটা আমার পক্ষে একেবারে নূতন নয়।"

"হাঁ, সে সংবাদও আমরা পেয়েছি। কিন্তু অত বড় উঁচু একটা ষ্টাইলে উঠে, তাতে অভ্যস্ত হয়ে, নাম্‌তে সহজে কেউ পারে না। সন্ন্যাস যারা গ্রহণ করে, করে ধর্ম্মের প্রেরণায়; আর সে প্রেরণা কোনও কারণে হঠাৎও কারও আস্‌তে পারে। কিন্তু আপনি ত সে রকম কোনও প্রেরণায় চাকরী ছেড়ে, ঐ ষ্টাইল থেকে এই ষ্টাইলে নেমে আসেননি; সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন নি।"

গবর্ণমেণ্ট নিজেও এই পথে এই সমস্যা-সমাধানের দিকে মনোযোগী হয়েছেন।”

“হাঁ, তা হয়েছেন জানি। তা’ হ’লে এটা বোধ হয় এখন স্বীকার করবেন, আমাদের এই চেষ্টা সেই একই পথে হচ্ছে, লক্ষ্যও এক। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সহায়তাই আমরা করছি।”

“চেষ্টা অনেকটা একই পথে হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক এক নাও হ’তে পারে। আপনি কি মনে করেন অতি কৌশলী বিপ্লববাদী কেউ এই উপায়ে বিপ্লবাত্মক বড় একটা দল আর শক্তির কেন্দ্র গ’ড়ে তুলতে পারে না?”

“পারে না, এমন কথা বলতে পারি না, সাহেব। তবে সেরূপ কোনও কৌশলী বিপ্লববাদী আমি, সেইরূপ অভিসন্ধি ক’রেই এই কার্য্যে হাত দিয়েছি, এমন কোনও দূর-সন্দেহের কারণও কি আপনারা পেয়েছেন?”

“আপনার পূর্ব্বকার জীবনে এমন কোনও সন্দেহের কারণ এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনও দিন আপনার কোনও সংস্রব ছিল, এমন সংবাদও আমরা কিছু পাইনি।”

“না, তা ছিল না। নিজে আর্থিক উন্নতি লাভ করব, আর সেই উন্নতি লাভ ক’রে নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকব, পাঠ্যাবস্থা থেকে এইটিই মাত্র আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল। আর সেই সুখ-স্বচ্ছন্দতারও আদর্শ আমার একটা ছিল—সেটা কতকটা আপনাদের দেশেরই অনুরূপ।”

“আর সেই আপনি আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত আর্থিক উন্নতি, পদ-প্রতিষ্ঠা, সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শের অনুরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতা সব লাভ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সব ত্যাগ ক’রে, এই কাযে এসে নেমেছেন; কাযের ক্ষেত্রও নির্ব্বাচন করেছেন, দূর ও জনবিরল এমন এক যায়গায়—

যেখানে অতি অভাবেও সহজে কেউ যেতে প্রস্তুত হয় না। এ নাগাৎ হয়নিও বড় কেউ, যদিও ঐ জমিদার কোম্পানীর এই রকম একটা স্কীম এই ক'বছর থেকেই আছে।"

"আছে। কিন্তু আকৃষ্ট তাঁরা কাউকে করতে পারেননি। করতে হ'লে ছুটি ব্যবস্থা আগে চাই। একটি হচ্ছে ব্যাঙ্ক ক'রে যারা যাবে তাদের টাকা দাদন করা, আর একটি হচ্ছে কাযে ওখানে ব'সে হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়া কি ভাবে কায করতে হবে। দক্ষ এক জন পরিচালকও দরকার বটে। কিন্তু কিছুরই ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন নি। তার পর স্থানের কথা? বাঙ্গালার সব বসতিপূর্ণ গ্রামে একসঙ্গে এত জমি কোথাও যে সংগ্রহ করা সহজে সম্ভব হয় না, এ কথা আপনারাও জানেন। গবর্ণমেণ্টকেও যদি এই রকম কোনও স্কীম ক'রে বেকার-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা কিছু করতে হয়, এই রকম সব দূর নতুন আবাদেই জমি নিতে হবে।"

"সম্ভব। কিন্তু কাযকর্ম্মের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট নিজেই তখন করবেন, আর তা চলবেও গবর্ণমেণ্টের নিজের তত্ত্বাবধানে।"

কিরণ উত্তর করিল, "দেশের কোনও লোক অথবা কোনও কর্ম্মিসমিতি যদি স্বতন্ত্রভাবে বেকার-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এই সব উপায়ে করে—"

"করতে পারে। গবর্ণমেণ্টের বাধা দেওয়া সঙ্গত হবে না। সে অধিকারও নাই, বরং সহায়তা করাই উচিত হবে। তবে সব নির্ভর করছে, কে বা কারা এই কাযে হাতে দিচ্ছে, তার উপরে।"

"আমাদের এই জমিদারী কোম্পানী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোনও আপত্তির কারণ বোধ হয় কিছু নাই?"

"না।—আর অস্পষ্ট একটা স্কীমই মাত্র তাঁদের ছিল—কতকটা pious wishএর মত; বাস্তব একটা কাযে মূর্ত্তি ধ'রে তা কখনও

উঠত কি না সন্দেহ, যদি না আপনি গিয়ে এইভাবে এটা হাতে নিতেন।”

“তা হ’লে—আপত্তি হচ্ছে আমারই সম্বন্ধে, আমি কাযটা হাতে নিয়েছি, তাই?”

সাহেব কহিলেন, “আপনি আমার শেষ কথাটার উত্তর দিয়েছেন, যেটা যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক ব’লেও ধ’রে নিতে পারি। কিন্তু প্রথম কথাটার কোনও উত্তর দেন নাই, বরাবরই সেটা যেন এড়িয়ে যেতে চাইছেন।”

“কথা ত এই, যে এত লোক থাকতে আমি কেন হঠাৎ অমন চাকরী ছেড়ে এই কাযে এসে পড়লাম, আর নাগরিক অত সুখ-স্বচ্ছন্দতা আর ভোগবিলাস ছেড়ে গ্রাম্য এই কঠোরতার জীবন-অবলম্বন করলুম—”

“যার কোনও দূর সম্ভাবনাও কেউ কখনও ভাবতে পারেনি। এই রকম একটা উদ্দেশ্য আপনার থাকতে পারে, কোনও ব্যবহারে কখনও তা বোঝা যায়নি। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ কখনও কখনও আপনি লিখেছেন। কিন্তু দেশের বেকার-সমস্যা, তার সমাধান কি ভাবে হ’তে পারে, আর দেশের মঙ্গলের পক্ষে এ জাতীয় আর্থিক স্থিতির একটা প্রয়োজন আছে, এ সব চিন্তাও আপনি কখনও করেছেন ব’লে মনে হয় না। অন্ততঃ আপনার কাযকর্ম্মে, ব্যবহারে আর এই সব আলোচনা থেকে কোনও আভাস তার পাওয়া যায়নি।”

“এ আভাসও কিছুতে বোধ হয় পাননি যে, বিপ্লবাত্মক কোনও মতবাদ আমি পোষণ করি?”

“না, তাও পাইনি। পূর্ব্বেই এ কথা বলেছি। তবে এটাও ত হ’তে পারে, অতি চতুর ব’লে আপনি ধরা দেননি, গূঢ়ভাবেই এ সব মতলব মনে মনে পোষণ করেছেন। তার পর সময় ও সুযোগ বুঝে কাযে হাত

দিয়েছেন। তা ও এমন একটা উপলক্ষ্য ধ'রে, যার বাকি সাধু একটা দিক্‌ও লোককে দেখান যেতে পারে, মূল লক্ষ্যটা সহজে না ধরা পড়ে।"

একটুকাল নীরব থাকিয়া কিরণ কহিল, "আপনারা অনেক সংবাদ আমার সম্বন্ধে সংগ্রহ করেছেন। তা হ'লে এটাও অবশ্য জান্‌তে পেরেছেন, কেন কি অবস্থায় আমি চাকরী ছেড়ে চ'লে আসি?"

"হাঁ, সেটাও আমাদের অবিদিত নয়। তবে পারিবারিক অশান্তির কারণ যতই আপনার ঘ'টে থাক্, অত বড় চাকরী ছেড়ে জীবনটার ধরণই একেবারে বদ্‌লে ফেলে, এই রকম নূতন একটা কাযে এসে প্রবৃত্ত হবার প্রেরণা যে কেবল তা থেকেই এসেছে, এটা স্বীকার ক'রে নেওয়া খুব শক্ত নয়, কি?"

কিরণ উত্তর করিল, "হতে পারে শক্ত। কিন্তু জীবনের এই পরিবর্ত্তন আমার তা থেকেই ঘটেছে, এই প্রেরণা ক্রমে তা থেকেই এসেছে। কি ক'রে সেটা আপনাদের বোঝাব, জানি না। তবে খোলাখুলি ভাবেই সব আপনাকে বল্‌ছি। বিশ্বাস করবেন কি না, করাতে আমি পারব কি না, ভগবান্ জানেন। একেবারে অতিষ্ঠ হয়েই চাকরী আমি ছেড়ে দিই। অন্য কোথাও ঐ রকম আর কোনও চাকরীতে গেলেও সমান অশান্তির ভাগী হয়েই আমাকে থাক্‌তে হ'ত। তাই মনে হ'ল, দূর কোনও গ্রাম্য অঞ্চলে গিয়ে চাষবাস ক'রে কোনও মতে জীবনটা কাটাতে পার্‌লেই বোধ হয় একটু শান্তি অন্ততঃ আমি পাব। যে সব গুরু অপরাধের ফলে এই দুর্ভাগ্য আমার ঘটল, তারও প্রায়শ্চিত্ত কিছু তাতে হবে। এ কাযে গেলে সাহেবী কায়দায় ভোগবিলাসের অভ্যাস ছেড়ে এদেশী গ্রাম্য গৃহস্থের মত খুব অনাড়ম্বর ভাবে আমাকে থাক্‌তে হবে, তা জান্‌তাম, মনটাও প্রস্তুত ক'রে নিয়েছিলাম। গ্রাম্য গৃহস্থের সন্তান আমি ছিলাম,—এই জীবনটা একেবারে অপরিচিত কি অনভ্যস্তও আমার ছিল না। এই জমিদারী

কোম্পানীর বিজ্ঞাপন একটা আমি দেখলাম। জমি সুলভ, আর মনে হ'ল, ঐটেই হবে বর্ত্তমান অবস্থায় আমার উপযুক্ত স্থান। তাই চাকরী ছেড়ে সামান্য কিছু সম্বল হাতে ক'রে ওইখানেই জমি নিয়ে গিয়ে বসলাম। এই সব কাযের কোনও প্রেরণা তখন ছিল না ; এ রকম কোনও কাযের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারি, দূর একটা কল্পনাও তার মনে কখনও ওঠেনি। প্রেরণা আমি পেয়েছি পরে, ক্রমে কাযে ওখান থেকে, ওঁদের যে কর্ম্মচারী ওখানে আছেন তাঁর সঙ্গে ওঁদের এই স্কীমের কথা, দেশের যুবকদের দুর্গতির কথা আলোচনা করতে করতে। প্রেরণা যখন পেলাম, একেবারে মেতে উঠলাম, সমস্ত মন আমার এই দিকে ঝুঁকে পড়ল, দৃঢ়-সংকল্প হয়ে কাযে লাগলাম। আমার স্বভাবেরই গতি অনেকটা এই রকম। যাহ'ক, তখন ভাবলাম, দেখি, এই পথে দেশের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরই এই দুর্গতি, দৈহিক মানসিক আর নৈতিক যে অতি অস্বাস্থ্যকর একটা বিকার তা থেকে এসেছে, বহু অশান্তির বিক্ষোভও দেখা দিয়াছে, দেশ একেবারে জাহান্নমে যেতে বসেছে—তা থেকে ফিরিয়ে দেশটাকে সুস্থ, সবল আর কল্যাণকর একটা ক্রিয়াশীলতায় শান্তি ও সন্তোষপূর্ণ সুখস্বচ্ছন্দতার অবস্থায় তুলে নিতে পারি কি না। বিপ্লবের কথা বলছেন, সাহেব? বিপ্লবের বুদ্ধি, বিপ্লবের আন্দোলন, দেখাই দিয়েছে দেশের এই দুর্গতি থেকে। অশেষ দুঃখ পাচ্ছে, দেহে মনে অতি হীন হয়ে এরা পড়েছে, প্রতিকারের কোনও পথ পাচ্ছে না, তাই। কল্যাণকর কাযের পথ যদি এরা পায়, কল্যাণের ভাগী হয়, বিপ্লব বাধিয়ে তা নষ্ট করতে কেউ চাইবে না, বিপ্লবের বুদ্ধিই কারও মাথায় তখন আসবে না।"

পূর্ব্ব হইতেই কিরণের কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে একটা শ্রদ্ধার ভাব সাহেবের চিত্তে দেখা দিতেছিল। কোনওরূপ দুরভিসন্ধি ইহার থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় নাই। এখন এই কথাগুলিতে এমন একটা সরল

আন্তরিকতার, দেশের কল্যাণসাধনে এমন ঐকান্তিক একটা আগ্রহের ধ্বনি উঠিতেছিল, যাহার গভীর স্পর্শ সাহেবের চিত্তকে আলোড়িত করিল। কোনওরূপ সন্দেহের দ্বিধা মনে তিনি আর রাখিতেই পারিলেন না। বুঝিলেন, বিপ্লববাদী কেহ এরূপ উপায়ে বিপ্লবাত্মক শক্তিচক্র একটা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারে বটে, কিন্তু এই যুবক তাহা করে নাই, উচ্চতর একটা সাধু প্রেরণার বশেই এই ব্রত সে গ্রহণ করিয়াছে। আর সেই প্রেরণা তার আসিয়াছে পরে, যুবক যেমন বলিল, ঠিক সেইভাবে। এটা অতি সম্ভবও বটে।

যাহা হউক, এই মনোভাবের কোনও আভাস না দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধীর গভীর সংযত ভাবেই তিনি কহিলেন, "আপনি কি বলতে চান, বিপ্লববাদ আর বিপ্লবাত্মক এই আন্দোলন, আর তার সঙ্গে এই terrorism—অন্নসমস্যা বেকার সমস্যা আর তার যত দুঃখ—তা থেকেই এসেছে? এইটে দূর হ'লেই ও সব অমনি দূর হবে?"

"না, তাও ঠিক বলতে পারি না। স্বাধীনতালাভের একটা উপায় ব'লেও কেউ কেউ হয় ত বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। হয় ত সেই রকম একটা উদ্দেশ্য থেকেই বিপ্লববাদের আর terrorismএর সূচনা গোড়াতে হয়। তবে এরূপ লোকের সংখ্যা খুব বেশী ব'লে মনে হয় না। যত জনই তাঁরা থাকুন, দেশের এতগুলি ছেলেকে তাঁদের দলে তাঁরা আকৃষ্ট ক'রে নিতে বোধ হয় পারতেন না, যদি ভাল ভাবে তারা খেয়ে প'রে সুখে স্বচ্ছন্দে দেশে থাকতে পারত। বর্ত্তমান এই শাসনেও একেবারে অসম্ভব ব'লে আমি মনে করি না। আপনারা রাজত্ব এ দেশে করছেন, করতেও [illegible] চান। যদি চান, প্রজা যাতে খেয়ে পরে সুখে দেশে থাকতে পারে, এইটে আগে আপনাদের দেখতে হবে। অন্ন-সমস্যাই সর্ব্বত্র বিপ্লবের [illegible]র। অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যেই বিপ্লবের চেষ্টা দেখা দিক্, এটা

অন্ততঃ তার খোরাকী যোগায়, বল বাড়িয়ে তাকে মূর্ত্ত ক'রে তোলে। তাই বল্‌ছিলাম সাহেব, আমরা যা কর্‌ছি, তা বিপ্লব ঘটাবে না, বিপ্লবের সম্ভাবনাকেই সুদূরপরাহত ক'রে ফেল্‌বে। গবর্ণমেণ্টের কোনও অনিষ্ট নয়, বহু ইষ্টই আমাদের এই চেষ্টা থেকে হবে, যদি সফল তা হয়।"

"হ'তে পারে। কিন্তু এটাও সত্য, বিপ্লবী দলে যুবক যারা আকৃষ্ট হয়েছে, এ সব চিন্তাও কেউ বড় তারা করে না। এই রকমের বহু ছেলে যদি আপনাদের এই কলোনীতে গিয়ে জোটে, কলোনীকে একটা বিপ্লবের কেন্দ্র আপনাদের অজ্ঞাতসারে কি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ক্রমে তারা ক'রে তুল্‌তে পারে।"

"হয় ত তা পারে। তবে এই রকম ছেলে কেউ কেউ গিয়ে ওখানে জুটেছে, এই দিকে কলোনীটাকে টেনে নিচ্ছে, আর আমরা তাদের চেষ্টা রোধ কর্‌তে পার্‌ছি না, এটার প্রমাণ যদি পান, তাদের অবশ্য আপনারা সরিয়ে নিতে পারেন।"

"সে প্রমাণ আমরা সহজে কি ক'রে পাব? আপনারা সহায়তা কর্‌বেন?"

একটু হাসিয়া কিরণ তখন কহিল, "সেটা কি সম্ভব হয়, সাহেব? নিজেরা আমরা কেউ নিজেদের উপরে গোয়েন্দা (spy) হয়ে বস্‌তে পারি না। সন্দেহেও কাউকে ধরিয়ে দিতে পারি না। বরং সন্দেহ কারও উপরে হ'লে নিজেদের মধ্যে রেখে শোধরাবারই চেষ্টা করব। যার গিয়েছে কি যাবে, এ রকম মতি যদি তাদের কারও থাকে, ভাল কোনও কাযে ভবিষ্যতে প্রকৃত কল্যাণের ভাগী হবে, এটা বুঝতে পারলে শুধু শোধরাবে ব'লেই ত আশা করা যায়। সেই শোধরাবার দিকে চেষ্টা ক... আর সেই চেষ্টাকে সহায়তা করাই সমীচীন নীতির কায হবে। ...

পুলিস পাহারা আর তাদের কড়া শাসন দশ বছরে যা করতে পারবে না, এই নীতি হয় ত এক বছরেই তা করবে।"

"সম্ভব বটে। কিন্তু এমন পাকা বিপ্লববাদীও কেউ কেউ জুটতে পারে, কিছুতেই যারা শোধরাবে না। সহস্র চেষ্টাতেও শোধরাতে তাদের আপনারা পারবেন না। তাদের সম্বন্ধে কি করতে পারেন আপনারা?"

"ওখান থেকে বের ক'রে দিতে পারি, আর কিছুই পারি না।"

সাহেব একটু হাসিলেন;—হাসিয়া শেষে কহিলেন, "হাঁ, বুঝেছি। তার বেশী কিছু আপনারা করতে চান না, হয় ত পারেনও না। দেশের লোকের কাছে অপ্রিয়ও বোধ হয় তাতে হ'তে হবে।"

কিরণও একটু হাসিয়া কহিল, "হাঁ, লোকে মনে করবে, গবর্ণমেণ্টের অথবা সি আই ডির চর হয়ে আমরা ওখানে গিয়ে বসেছি, ছেলেদের নিয়ে ওখানে জুটিয়ে, শেষে পুলিসের হাতে ধ'রে দিচ্ছি, যা হোক কতকগুলো প্রমাণের ওজুহাত তাদের বিরুদ্ধে দেখিয়ে। কেউ আর ছেলে পাঠাবে না, ছেলেরাও কেউ ভরসা ক'রে আসবে না। যারা আছে, তারাও পালিয়ে যাবে।"

সাহেব তখন কহিলেন, "ভাল, আপনাদের এই কাযটার অনুমোদন আমরা আপাততঃ করতে বোধ হয় পারি। পরীক্ষা ক'রে অন্ততঃ দেখা যেতে পারে, ফল কি দাঁড়ায়। মধ্যে মধ্যে আমাদের পরিদর্শনে আপনাদের আপত্তি কিছু আছে?"

"কিছুই না। আর থাকলেই বা কি? আপত্তির কোনও কথা কি আপনারা শুনবেন সাহেব, না শোনাতেই আমরা পারব?"

বলিতে বলিতে কিরণ একটু হাসিল। সাহেবের চোখে মুখেও চটুল একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "না, তা অবশ্য শুনব না, আর শোনাতেও সত্য আপনারা পারেন না। তবে আপত্তি থাকলে কাযের

অসুবিধা হয়, আর উভয় পক্ষেরই অতি অপ্রিয় একটা ব্যাপার তা হয়ে ওঠে। খোলাখুলিই বল্‌ছি মিষ্টার রায়, আপনার কথাবার্ত্তায় আর ব্যবহারে মনে হচ্ছে সরলভাবেই ভাল একটা কায করবার চেষ্টা আপনারা করছেন। স্থির যদি সেটা বুঝতে পারি, গবর্ণমেণ্টের সহায়তাই সম্ভবতঃ, আশা করি, আপনারা পাবেন। এ সব দুষ্টুমী বুদ্ধি ছেলেদের মধ্যে দেখা না দেয়, আর থাক্‌লেও সেটা দূর হয়, এ বিষয়ে আপনাদেরও সহায়তা আমরা চাই।"

কিরণ উত্তর করিল, "নিজেদেরই স্বার্থে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাযে আমরা নেমেছি তার খাতিরে, নিজেরাই সে চেষ্টা আমরা কর্‌ব। পূর্ব্বেই সে কথা বলেছি, সাহেব।"

সাহেব কহিলেন, "ভাল, যে কায আপনারা করছেন, তাতে বাধা কিছু আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হবে না। আমরা কেবল এইটে দেখ্‌ব, সুপথেই আপনাদের এই উদ্যম চল্‌ছে, আপত্তিজনক কিছু ঘটছে না।"

কিরণ উত্তর করিল, "কিন্তু বাধা বড় একটা ইতিমধ্যেই ঘটেছে, সাহেব।"

"বাধা ?"

"কয়েকটি ছেলেকে সন্দেহে গ্রেপ্তার ক'রে আনা হয়েছে। তার ফলে অন্য সব ছেলেরা ভয়ে বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হয় ত ছেড়েই সবাই চ'লে আস্‌বে।"

"বটে !"

"চ'লে যদি আসে, সাহেব, আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে, সূচনাতেই সব শেষ হবে যাবে। কেবল তাই নয়, এ রকম চেষ্টা আর কে করতেও ভরসা কোথাও কখনও পাবে না। আমরা যা করছি, সে

কেবল বেকারসমস্যা সমাধানের চেষ্টাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদ দূর করবারও একটা চেষ্টা বটে, যদিও সাক্ষাৎভাবে সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কাযে আমরা নামিনি। দেশের লোকের পক্ষে এ সব চেষ্টার পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সেটা কল্যাণকর হবে কি না বিবেচনা ক'রে দেখ্‌বেন।"

"না, তা হবে না, হ'তে পারে না। তবে ছেলে কয়টিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দেহে।"

কিরণ, কহিল, "ওদের সম্বন্ধে সন্দেহের তেমন কোনও হেতু পুলিস কি পেয়েছেন জানি না। তবে আপনার কথায় বুঝ্‌লাম, আমার নিজের সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কয়েকটা হেতু আপনাদের আছে, অথবা ছিল। আর বিপ্লবের কোনও চক্র ওখানে তৈরী হচ্ছে, এইটে যদি ধ'রে নিয়ে থাকেন, তবে তার মূল চক্রী হচ্ছি আমি। এ অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার না ক'রে আগে কেন যে ওদের গ্রেপ্তার করা হ'ল, সেইটেও ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।"

স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে সাহেব চাহিলেন; একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "হাঁ, এ কথা আপনি বল্‌তে পারেন বটে।"

"বিরক্ত যদি না হন, একটি কথা নিবেদন কর্‌তে চাই।"

"করুন।"

"এটা কি সম্ভব হ'তে পারে না সাহেব, যে এটা কারও কোনও গূঢ় চক্রান্তের ফল?"

"গূঢ় চক্রান্তের ফল! বুঝ্‌তে পারলাম না, মিষ্টার রায়। এই কলোনীর প্লান যখন বেরোল, চেষ্টা আরম্ভ হ'ল, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেই অনুসন্ধানের হুকুম হয়।"

"সেটা বুঝ্‌তে পারি, সাহেব। আর সেই অনুসন্ধানও করা হয়েছে

আমারই সম্বন্ধে, হঠাৎ এই কাযে আসবার পক্ষে কি উদ্দেশ্য আমার থাক্‌তে পারে, সেইটে বুঝবার জন্যে। তবে অনুসন্ধানে সেটা আপনারা বুঝ্‌তে ঠিক পারেন নি। সন্দেহও এটা করেছেন, বিপ্লবাত্মক কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আমার থাক্‌তে পারে। সবই বুঝতে পারি, সাহেব। কিন্তু বুঝ্‌তে পারছি না, কেন আমাকে গ্রেপ্তার না ক'রে এই ছেলেদের আগে গ্রেপ্তার করা হ'ল।"

সাহেব কহিলেন, "তাতেই বা গূঢ় কোন্ অভিপ্রায়-সিদ্ধির হেতু কার কি থাক্‌তে পারে? আপনি কি মনে করেন, এমন কেউ আছে কোনও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনাকে বাঁচিয়ে কেবল আপনার এই কলোনীটা ভেঙ্গে দিতে চায়?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিরণ কহিল, "ঠিক কিছু বলতে পারি না, সাহেব। তবে আগেই এদের গ্রেপ্তার করাটা কেমন রহস্যজনক ব'লে মনে হচ্ছিল।"

"তথাতথ্য বিচারে ভুলচুক হয় ত কিছু কর্ম্মচারিদের হ'তে পারে।"

"এদের বিরুদ্ধে কি সন্দেহের এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেছে—যাতে এদের আট্‌কে রাখা দরকার হ'তে পারে?"

"এ যাবৎ যতদূর জানা গেছে, এরূপ প্রমাণ কিছু নেই। তবে তার পর কি রিপোর্ট ওঁরা সংগ্রহ কর্‌তে পেরেছেন জানি না।"

"যদি না পেরে থাকেন, তবে এদের মুক্তির হুকুম কি দিতে পারেন? এদের মুক্তির উপরে আমাদের এই কলোনীর অস্তিত্বই এখন নির্ভর কর্‌ছে।"

সাহেব কহিলেন, "সামান্য কিছু পেলেও আপনার হাতে এদের ছেড়ে দিতে স্বচ্ছন্দে পারি। এদের শোধরানই আমাদের উদ্দেশ্য, কেবল দণ্ডিত করা নয়। ভাল, এখুনি আপনি খবর পাবেন।"

বলিয়া সাহেব ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। বেয়ারাও আসিয়া একখানি কার্ড সাহেবের হাতে তখন দিল। দেখিয়া সাহেব কহিলেন, "যাঁর উপরে এই তদন্তের ভার, কাগজপত্র আর যা আছে তাই নিয়ে এই সময়ে তাঁকে আস্‌তে ব'লে পাঠিয়েছিলাম। তিনি এসেছেন।—আচ্ছা যাও, বাবুকে সেলাম দেও।"

বেয়ারা বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই পর্দ্দাটা সরাইয়া ভূপেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা কিরণকে দেখিয়া চমকিত হইয়া ভূপেন্দ্র যেন কেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ঠোঁটে একটু কামড় দিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঠিক পারিল না। ভাবান্তরটা সাহেবও লক্ষ্য করিলেন। ওদিক কিরণও একটু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; অভিবাদন করিয়া কহিল, "এই যে, আসুন ভূপেন বাবু, নমস্কার!"

"এই যে কিরণ—তা তুমি—তুমি এখানে—ও, বুঝ্‌তে পেরেছি, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ বুঝি—তোমাদের এই ছেলে কয়টির কথা নিয়ে? তা—ভালই করেছ। খোলাখুলি ভাবে তোমাদের একটা ইণ্টারভিউ (interview) হওয়া দরকার ব'লে আমাদেরও মনে হচ্ছিল।"

অবস্থাটা বুঝিয়া আপনাকে বেশ একটু সামলাইয়া লইয়াই শেষ কথা কয়টি ভূপেন্দ্র কহিল।

সাহেব কহিলেন, "আপনারা উভয়েই উভয়ের বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে?"

"হাঁ, আমরা পরিচিতই বটি।" বলিয়াই চকিতে ভূপেন্দ্র একবার

কিরণের দিকে চাহিল। কিন্তু কিরণ সে দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া কহিল, "কেবল পরিচিত নই সাহেব, অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও বটি।"

"আত্মীয়! কৈ, তা ত কিছু জান্‌তাম না! কি সম্বন্ধ আপনাদের?"

কিরণের দিকে চকিতে আর একবার চাহিয়াই তাড়াতাড়ি ভূপেন্দ্র কহিল, "কিরণ আমার নিজেরই ব্রাদার ইন্‌ ল'—অর্থাৎ ভগ্নীপতি।"

"ভগ্নীপতি! আপনারই ভগ্নী এঁর স্ত্রী—যিনি এলাহাবাদে এঁর সঙ্গে ছিলেন?"

"হাঁ সাহেব।"

সাহেব একটু ভ্রূকুটি করিলেন।

"কিন্তু এই তদন্তের ভার যখন আপনি গ্রহণ করেন, তখন এ সম্বন্ধের কথা ত কিছু বলেন নি?"

"সেটা—তখন সঙ্গত মনে হ'ল না, সাহেব। ভার আমাকে দেওয়া হ'ল; মনে হ'ল, সম্বন্ধের কথা জানালে আমার আন্তরিকতায় আর বিশ্বস্ততায় আপনাদের কিছু সন্দেহ হয়ত আস্‌তে পারে—"

"ভার নেবার লোক আরও ছিল। কিন্তু আপনারই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল, তাই ভার আপনাকেই দেওয়া হয়।"

"কিন্তু নিকট-আত্মীয় ব'লে অনুসন্ধানে আমার ত্রুটি বোধ হয় কিছু হয় নাই। সরল বিশ্বস্তভাবে যথোচিত আগ্রহেই আমার কর্ত্তব্য-পালনের চেষ্টা আমি করেছি।"

"যথোচিত কেবল নয়, তার অতিরিক্ত একটা আতিশয্যই দেখা গিয়েছে। আর সরল বিশ্বস্ততা—তা এটা দেখ্‌তে পাচ্ছি, অনুসন্ধান যা হ'য়েছে, কিরণবাবুর সম্বন্ধেই প্রধানতঃ। তাঁর এই কাযটাই রহস্যজনক ব'লে মনে হয়েছে, আর বড় একটা সন্দেহের ভাবও তা থেকে এসেছে। এই রহস্যের সূত্র আপনার অবিদিত বোধ হয় ছিল না। কিন্তু আমরা তা

কিছুই জানতে পারিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখতে পাচ্ছি, ওঁকে গ্রেফ্‌তার করবার কোনও কথাই আপনি কখনও উত্থাপন করেন নি। গ্রেফ্‌তার করিয়েছেন আগে ওঁর সহকর্ম্মী কয়েকটি যুবককে!"

"অন্যান্য আরও অনেক যুবককে যেমন গ্রেপ্তার করা হয়, তেম্‌নি সন্দেহের কারণ কিছু কিছু ছিল—"

"কিন্তু তাদের চাইতেও সন্দেহের অনেক বেশী কারণ ছিল কিরণ বাবুর সম্বন্ধে।"

"হাঁ, তা ছিল। কিন্তু তার এই কায, আর তার অতি-প্রবল প্রচারণা দেশে এত বড় একটা খ্যাতি তার ঘটিয়েছে, আর এতদূর লোকপ্রিয় তাকে ক'রে তুলেছে, যে তাকে এখুনি গ্রেপ্তার করলে গবর্ণমেণ্টের বড় বদনাম হ'ত, অতি প্রবল একটা অসন্তোষেরও সৃষ্টি হ'ত। তাই সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম।"

একটু ভ্রূকুটি সাহেবের ললাটে উঠিল; কহিলেন, "তবে সে সময় আর সুযোগ সম্ভবতঃ কখনও আস্‌বে না, এটাও বোধ হয় ভেবেছিলেন। কারণ, এতগুলি ছেলেকে হঠাৎ এই ভাবে গ্রেফ্‌তার করায় নূতন এই কলোনীটাই যে ভেঙ্গে যেতে পারে. সে সম্ভাবনাটাও এত বুদ্ধিমান্ আপনি চিন্তা করেন নি, এটা মনে করা শক্ত।"

"সেটা ঘটলে সকল আশঙ্কার কারণই দূর হয়ে যেত, সাহেব।"

"আদবে আশঙ্কার কোনও কারণই এতে আছে কি না, সেটাও ত আগে জেনে নেওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্টের বদনামের কথা আপনি বলছিলেন, ভূপেন বাবু। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ কিছু পাওয়ার আগে এই গ্রেফ্‌তারগুলোর ফলে কলোনীটাই যদি ভেঙ্গে যেত, গবর্ণমেণ্টের বদনাম তাতেই কি কম হত?"

"কিরণকে গ্রেপ্তার করলে যত হ'ত, তত কখনও হ'ত না। আর

ছেলেদের গ্রেফ্‌তারের ফলে কলোনীটি ভেঙ্গে একেবারে না-ও যেতে পারে। —কিরণ মুক্ত আছে, শক্তিমান্‌ও বটে। এ সত্ত্বেও কলোনী হয় ত সে বজায় রাখতে পারবে। কিন্তু ওকে গ্রেফ্‌তার কর্‌লে কলোনীর তখুনি নিশ্চিত শেষ হ'ত।"

"তা হ'লে আপনি বল্‌তে চান, এই সব বিবেচনাতেই কিরণ বাবুর গ্রেফ্‌তার আপনি রেকমেণ্ড (recommend) করেন নি ?"

"তাই বটে, অবশ্য যদি বিশ্বাস করেন আত্মীয় ব'লে কৌশলে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা আমি করিনি—"

"তবে ওঁর এই কাযটি যাতে নষ্ট হয়, কৌশলে সে চেষ্টা হয় ত করেছেন। আর তাতে বোধ হয় কিছু স্বার্থও আপনার আছে ?"

"স্বার্থ ?"

"কিছু মনে করবেন না, ভূপেন বাবু। আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার যা ঘটেছে, সব ত জানি—আপনিই জানিয়েছেন। এতে এটা মনে কর্‌লে কি খুব অন্যায় হবে যে, আপনারা চান, ঐ বাদা অঞ্চলে এই সব কায, আর এই কঠোর জীবন ত্যাগ ক'রে আবার বড় কোনও চাকরীতে উনি ফিরে যান্‌ ? সেটা সহজে হবে না। তবে এদিকে ওঁর চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে হয় ত শেষে বাধ্য হবেন।"

ভূপেন্দ্রের আঁধার বিবর্ণ মুখখানি অবনত হইয়া পড়িল ; ধীরে ধীরে কহিল, "এরূপ সন্দেহ যদি করেন, তবে নিরুপায়। ব্যক্তিগত কি পারিবারিক স্বার্থের কোনও বিবেচনাই আমার মনে কখনও আসেনি। গবর্ণমেণ্টের চাকর আমি, সরলভাবে সেই চাকরের কর্ত্তব্যপালনই করেছি।"

"হ'তে পারে। যদি অন্যায় কোনও সন্দেহে আপনাকে ব্যথিত ক'রে থাকি, মাফ কর্‌বেন।—এখন কাযের কথায় আসা যাক্‌।

অনেকক্ষণ ওঁকে বসিয়ে রেখেছি। এই যে ছেলেগুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ হয়েছে?"

"একেবারে শেষ ঠিক হয়েছে, তা বলতে পারি না।"

"নূতন আর কোনও তথ্য পাওয়া গেছে যাতে তাদের আরও কিছুদিন 'ডিটেন' ক'রে রাখা দরকার?"

"না, নূতন আর কিছুই পাওয়া যায়নি।"

"তা হ'লে এদের মুক্তি দিতে আপত্তি আপনার আছে?"

"না। থাক্‌লেও সেটা আর আমি এ অবস্থায় উত্থাপনই কর্‌তে চাই না। সাহেবের ইচ্ছা হয়, এখুনি তাদের মুক্তি দিতে পারেন।"

"তাই আমার ইচ্ছা। কিরণ বাবুর হাতেই তাদের দিতে চাই; এদের সম্বন্ধে তাঁকেই আমি জামিন ব'লে গ্রহণ কর্‌ছি। আর এই কলোনীর তদন্তের ভারও নিজে আমি গ্রহণ করলাম।"

"যে আজ্ঞা।—তা হ'লে ওদের সম্বন্ধে একটা অর্ডার আপনি লিখে দেবেন। বাকী কাগজপত্র সব এই।"

বলিয়া একটি ফাইল ভূপেন্দ্র টেবলের উপর রাখিল।

সাহেব কহিলেন,—"এখুনি আমি অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেলাম।"

"সেলাম সাহেব।" বলিয়া ভূপেন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

সাহেব তখন উঠিয়া অতি আগ্রহের আবেগে কিরণের করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন, "আমি সন্তুষ্টই হয়েছি, কিরণ বাবু। সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে অতি মহৎ একটা কার্য্যেই আপনার অসামান্য শক্তি আপনি নিয়োগ করেছেন। যে পরিবর্ত্তন আপনার এসেছে, সেটা এই ব্রতেরই উপযোগী বটে। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, আপনার এই চেষ্টা সার্থক হ'ক! দেশের যথেষ্ট মঙ্গল এ থেকে হবে। গবর্ণমেণ্টের সহায়তা যাতে পান, তার চেষ্টাও আমি কর্‌ব। তবে বিপদের সম্ভাবনাও ভিতরে ঘটে উঠ্‌তে

পারে, যদি না খুব সতর্ক হয়ে আপনারা থাকেন। আমরা সহজে ইন্টারফিয়ার কিছু করব না। তবে আপনিও দেখ্‌বেন, এজাতীয় কোনও ছেলে গিয়ে কুচক্র কিছু না চালাতে পারে। আচ্ছা, গুডবাই! আপনার এই ছেলেরা সন্ধ্যার আগেই আপনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে।”

সাশ্রু-নয়নে গদ্গদ-স্বরে কিরণ কহিল, “কৃতকৃতার্থ হয়ে গেলাম, সাহেব। কি ব’লে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা আপনাকে জ্ঞাপন করব, জানি না। এ আশা ক’রে অবশ্য এসেছিলাম, আপনাকে বুঝিয়ে ছেলে কয়টির মুক্তির হুকুম হয় ত নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তার উপরেও পেয়ে গেলাম আপনার মত এত বড় একজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক, মুরুব্বি, অভিভাবক!”

“সেটা বেশী কিছু নয় বাবু। গবর্ণমেণ্টের চাকর আমি। আপনি যা করছেন, গবর্ণমেণ্টের বহু হিতই তাতে হবে; গবর্ণমেণ্টেরই কায ব’লে এটাকে ধ’রে নিতে পারি। আর দেখুন বাবু, আমরা এদেশে এসেছি, থাক্‌তেই চাই। নানা উৎপাতে বিব্রত আমাদের যতই ক’রে তুলুন, তাড়িয়েও সহজে দিতে পারবেন না, যদি থাক্‌তেই সত্য আমরা চাই। তবে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে—যেমন আমাদের, তেম্‌নি আপনাদের। এ অবস্থায় অনেক সময় আমার মনে হয়, খোলামনে পরস্পরের প্রতি যদি একটা বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের ভাব আমরা আন্‌তে পারি, উভয় পক্ষই উভয়ের স্বার্থ-সংরক্ষণে আর মঙ্গলসাধনে পরস্পরের সহযোগী হয়ে দাঁড়াতে পারি, তবেই একটা শান্তিকর সামঞ্জস্যের অবস্থা দেশে আস্‌তে পারে, যাতে উভয় পক্ষই আমরা হয় ত সুখে থাকব। আপনারা যা আরম্ভ করছেন, গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় যদি তা সফল হয়ে ওঠে, পরস্পরের একটা সহযোগিতা যদি এই রকম সব কাযে ক্রমে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে, হয় ত এই সামঞ্জস্যের সূচনা তা থেকেই দেখা দেবে।”

একটু মাথা নোয়াইয়া কিরণ উত্তর করিল, "তাই হ'ক্, সাহেব। কথাটা ঠিক। আপনারাও চিরকাল চেপে রাখ্‌তে আমাদের পারেন না, আমরাও দূর ক'রে দিতে সহজে আপনাদের পারি না। এ অবস্থায় এই রকম একটা সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা কিসে হ'তে পারে, তাই দুই পক্ষকে এখন ভাবতে হবে। আর তাতেই এ দেশে আপনাদের আগমন আর এই শক্তি-প্রতিষ্ঠা সার্থক হতে পারে। নইলে এই বিরোধে অশান্তিই বাড়বে, উভয় জাতিরই অশেষ অকল্যাণ তাতে হবে, ধ্বংসও অসম্ভব নয়।"

"বিধাতার ইচ্ছা কি, তিনিই জানেন। আমরা বলতে পারি, সেই ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হ'ক। আচ্ছা, তবে গুডবাই! ভগবান্ আপনাদের আশীর্ব্বাদ করুন।"

অতি আবেগে করমর্দ্দন করিয়া কিরণকে সাহেব বিদায় দিলেন।

মন তখন একবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। যে বলে ভগ্নপ্রায় শরীর বরুণা বহন করিতেছিল, সে বলটুকুও নিঃশেষ হইয়া গেল। সিমলায় যাওয়ার পর হইতে শরীর অতি দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আহারে রুচি কিছুই একরূপ রহিল না; চায়ের পেয়ালা মুখের কাছেও কেহ আনিতে পারিত না। জ্বর মধ্যে মধ্যে দুই একদিন বন্ধ থাকিলেও আবার আসিত। যখন আসিত, খুব তীব্র না হইলেও পাঁচ-সাত দিন সমানভাবে চলিত। ডাক্তার অনেকেই দেখিলেন; বুকে কি অন্য কোথাও কোনও পরীক্ষায় যক্ষ্মা-ক্ষয়ের লক্ষণ কিছু ধরিতে না পারিলেও, সিদ্ধান্ত করিলেন, রোগ নিশ্চয়ই এই। ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে,—যখন তখনই ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। আর তাহা হইলে—তখন—

নীলাম্বরবাবু আর তিলোত্তমা উভয়েই বড় ভয় পাইলেন। ডাক্তাররাও উপদেশ দিলেন, বাড়ীতে অন্যান্য পরিজনবর্গের মধ্যে এরূপ রোগী রাখা সঙ্গত নহে। ভাওয়ালী পাঠাইতে পারিলেই ভাল হয়। নতুবা পৃথক্ কোনও বন্দোবস্ত করা অবিলম্বে উচিত। পরিজনবর্গের মধ্যে ছিল নীলাম্বরবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র হেমেন্দ্র, তাহার স্ত্রী আর তাহাদের শিশু তিনটি পুত্রকন্যা। সিমলা দপ্তরেই সে কায করিত। বড় ভয় পাইল, বাড়ীতে বরুণাকে রাখিতে ঘোর আপত্তিও তুলিল। ভূপেন্দ্রও চিঠির পর চিঠি লিখিতে লাগিল, বাড়ীতে বরুণাকে একদিনও আর রাখা না হয়, অবিলম্বে ভাওয়ালীতে পাঠান হউক। কিন্তু ভাওয়ালী যাইতে বরুণা কিছুতেই সম্মত হইল না। কহিল, "ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি ঠিক। কিন্তু ও ব্যারাম আমার নয়। ক্ষয় ত সব ব্যারামেই মানুষের হয়। মরণও সব

ব্যারামেই আছে। টম-জিমকে ছেড়ে কোথাও আমি যেতে পারব না। তা ভয়ই যদি তোমরা পাও, বেশ, আলাদা ক'রেই আমাকে রেখে দেও। কাছে—সে দুই একজন লোক রেখে দিলেই চলবে।"

একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া স্বামির দিকে ফিরিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "কিরণকে কি একটা খবর দেবে?"

একটু উত্তেজিতভাবে বরুণা বলিয়া উঠিল, "না! কেন? কি হবে? আজ আর ভার বইতে পার্‌ছ না? টেনে যখন নিয়ে এসেছিলে, তখন ভাবনি ভার বইতে পৃথিবীতে ঐ একটি লোকই আমার আছে? কোন্ মুখে আজ লিখ্‌বে, তোমার দায় তুমি এসে ঘাড়ে নাও, আমরা আর পার্‌ছি না?"

বড় ব্যথিত স্বরে তিলোত্তমা কহিলেন, "পার্‌ছি না, পার্‌ব না, তাই কি বল্‌ছি, মা? পেটের সন্তান তুই, তোকে কি আর সত্যি আল্‌গা ক'রে আজ কেবল পরের হাতে রেখে দিতে পারি? আল্‌গা ক'রে রাখতেই যদি হয়, আমিই নিয়ে থাক্‌ব। তবে হাজার হ'লেও সে বর্ত্তমান রয়েছে—তার হাতেই তোকে দিয়েছিলাম—"

"দিয়েছিলে—আবার কেড়ে নিয়ে এসেছ। এনেছ—কিন্তু রাখ্‌তে আজ পার্‌ছ না। ও-বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌তে হ'ল। এ-বাড়ী থেকেও আজ বেরোতে হচ্ছে—"

"কি কর্‌ব, মা? ছেলেরা সব রুগ্নি হয়ে উঠেছে। আবার ডাক্তাররাও একথা ওকথা ব'লে ভয় দেখাচ্ছেন—"

"দুটো তিনটে দিনও থাক্‌তে যায়গা আমার ওখানে হ'ল না। ডাক্তার কি বলেছিলেন, এই কটা দিনেই বাড়ীটা আমার নিশ্বাসে বিষাক্ত হয়ে উঠবে? বাড়ি ঠাঁই একটু হ'ত—লোক পাঠিয়েও যদি খবর একটা দিতে পার্‌তাম—"

ঘুঁকরাইয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। নীলাম্বরবাবু উঠিয়া গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলেন। চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিলোত্তমা কহিলেন, "কাঁদিস্‌নি কাঁদিস্‌নি, মা। আমি যে সইতে আর পারি নে। কাঁদিস্‌নি—চুপ কর। তা—থাক্‌তে যদি তুই চাইতিস্—সত্যি কি জোর ক'রে তোকে কেউ পাঠাতে পার্‌ত, না আমরাই নিয়ে আস্‌তাম?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বরুণা কহিল,—"দাদা যে বাড়ী ছেড়ে যেতে চাইল। তার বড় কি আমি তোমাদের কেউ?"

"পেটের সন্তান—সবই সমান, মা। তা সে যাক্ গে। যা হবার হয়ে গেছে। তা—এখানে এসেও ত একটা চিঠি তাকে লিখতে পারতিস্?"

"কি হবে আর লিখে? কল্‌কেতা থাক্‌তেই লিখতে পার্‌লাম না। এখন এদ্দূর এসে পড়েছি—যেতে কি আর পার্‌ব? না, তোমরাই যেতে দেবে?"

"তবু শরীরের এই অবস্থা তোর হ'ল—একটিবার যদি এসে দেখত—"

"দেখে কি কর্‌তেন? আমায় নিয়ে এখানে ব'সে থাক্‌তে পার্‌তেন? সে দাবীই কি আর এখন আমি কর্‌তে পারি?"

তিলোত্তমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বরুণা কহিল, "তাঁর যা কর্ত্তব্য, তা করতে চেয়েছিলেন, কাছেই আমাকে রাখতে চেয়েছিলেন। যে অবস্থায় যেখানেই যখন থাকুন, কাছেই আমাকে থাক্‌তে হয়, যদি আদর ক'রে রাখেন। কিন্তু তা পারলাম না। যদি পার্‌তোম, আজ তোমাদের এমন আপদ-বালাই এভাবে আমাকে হ'তে হ'ত না।"

"আপদ-বালাই! ছি! অত বড় কথাটা বল্লি, বরুণ! তুই আমাদের আপদ-বালাই? হাঁ, কঠিন ব্যামো একটা হয়েছে, ডাক্তাররা একটা কথা বলেছেন—তা তাই ব'লে তোকে ত সত্যি ভাসিয়ে দিচ্ছিনি?

ভাল যাতে তুই থাকতে পারিস্, ভাল হয়ে উঠিস্, তার জন্যে যা করতে হয়, সে ত করাই হবে।"

"কে করবে? তোমরা পারবে না—পারছ না—বড় বিপদ গণছ—তাই না তাঁকে খবর দিতে চাইছ? ভাবছ, তাঁরি দায় সে এসে এখন ঘাড়ে নিলেই আপদ চুকে যায়!"

বড় ব্যথিত স্বরে তিলোত্তমা কহিলেন, "কি আর বলব মা—সব এই পোড়া অদৃষ্টের দোষ! নইলে তোর মুখেও আজ এই কথা শুনতে হ'ল!"

বরুণা বলিয়া উঠিল, "কেন—কেন—কি ভেবে তবে আজ তাঁকে খবর দিতে চাইছ? যখন দেখছ, তোমাদের বাড়ীতে আর আমাকে রাখতে পারছ না,—আলাদা কোন যায়গায় আর কারও হেফাজতে এখন রাখতেই হবে? হাঁ, বুঝতে পারছি, বড় একটা সঙ্কটেই তোমরা পড়েছ। তা সত্যিই ভাবছ না কি, খবর পেয়ে যদি তিনি আসেন, তাঁর দায় তিনি মাথায় তুলে নেবেনই, আর কারও কোনও অপেক্ষাই রাখবেন না?"

"তাই কি আর সত্যি ভাবছি, মা? তবে মনে হ'ল—"

"কি মনে হ'ল? মনে আর কি হ'তে পারে? যাক্ ও কথা! দুঃখু পাও, আর বলব না। দুঃখু দিয়েছি, মাফ কর আমাকে। তবে খবর তাঁকে—না, দরকার কিছু নেই এখন! কি করবেন এসে তিনি? হাঁ, যদি নিয়ে আমাকে যেতে পারতেন—না, পারলেও এই শরীর নিয়ে গিয়ে এখন তাঁকে বিপদে ফেলতে আর চাইনে, মা। অনেক দুঃখু তাঁকে দিয়েছি। এখন এই যে কাযে তিনি হাত দিয়েছেন—পড়ছি ত সব কাগজে—তাতেও গিয়ে বাদী হব? তা হ'লে যে পাপের ভরা আমার পূর্ণ হবে!"

কাঁদিয়া দুই হাতে বরুণা মুখ ঢাকিল। তিলোত্তমা আঁচলে চক্ষু মুছিলেন। একবার ফিরিয়া নীলাম্বরবাবুও অশ্রুসিক্ত মুখখানি ঘুরাইয়া লইলেন!

চক্ষু মুছিতে মুছিতে বরুণা আবার কহিল, "গিয়েছিলাম—যদি থাকতাম—হয় ত এদ্দিনে ভাল হয়েই উঠতাম, তাঁর এই গৌরব আজ আমারই গৌরব হ'ত। কিন্তু সব আজ হারিয়েছি! দুষ্কৃতির ফল এম্‌নি ক'রেই মানুষকে ভুগতে হয়। পেয়েছিলাম অনেক, কিন্তু দিই নি কিছু। তাই এত বড় পাওনাটাও আজ হারালাম। সুকৃতি যার ছিল, যে দিয়েছে, কেবলই দিয়েছে,—পাওনা সব আজ তার! তবু একটিবার দেখতেও এমন ইচ্ছে হয়—"

কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "ইচ্ছে হয়—তা লেখ না একখানা চিঠি, মা? না হয় বল্, উনিই লিখবেন—"

"না না না, এখন নয়—এখন নয়! এখন—বুঝতে পার্‌ছ না—কত বড় একটা সঙ্কট তাঁর হবে আমাকে নিয়ে? ঐ অত বড় একটা কায—দশের কায—দেশের কায—কি জয়-জয়কারে দেশ ভ'রে উঠেছে! এখন কি একটা বাধার সৃষ্টি আমি করতে পারি?"

"তাই ব'লে শরীর তোর এইভাবে ভেঙ্গে পড়েছে—একটা খবরও তাকে দিবিনি? সেইটেই কি উচিত হবে, মা?"

"উচিত, অনুচিত—সে কিসের, মা? কেবল ত আমার ভালটুকুর দিকে চেয়েই কথা বল্‌ছ? কিন্তু তাঁর এত বড় মন্দ ক'রে ঐ একটু ভাল আমি চাইনে। কেবল পেয়েছি—দিইনি কিছুই। আজ এইটুকু অন্ততঃ আমাকে দিতে দেও, যদি জীবন ভর এত দেনার এতটুকুও শোধ তাতে হয়। খবর দিতে হয় দেব—কিন্তু এখুনি নয়! দেব—দেখি, যখন সময় হবে, নিজেই আমি দেব, কিন্তু আজ নয়! শরীর ভেঙ্গে

পড়েছে, হাঁ, পড়েছেই ত'। কিন্তু কেন এত তাড়াতাড়ি প'ল? যখন যাই, তখন ত' এমন অবস্থা ছিল না। তা চ'লে আস্‌তে হ'ল—মনটা যেন ভেঙ্গে চূরে খান খান হয়ে গেল। শরীর থাকবে আর কিসের জোরে? উঃ—কেন—কেন আমাকে নিয়ে এলে মা? কেন দাদা দুটি দিন আর কল্‌কেতার বাড়ীতে থাক্‌তে দিলে না?"

দুই বাহুতে বরুণা মাকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে নীলাম্বরবাবু কাছে আসিয়া তখন কহিলেন, "থাক ও-সব কথা এখন। ভুল যা হয়ে গেছে, তা আর শোধরাবার উপায় কিছু নেই। সত্যি কিরণকে এখনই এখানে টেনে আনা আমাদের উচিত হবে না। আন্‌তে চাইব, সে মুখই কি আমাদের আর আছে? এখন যা করবার, আমাদেরই কর্‌তে হবে। এর পর—দেখি কেমন থাকে—তখন অবস্থা বুঝে যা হয় করা যাবে। এদিকে কাগজেও ওখানকার সংবাদ সব সদাসর্ব্বদা বেরুচ্ছে—তার একটু অবসরের সুযোগ কখন হয়, তাও ত জান্‌তে পার্‌ব। তখন যা হয় বুঝে করা যাবে।"

বড় অবসন্ন হইয়া বরুণা তখন পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে তিলোত্তমা তাহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। বরুণা কহিল, "বড্ড শীত কর্‌ছে, মা। গায়ে একটা কিছু চাপা দিয়ে দাও ত।"

তিলোত্তমা একটা কম্বল আনিয়া গায়ে চাপা দিয়া দিলেন। নীলাম্বর-বাবু কহিলেন, "আবার জ্বর আস্‌ছে বুঝি?—দুদিন একটু ভাল ছিল।—এই সব উত্তেজনার ফল আর কি! কি করব? উপায়ও ত আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনি। যাই, দেখি, ডাক্তারকে একটা খবর পাঠাই গে—"

বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কিছু দূরে ছোট একটি বাড়ী পাওয়া গেল। দুই তিন দিনের মধ্যেই

বরুণাকে সেখানে লইয়া রাখা হইল। টম জিম রহিয়াছে। কেবল লখিয়ার হাতেই তাহাদের ফেলিয়া রাখা যায় না। হেমেন্দ্র কহিল, অতটা দারিত্ব গ্রহণ তাহার স্ত্রীও গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তিলোত্তমা একেবারে কন্যার সঙ্গে গিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহাও সকলে বুঝাইল, থাকিয়াই বা তিনি কি করিবেন। শুশ্রূষা তিনি করিতে পারিবেন না। সেরূপ শক্তিই তাঁহার নাই। বাঙ্গালী একটি নার্স পাওয়া গেল, শুশ্রূষাদির ভার তাহার হাতে দেওয়া হইল। তিলোত্তমা দুই বেলা যাইতেন; আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। যতক্ষণ পারিতেন, কাছে থাকিতেন; তার পর আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন।

ওদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকদের লইয়া অতি উল্লাসে কিরণ আশাপুরে ফিরিয়া আসিল। সংবাদপত্রেও ইহাদের মুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হইল। কিরণের সুখ্যাতিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সহায়তাদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এমন কেহ কেহ কোম্পানীর বাবুদের কাহারও কাহারও সঙ্গে গিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত এই কলোনীটি দেখিয়া আসিলেন। কি ভাবে ইহা পরিচালিত হইতেছে, যুবকরা কিরূপ উৎসাহে কাযকর্ম্ম করিতেছে, সব দেখিয়া কিরূপ সন্তুষ্ট ও আশান্বিত হইয়া তাঁহারা আসিয়াছেন, ইত্যাদি অনেক কথাই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদপত্রে ইঁহারা প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বত্রই প্রায় লোকের মুখে মুখে এই কলোনীর আর কিরণের কৃতিত্বের কথা শোনা যাইতে লাগিল। আরও অনেক যুবক ওখানে গিয়া উপনিবিষ্ট হইবার প্রার্থনা জানাইল। এ দিকে ব্যাঙ্কেও কতক শেয়ার বিক্রয়, কতক দাদন, কতক দানভাবেও অনেক টাকা আসিয়া জমিতেছিল। আর একবার কিরণ কলিকাতায় আসিল। বাবুদের সঙ্গে পরামর্শে স্থির হইল আরও বিশটি যুবককে আপাততঃ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের দায়িত্ব কোম্পানীর আফিসই গ্রহণ করিলেন। কিরণ তখন আবার আশাপুরে ফিরিয়া গেল।

মাসাধিক কাল চলিয়া গেল। কিরণ এ যাবৎ বরুণা কি সুরবালা কাহারও কোন সংবাদ লয় নাই। তবে সতীশ ও তাহার মাতার পত্র মধ্যে মধ্যে পাইত। উত্তরে তাহার কাযকর্ম্মের সংবাদ মোটামুটি জানাইত; কিন্তু সুরবালার সম্বন্ধে কোনও কথাই কোনও পত্রে কিছু লিখিত না। সুরবালাও কোনও পত্র তাহাকে লেখে নাই। বরুণারও কোনও সংবাদ

আর সে পায় নাই। বুঝিত সে সুখে নাই; একটা বেদনাও যখন তখন সে কথাটা মনে করিয়া অনুভব করিত। আশঙ্কাও মধ্যে মধ্যে হইত, হয় ত আরও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কি সে করিতে পারে? কাহার নিকট সংবাদ লইবে? ভূপেনের উপরে যার-পর-নাই একটা বিরাগ তাহার জন্মিয়াছিল। শ্বশুরের কাছেও কোনও পত্র লিখিতে আদৌ তাহার ইচ্ছা হইত না। আর বরুণা—ভাল, সেও ত একখানি পত্র তাহাকে আর লিখিল না? সে যাচিয়া লিখিবে? বরুণা আসিয়াছিল, কিন্তু সে ত তাহাকে বিদায় করিয়া দেয় নাই। কাছে রাখিতেই বরং প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার মাতাই জোর করিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। বরুণা কি তাহা জানে না? তখন ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, পরেও কি বুঝিতে পারে নাই? কেন কি ভাবে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইল, একটি কথাও কি মাকে সে জিজ্ঞাসা করে নাই? তবু একখানি পত্র বরুণা লিখিল না! সে-ই বা আগে যাচিয়া কেন লিখিতে যাইবে? পুত্র দুইটির কথাও সদা-সর্ব্বদা মনে হইত। আহা, যদি এখানে আনিয়া তাহাদের রাখিতে পারিত! এখানকার এই যুবকদের মধ্যে ইহাদেরই জীবনের আদর্শে তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে পারিত!

এই রকম অনেক কথাই সে ভাবিত। কিন্তু মুখে কিছুই বলিত না। মনে তাহার এইরূপ কোনও বেদনা কি কামনা আছে, কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। ঘোষমহাশয়ও কখনও কোন কথা তুলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। তাঁহারও মনে হইত, এই কলোনীর কার্য্যের কথা ছাড়া আর কোনও কথাই বুঝি সে কখনও ভাবে না। নিজের সাংসারিক জীবনের দুর্ভাগ্যটাকে ভুলিবার জন্য এই কার্য্যেই সে আপনাকে একবারে ডুবাইয়া রাখিতে চায়। এই সময় বরুণার একখানি পত্র আসিল।

বরুণা লিখিয়াছে,—“খবরের কাগজে তোমার মহৎ কাযের কথা—মহা গৌরবের কথা সব পড়ছি। কিন্তু আমি বড় অভাগী। আর জানি, এই অভাগ্য আমার নিজেরই পাপের ফল। কিন্তু বুঝ্‌তে তখন পারিনি। বুঝতে পারি, এমন শিক্ষাও কিছু পাইনি। আমি মেয়েমানুষ, পাওনার চাইতে দেনা আমার অনেক বড়। এ কথাটা এ দেশের মেয়েরা ছেলেবেলা থেকে যেমন শেখে, তেমন কিছু শিখবার অবসর আমার কখনও হয়নি। শিখেছি কেবল পাওনার কথাই। বুঝিনি দেনাটা দিতে প্রস্তুত থাক্‌লে পাওনাটা আপনিই আসে। না এলেও ক্ষতি কিছু এমন নেই। দেনাটা দিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট তৃপ্তি জীবনে পাওয়া যায়। সেই যে তৃপ্তি, সেই যে আনন্দ, তার চাইতে আর বড় পাওনা মেয়েমানুষের জীবনে আর কি হ'তে পারে জানি না। সে পাওনা কেবল দেনা দিয়ে সুরবালা পেয়েছে,—কিন্তু আমি পেলাম না। দেনার কথাটা কিছু না ভেবে, কেবল পাওনা আদায় কর্‌তে গিয়ে সব হারালাম। আজ ভাবছি, পাওনার কথা ছাপিয়ে দেনার কথাটাই কেবল মন ভ'রে উঠ্‌ছে আর সেই দেনা দিতেই প্রাণটা আকুল হয়ে উঠ্‌ছে। এ জীবনে আর সে ভাগ্য বুঝি আমার হবে না। কিন্তু যদি হ'ত! হবে কি? বিধাতাই জানেন।

ওখানে থাক্‌ব ব'লেই গিয়েছিলাম। কিন্তু থেকেও দেনা না দিয়ে আগের মত হয় ত কেবল পাওনা আদায় করতেই চাইতাম। তেম্‌নি আবার একেবারে অতিষ্ঠ ক'রেই তোমাকে তুলতাম। তবে জানি না, হয় ত বা শেষে বুঝতাম। পাওনা যতই চাই, দেনাটার কথাও হয় ত ভাবতাম—দিতেও চেষ্টা কিছু করতাম। কিন্তু থাকাই হ'ল না।

তুমি জান, আস্‌তে আমি চাইনি,—মা জোর ক'রে নিয়ে এলেন। ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি তখন কিছু আমার ছিল না। কল্‌কেতায়

এসে—বড় অসুখ হয়েই তখন পড়েছিলাম—কিন্তু তবু ভেবেছিলাম্ তোমাকে লিখ্‌ব, তুমি এসে আমায় নিয়ে যাবে। কিন্তু সে অবসর হ'ল না—দাদা কল্‌কেতায় দুটি দিনও আর রাখতে চাইলেন না! ডাক্তার দেখান হয়েছিল। তিনি নাকি বল্লেন, ব্যারামটা আমার ভাল নয়—ক্ষয় রোগেরই লক্ষণ দেখা দিয়েছে। দাদা বড় ভয় পেলেন,—অমনি জোর ক'রে আমায় সিমলেয় পাঠিয়ে দিলেন।

শরীর মন দুই-ই একেবারে অবসন্ন হয়ে তখন পড়েছিল, নইলে সিমলেয় আস্‌তাম না। যে ক'রে যাকে নিয়েই হ'ক, তোমার ওখানে চ'লে যেতাম। দাদা তাঁর বাড়ী থেকে বিদেয় করে দিলেন। কিন্তু তুমি ত পার্‌তে না।

সিমলেয় এসে আর তোমাকে চিঠি লিখিনি। মনটা একেবারে তখন ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইচ্ছেই আর হ'ত না। কখনও যদি হ'ত, কাগজ-কলম নিয়ে কখনও বসতাম, দুই এক আঁচড় লিখেই আবার ফেলে রাখতাম। ভাবতাম, থাক্, আর কায কি? এটাও মনে হ'ত, তোমার কাযে বড় একটা বাধার সৃষ্টি হয় ত হবে। লিখলে তুমি আস্‌বে, এসে আমাকে নিয়ে বড় বিব্রতই তোমাকে হয়ে পড়তে হবে।

ব্যারামটা আমার ঠিক কি, জানি না। ডাক্তাররা না কি বলেন, ক্ষয় রোগই হবে, আর কি হ'তে পারে? জ্বর হয় প্রায়ই, আর দিন দিন বড় দুর্ব্বলও হয়ে পড়ছি। পৃথক্ একটা বাড়ীতে আমাকে রাখা হয়েছে। এক জন নার্স আছে। নার্সটি বড় ভাল। মা সদাসর্ব্বদাই আসেন; অনেক সময় কাছেও থাকেন; কিন্তু রাতদিন থাক্‌তে পারেন না। ছেলে দুটোকে কে দেখে? আর বাড়ীতেও বোধ হয় কারও ইচ্ছে নয় যে, মা রাতদিন আমার কাছে থাকেন।

ক'দিন ধ'রে কেবলই মনে হচ্ছে, তোমাকে একখানা চিঠি লিখি।

আজ আর থাক্‌তে পারলাম না; লিখলাম। বড় ইচ্ছে হয়, একটিবার তোমাকে দেখি, কাছে তোমাকে একটিবার পাই। যেতে পারি না, কে নিয়ে যাবে? আর গিয়ে ত কেবল তোমার ভার-বোঝাই হব। ভয়ও পাই, কি জানি—যাক্! সময় ক'রে একটিবার আস্‌তে পার্‌বে কি?

বরুণা"

পড়িতে পড়িতে কিরণ কাঁদিয়া ফেলিল, বিগলিত অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া পত্রখানির উপরেই কত পড়িল, অক্ষর কত মুছিয়া গেল, সাবধানে কোঁচার খুঁটে পুছিয়া পুছিয়া কিরণ পত্রখানি শেষ করিল। দুইবার তিনবার এইভাবে পড়িল।

আহা! এই কি তার সেই বরুণা! সেই বরুণা আজ এই হইয়াছে! আর তার বরুণা—যে রোগই হউক, রুগ্ন বলিয়া পিতার গৃহে—ভ্রাতার গৃহে একটু স্থান তাহার হইল না! হাঁ, ঠিকই লিখিয়াছে বরুণা, তাহার গৃহে থাকিলে সে ত তাহাকে রুগ্না বলিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিত না। পরের হাতে এ ভাবে সঁপিয়া রাখিতে পারিত না! মনে হইল, পারিলে এখনই সে উড়িয়া সিমলায় যায়, গিয়া বরুণাকে বুকে তুলিয়া লয়; বুকে ধরিয়াই রাখে! সে যাইবে, আজই যাইবে। কিন্তু গিয়া পৌছিতে তিনটি দিন অন্ততঃ লাগিবে। দীর্ঘ এই তিন দিন কি করিয়া পথ সে অতিবাহিত করিবে?

হঠাৎ তখন সুখময় বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"এ কি দাদা! তোমার চোখে জল! কার চিঠি ও? কি হয়েছে? কারও কোনও—"

"দেখুন চিঠি।"

চক্ষু মুছিয়া পত্রখানি কিরণ সুখময়বাবুর হাতে দিল। পড়িতে

গাড়িতে সুখময় বাবুও কাঁদিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, "হাঁ, পরশ-পাথরের স্পর্শে লোহাও সোণা হয় বটে! কথাটা মিথ্যে নয়।"

কিরণ কহিল, "লোহা সোণা হয়নি, দাদা। সোণাই ছিল, তবে বাজে কতকগুলো ঝুটো পাথরে সেটা ওরা মুড়ে ঢেকে রেখেছিল। আঘাতে আঘাতে পাথরগুলো ভেঙ্গে ঝ'রে পড়েছে, ভেতরের সোণা ফুটে বেরিয়েছে।"

"হবে! তা লোহা থেকেই হ'ক, কি খাঁটি খনি থেকেই আসুক, সোণা সোণাই বটে। তা হ'লে আজই ত' যেতে হচ্ছে?"

"নিশ্চয়! দেরী কি আর করতে পারি? পার্‌লে যে উড়ে এখুনি যেতাম।"

"হাঁ, যাও। গিয়ে কি নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে?"

"বুঝতে পার্‌ছিনি, ঘোষ মশাই। অবস্থাটা না দেখে কি ক'রে বল্‌ব? তবে যেখানেই রাখতে হ'ক, ভার আমাকেই নিতে হবে। কিন্তু ভাবছি, কি বন্দোবস্ত কর্‌ব? আমি ত দূরে কোথাও গিয়ে বেশী দিন এখন থাক্‌তে পার্‌ব না।"

"না, তা ত' পার্‌বেই না। এক রকম জামিন হয়েই এসেছ যে সাহেবের কাছে। তবে মা-ঠাকরুণ রয়েছেন, আর বাড়ীর ঐ মা-লক্ষ্মীটি—"

"হাঁ। যেখানেই হ'ক, তাঁদের হেফাজতেই রাখতে হবে, বরুণা যদি রাজি হয়।"

"হবে—হবে! নিশ্চয়ই হবে। খাঁটি সোণা যে হয়ে দাঁড়িয়েছে সোণায় সোণায় মিলেই এখন যাবে।"

"ব্যবধানটাও—যাক সে কথা। ও-সব ভাববার সময় এ নয়। তা হ'লে—যে ক'দিন না ফির্‌তে পারি, আপনি আছেন, সব দেখবেন। আমার জামিন আপনি।"

"কিছু ভাবনা নেই, দাদা। ছেলেগুলিও সব সোণার চাঁদ! সোণা—সোণা—সব সোণা! সোণায় সোণায় আশাপুর সোণার পুরী হয়ে উঠবে।"

"রাবণের লঙ্কাও ছিল স্বর্ণপুরী"—বলিতে বলিতে কিরণের মুখে একটু হাসিও ফুটিল।

সুখময় বাবু উত্তর করিলেন, "কিন্তু এটা হচ্ছে রামসীতার স্বর্ণপুরী। তফাৎ আকাশ-পাতাল!"

"চলুন একবার যাওয়া যাক ওদিকে, ওদের ব'লে ট'লে আসি গে।"

"চল। একাই যাবে, না সঙ্গে ওরা কেউ—"

উঠিয়া পত্রখানি হাত-বাক্সে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে কিরণ কহিল, "কিছু দরকার নেই। আর কে যাবে? বিমলপ্রকাশের যে থাকাই চাই এখানে। নইলে একা আপনি পারবেন কেন? চলুন।"

উভয়ে বাহির হইলেন। ছেলেদের সব ডাকিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিয়া কিরণ ফিরিয়া আসিল। আহারাদির পর রাত্রিতেই একখানি নৌকায় রওয়ানা হইয়া গেল।

আজ দশ বার দিন যাবৎ বরুণার জ্বরটা আর ছাড়ে না। সকালে যতই কম থাকুক, বৈকালের দিকে বেশ বাড়ে, আর তখন বড় ছটফট করিতে থাকে। শরীর আরও ক্ষীণ, আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ এখনও ঠিক কিছু ধরিতে না পারিলেও, ডাক্তারেরা কড়া কড়া ঔষধের ফোঁড়ন অনেক দিয়াছেন, আরও দিতে চান। কিন্তু এখন বরুণা কিছুই আর লইতে রাজি হয় না। বলে, 'বিষে বিষে শরীর আমার জর্জ্জর হ'য়ে গেছে। মর্‌তেই যদি হয়, একটু স্বস্তিতে মর্‌তেই দাও। এ আর সইতেই পারছিনে।' অগত্যা ডাক্তাররা বলিয়াছেন, আচ্ছা, কিছুদিন স্বভাবের উপরেই বরং নির্ভর করিয়া দেখা যাউক। কিন্তু স্বভাবের আর শক্তিই বড় কিছু ছিল না। যেটুকু ছিল, এই সব বিষের ক্রিয়াকে প্রতিহত করিয়া উঠিতে পারে, এমন সামর্থ্য তাহার কিছু দেখা গেল না।

একটি পরিবর্ত্তন কেবল দেখা যাইতেছে। রুচি কিছু হউক না হউক, সময়মত পথ্যাদি গ্রহণে বরুণা আপত্তি কিছু করে না। চেষ্টাই বরং করে, কতটুকু গ্রহণ করিতে পারে। হয় ত ভাবে, একটু বল যদি শরীরে আনিতে পারে, একটু সুস্থ আরও কিছু দিন যদি থাকিতে পারে। চিঠি লিখিয়াছে। যদি উনি আসেন—নিশ্চয়ই আসিবেন। তখন—তখন—যদি—যদি—কিন্তু পারিবে কি? শেষ যে আকাঙ্ক্ষা তাহার বুক ভরিয়া তখন উঠিতেছিল, তাহা আর এ জীবনে পূর্ণ হইবে কি? আহা! যদি—যদি হয়! এইটুকু দয়াও যদি বিধাতা করেন!

আহারাদি করাইয়া তিলোত্তমা গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বরুণা উঠিয়া পর পর কয়েকটি বালিসের উপরে হেলিয়া বসিয়া আছে। নার্স নিকটেই একখানি চেয়ারে বসিয়া আগের দিনের খবরের কাগজ তাহাকে পড়িয়া শুনাইতেছে। বৈকালের দিকে জ্বর বাড়িত, শুনিতে পারিত না। রোজই এই সময়ে খবরের কাগজ তাহাকে পড়িয়া শুনান হইত।

বরুণা কহিল, "আশাপুরের কোনও খবর আজও কিছু নেই?"

"না, দেখ্‌তে ত পাচ্ছিনে।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বরুণা কহিল, "আজ ক'দিন কোনও খবরই আর বেরোচ্ছে না।"

নার্স কহিল, "রোজই কি ওখানকার খবর আপনি প্রত্যাশা করেন?"

একটু ম্লান হাসি বরুণার মুখে ফুটিল; কহিল, "আশা ত করিই, কিন্তু পাই না।"

"কি ক'রে পাবেন? নতুন এমন কিছু ত আর রোজ রোজ ঘটছে না যে, তার খবর সব কাগজে বেরোবে?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বরুণা কহিল, "না, তা ঘটছে না। তবু মনে হয় যদি ঘট্‌ত, আর তার খবর মেলাই কাগজ ভ'রে ভ'রে বেরোত! তা' এক কায করুন না? পুরোণো একটা কাগজ বের ক'রে নিন—ঐ যে সেই কাগজটা যাতে কার কার চিঠি বেরিয়েছিল—ঐ যাঁরা গিয়ে দেখে এসেছিলেন—",

"সে যে কতদিন পড়ে শুনিয়েছি।"

"তবু আর একটিবার আজ শুনি। আমার যে পুরোণো হয় না। আর ছাই মনেও কিছু থাকে না। ইচ্ছে হয়, মুখস্থ ক'রে রাখি, আর মনে মনে আওড়াই! কিন্তু পারিনে। তা আনুন্‌ না কাগজটা?

সাপটায় ভাল লাগ্‌বে না। তা কি কর্‌বেন? কত আবদারই ত রাখছেন। এটাও রাখুন।"

"অত ক'রে কেন বল্‌ছেন? আপনি একটু শান্তি পান, ভাল থাকেন, এইটে দেখাই ত আমার কায—"

বলিয়া নার্স উঠিল; একটি টেবিলের উপরে ভাঁজ করা অনেকগুলি খবরের কাগজ পর পর সাজান ছিল। তাহার মধ্য হইতে একখানি কাগজ বাছিয়া আনিল; বরুণাকে সেই পত্রখানি পড়িয়া শুনাইল। চক্ষু বুজিয়া বরুণা শুনিতেছিল; আর ধীরে ধীরে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। নার্সেরও চক্ষু আর্দ্র, কণ্ঠস্বর স্খলিত হইয়া আসিল। কোনও মতে পত্রখানি শেষ করিয়া উঠিয়া আসিল; একখানি রুমাল লইয়া বরুণার চক্ষু-মুখ মুছিয়া দিল।

"হয়ে গেল? আর—আর কিছু নেই?"

"না। চিঠি যে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি যদি অমন কাঁদেন, তা হ'লে কিন্তু আর কিছু পড়ব না।"

"না, কাঁদব না। হাঁ, আর একটা কাগজ—ঐ যে কলকেতায় উনি এসেছিলেন, আরও কতটি ছেলে ওখানে নেওয়ার বন্দোবস্ত হ'ল—"

"আচ্ছা আনছি। কিন্তু আবার কাঁদবেন না যেন। তা হ'লে কিন্তু পড়া বন্ধ ক'রে দেব।"

একটু হাসিয়া বরুণা কহিল, "তা দুফোঁটা চোখের জল যদি পড়েই, ক্ষতি এমন কি? মনটাও ত একটু হালকা হয়।"

"আমি যে চোখে দেখতে পারিনে। চোখ ভ'রে আমারও জল আসে যে।"

"আপনি আমার খুব ভালবাসেন!"

একটু হাসিয়া নার্স কহিল, "আপনি এমন ভাল; কে না ভালবেসে পারে?"

"ভাল? আমি ভাল? হায়, যদি জান্‌তেন, কি ছিলাম আমি!—আচ্ছা, তা হ'লে শুনুন। সব আপনাকে খুলে বল্‌ছি—"

"না না, দোহাই আপনার, ও-সব কথা শুন্‌তে আমি কিছু চাইনে। আর শুনে কি হবে? চুপ ক'রে ব'সে থাকুন আপনি। কাগজটা এনে আমি পড়ছি শুনুন।"

বলিয়াই নার্স উঠিয়া গিয়া কাগজখানি আনিল। ইচ্ছা ছিল না পড়ে। হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা, আপনি ত চিঠি লিখেছিলেন বাবুকে। তা তিনি কবে তক আস্‌বেন?"

"জানিনে ত। হয় ত আজও এসে পৌছুতে পারেন। আহা, যদি আসেন!—সময় ত হ'ল।—ঐ কার সাড়া পাচ্ছি না? দেখুন ত—দেখুন ত—বাইরে গিয়ে একটিবার দেখুন ত কে এল? তিনিই এলেন কি না?"

বলিতে বলিতে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক বরুণা চাহিল।

"এই!—অত অস্থির হবেন না। স্থির হয়ে একটু বসুন। আমি যাচ্ছি—দেখছি তিনি এলেন কি না। স্থির হ'ন—স্থির হ'ন! নইলে বল্‌ছি—দরজা বন্ধ ক'রে রাখ্‌ব, ভেতরে কাউকে আস্‌তেই দেব না।"

"না না! হ'চ্ছি—হ'চ্ছি—এখুনি স্থির হ'চ্ছি, এই হয়েছি। আপনি যান—গিয়ে দেখুন।"

নার্স বরুণার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "হাঁ, বাবু এসেছেন।"

"এসেছেন—সত্যি—সত্যিই এসেছেন? আঃ! ভগবান্! যান,

"আপনি বুঝছেন না, কত বল আমি পাচ্ছি। ঠিক যেন দৈব ওষুধ পেয়েছি। যান, পাঠিয়ে দিন তাঁকে। হাঁ, এক কাপ চা আর কিছু খাবার পাঠিয়ে দেবেন। আর—আর—ওদের বলুন, রান্না চড়িয়ে দিক্।"

নার্স বাহির হইয়া গেল। কিরণ তখন দরজা খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

"বরুণ!"

"এস! ভাল আছ তুমি?" একটু হাসিয়া ধীরভাবেই বরুণ স্বামিকে সম্ভাষণ করিল। কিন্তু চক্ষুদু'টি ভরিয়া অশ্রুধারা উছলিয়া উঠিতেছিল। কিরণ আসিয়া শয্যার পাশে বসিল। একখানি হাতে তাহার হাত ধরিয়া অপর হাতে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে কহিল, "ইঃ! কি হয়ে গেছ তুমি! এত দিন এই ভাবে ভুগছ, আর একটু খবর আমাকে দেওনি?"

"খবর—খবর—তা এখন ত দিয়েছি।"

"অনেক—অনেক আগে দেওয়া উচিত ছিল—ব্যারাম যখন সুরু হ'ল। অবিশ্যি—আমিও পাষাণ হয়ে ছিলাম—খবর একটা তোমার নেওয়া উচিত ছিল—নিইনি। শরীর তোমার তখনই ভাল ছিল না—ঐ ভাবে জোর ক'রে ওঁরা নিয়ে এলেন—বোঝা উচিত ছিল, সইতে তুমি পারবে না, শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু বুঝেও বুঝিনি—বুঝতে চাইনি। কেমন একটা রাগ হয়ে গিয়েছিল—"

"সে ত হ'তেই পারে। কত বড় অপমান তোমাকে ক'রে টেনে হেঁচড়ে আমাকে নিয়ে এলেন ওঁরা। কোনও কথা তোমার শুনলেন না। লঞ্চে এসেও অনেক বলেছিলে তুমি। বুঝতে পারছিলাম সব। কিন্তু একটি কথাও মুখ ফুটে অভাগী আমি বল্‌তে পার্‌লাম না—"

"কেঁদো না—কেঁদো না! লক্ষীটি, কেঁদো না—চুপ কর দিকি একটু। থাক্ ও-সব কথা এখন। হাঁ, তোমার অবস্থাটা কি—কি হয়েছে, বুঝিয়ে সব বল দিকি এখন। ডাক্তাররা কি বলেন? কই, গায়ে জ্বর ত এমন কিছু বোধ হচ্ছে না? তবে শরীর শুকিয়ে একেবারে পাত হয়ে গেছে—"

"হাঁ, তা গেছে। জ্বর—বিকেলের দিকে বাড়ে—এই তিনটে চারটে থেকে। হাঁ, হয়েছে—আর নয়! উঠে গিয়ে ঐ চেয়ারে এখন ব'স দিকি। আমার এই বিছানায়—এত কাছে ঘেঁসে—না না, একটা সর্ব্বনাশ শেষে হবে! স'রে যাও—স'রে যাও—উঠে গিয়ে ঐখেনে ব'স!"

আরও কাছে ঘেঁসিয়া, গায়ের উপরে ঝুঁকিয়া দুই হাতে বরুণার গলাটি কিরণ জড়াইয়া ধরিল,—মুখের কাছে মুখখানি আনিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "পাগল! কি ভাবছ? তোমার ব্যারাম অম্‌নি এ'সে আমাকে ধরবে? ধরে ধরবে। তাই ব'লে তুমি আমার বরুণ—আর আমি--"

বলিতে বলিতে মুখখানি কিরণ বরুণার মুখের উপরে রাখিল।

"সর্ব্বনাশ! কি কর্‌ছ—কি কর্‌ছ! ওঠ ওঠ, স'রে যাও! তুমি এসেছ—কাছে তোমাকে পেয়েছি—এই যে আমার আজ ঢের। ওঠ ওঠ! দোহাই তোমার, ওঠ—"

হাত দুখানি তুলিয়া কিরণকে বরুণা সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। দরজায় একটা মৃদু আঘাত তখন পড়িল; নার্স কহিল, "চা এনেছি।"

কিরণ ত্রস্ত উঠিয়া বসিল। বরুণা কহিল, "আসুন।"

চা ও খাবার আনিয়া নার্স ছোট একখানি টি-পয়ের উপরে রাখিল; একখানি চেয়ার কাছে সরাইয়া দিল। নমস্কার সহ ধন্যবাদ জানাইয়া

হাত বাড়াইয়া কিরণ টিপয়টা কাছে টানিয়া আনিল। বরুণা কহিল, "ঐখেনে ব'সে গিয়ে খাও না?"

"না। এইখেনেই বেশ খাব। ভয় নেই। মন শুদ্ধ থাক্‌লে রোগের বীজ সহজে শরীরে এসে আমল পায় না। শরীরটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে—দুর্ভেদ্য দুর্গ, ঢুকতেই সহজে কিছু পার্‌বে না।"

একটু হাসিয়া নার্স বরুণার দিকে চাহিয়া কহিল, "রান্না চড়াতে বলেছি।"

"রান্না! রান্না আবার কেন?"

"আপনি খাবেন না?"

"ও! তা সেটা এ বেলার মত পথেই সেরে এসেছি। উনি অতি অসুস্থ—আর একলাটি এখানে আছেন—তাই ভাবলাম—"

"দুটি ভাত আর এখানে তোমার জুটত না?"

"জোটাতে অন্ততঃ বেশ একটু বিব্রত তোমাকে হয় ত হ'তে হত। এমন সব বন্দোবস্ত আছে—আর উনি এমন এক জন সহায় তোমার এখানে আছেন—সেটাও ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"উনি আমার—আমার আপন বোনের মত। কি ভালই যে আমাকে বাসেন! আর কি যত্নই যে করেন—"

সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া নার্স তখন বাহির হইয়া গেল।

কিরণ কহিল, "খাসা লোকটি,—দেখেই মনে হয়, খুব ভাল।"

একটু খাবার মুখে তুলিয়া এবং চায়ের পেয়ালায় গোটা দুই চুমুক দিয়া কিরণ কহিল, "হাঁ, এখন বল, দিকি শুনি, বর্ত্তমান অবস্থাটা তোমার কি?"

"সে ত লিখেছিই মোটামুটি সব। অবস্থা—এই জ্বর হয়—শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে—খেতে পারিনে—দুর্ব্বলও বড় হয়ে পড়ছি। ডাক্তাররা বলেন—"

"জানি। বলেন, ক্ষয়রোগ। তা স্পষ্ট লক্ষণ কিছু পেয়েছেন?"

"শুনি ত পাননি। তবে—বলেন—"

"নিশ্চয়ই সেই রোগ হবে। জানি, আর কোনও কারণ না ধরতে পারলে ঐ এক কথাই তাঁরা ব'লে থাকেন। যা হ'ক, একটিবার তাঁদের সঙ্গে দেখা আমি করতে চাই। হাঁ, কার হাতে তুমি আছ? তাঁর নাম ঠিকানা কি? এখুনি আমি বরং যাই।"

হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বরুণা কহিল, "এত ব্যস্ত কি? বিকেলে বরং তিনি আস্‌বেন, খবর পাঠান যাবে। তুমি বসো—এখ্‌নি কোথাও যেও না।"

"ভাল, তাই হবে তবে। কিন্তু ভাবছি—"

"কি?"

"বড্ড বেশী তুর্ব্বল হয়ে পড়েছ তুমি। ব্যারামটা যাই হ'ক, বেশ একটু শক্ত হয়েই বোধ হয় উঠেছে। রোজই জ্বর হচ্ছে? খুব বেশী?"

"আগে মধ্যে মধ্যে ছাড়ত। তু'চারদিন হয়ত ভাল থাকতাম। কিন্তু দশ বার দিন অবধি জ্বর আর ছাড়ে না—রোজই বিকেলে বাড়ে। কত ওঠে জানি না। কেউ বলে না। তবে মনে হয়, দেড় তুইএর কম হবে না। বড় তুর্ব্বলও হয়ে পড়েছি। তাই না তোমাকে খবর দিলাম। বড় ইচ্ছে হ'ল, তুমি একটিবার এস। আর—আর—"

"এই দেখ, আবার কাঁদছ! ওতে যে আরও তুর্ব্বল হয়ে পড়বে। তা—খবরটা আগে কেন দিলে না? এখানে এসে যখন বুঝতে পার্‌লে ব্যারামটা শক্ত হয়েই দাঁড়াচ্ছে—"

"দিলে কি হ'ত? তুমি আসতে পার্‌তে?"

"পারতাম না? কি বল্‌ছ? যে ক'রে হয় সময় ক'রে আস্‌তাম। এসে তোমায় কল্‌কেতায় নিয়ে যেতাম। ভাল কবরেজ দেখাতাম, শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠ্‌তে। তখন তোমায় আশাপুরে নিয়ে যেতাম।

ত।-; ঘর-দোর করিয়ে তোমাকে রাখতাম। খোলা যায়গা—খাসা হাওয়া,—এদ্দিনে একেবারে সেরেই যে উঠতে।"

"উঠতাম! সত্যিই উঠতাম!"

চক্ষু দুটি ভরিয়া আবার অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিল।

স্নেহ-কোমল হস্তে মুছাইয়া দিয়া কিরণ কহিল,—"উঠতে—নিশ্চয়ই উঠতে। জানি—তোমার এই ব্যারামটা কি, কেন হয়েছে। মনের দারুণ অশান্তি, দারুণ একটা জ্বালা—সইতে পারনি। মনটা ভেঙ্গেই শরীর তোমার ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু কি কর্‌ব? বোঝাতে তোমায় পারিনি! হয় ত—হয় ত—বোঝাতে তেমন ক'রে চাইওনি। আমারও মনটা গিয়েছিল কেমন ক্ষ্যাপা হয়ে—"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বরুণা কহিল, "ক্ষ্যাপা ক'রে আমিই দিয়েছিলাম—"

"সে যাই হ'ক, শেষে যখন বুঝেছিলে—নিয়ে যদি আমি যেতে পারতাম, কাছে রাখতে পারতাম—নিশ্চয়ই সেরে উঠতে। চিকিৎসা যা দরকার হ'ত, কবরেজরা অবস্থাটা সব জেনে বুঝেই তার ব্যবস্থা করতেন। ভাল কবরেজরা তাই করেন। ডাক্তারী নিদান অত তলিয়ে কিছু দেখে না; ভিতরে না গিয়ে রোগের বীজ তারা বাইরে খোঁজে।"

হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বরুণা কহিল, "নিয়েই তবে যাও আমাকে।"

"দেখি, ডাক্তাররা কি বলেন।"

"ডাক্তাররা যদি নাই বলেন?"

"তা হ'লে—তাই ত! বড্ড মুস্কিলই হবে দেখছি।"

"থাকতে ত তুমি পারবে না?"

"না! আর অতদূর থেকে ছুটোছুটি করা—তাই ব কি ক'রে সম্ভব হয়? ভারী মুস্কিলই হবে দেখছি, যেতে যদি নাই পার!"

"পারব। নিয়েই যাও আমাকে।"

"ডাক্তাররা না ব'ল্লে কোন্ সাহসে যাব বল ?"

"ফেলেই বা কি ক'রে যাবে ? কার কাছে ফেলে যাবে ?"

একটু হাসিয়া কিরণ চাহিল। কিছু বলিল না।

"হাসছ যে ? ভাবছ, মা বাবা আছেন। না, তাঁদের কাছে আর থাকব না! আর তাঁদের কাছেই বা কি আছি ? বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলেন—দাদারা কি বৌদিরা কেউ হ'লে পারতেন ? কলকেতায় ছুটি দিন আমাকে রাখতে পারলেন না! যদি পারতেন—যদি পারতেন—উঃ! আর পারছি না—মাথা ঘুরছে—একটু শোব। নার্শকে ডাক ত ? বালিশগুলো—"

"আমিই সরিয়ে ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" বলিয়া কিরণ বরুণাকে এক হাতে বুকে ধরিয়া আর এক হাতে বালিশগুলি এদিক ওদিক সরাইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া দিল।

"একটু জল—"

কিরণ এক গ্লাস জল আনিয়া মুখের কাছে ধরিল। মনে হইল, একটু শীতও করিতেছে। লেপটি পায়ের কাছে গুটান ছিল; খুলিয়া গায়ে চাপা দিয়া দিল। কপাল ও বুক স্পর্শ করিয়া দেখিল। ক্ষীণস্বরে বরুণা কহিল, "আজ একটু আগেই দেখছি জ্বরটা এল—"

"হাঁ, এখন একটু চুপচাপ শুয়ে থাক দিকিন।" বলিয়া কাছেই অর্দ্ধ-শয়িত হইয়া কিরণ কোলের কাছে বরুণাকে চাপিয়া রাখিল।

কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বরুণা কহিল, "আঃ! কি আরাম, কি তৃপ্তি, কি শান্তি! যদি এখন মরি—"

"পাগল! কি বলছ! মরবে কেন ?"

"মরতে হ'লে এই ত সময়—এই ত তার স্থান—তীর্থ—মহা পুণ্যের—মহা আনন্দের মহাতীর্থ—"

"কেন ও সব কথা বলছ, বরুণ? সেরে ওঠ। তীর্থই যদি বল—বেঁচে থেকেই এই তীর্থের আনন্দ সারাটি জীবন ভোগ কর।"

"করব কি? করতে পারব? সেরে উঠব? আহা, যদি উঠি! মরতে আজ যতই সুখ হ'ক, মরণের পরে যে ছাড়াছাড়ি হবে! না—না! মরব না—মরব না—মরতে পারব না। বাঁচিয়ে আমায় রাখ!"

বলিতে বলিতে দুটি হাত বাড়াইয়া শক্ত করিয়া বরুণা স্বামীকে জড়াইয় ধরিল; একবারে চাপিয়া তাহার গায়ে লাগিয়া রহিল।

"রাখব—রাখব, বরুণ! মরতে তোমায় দেব না!" অতি আবেগে কিরণ বরুণাকে নিজের দেহে চাপিয়া ধরিল। কহিল, "শুনেছি, এব জনের প্রবল জীবনী-শক্তি আর এক জনের দেহে সঞ্চারিত ক'রে তাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তাই আমি করব। সে শক্তি যথেষ্ট আমার আছে—কেন পারব না?"

হঠাৎ ছট-ফট করিয়া বরুণা উঠিল; নিজে সরিয়া কিরণকেও ঠেলিয় সরাইয়া দিতে দিতে কহিল, "না—না! এ কি করছি? কি করছ স'রে যাও, স'রে যাও! সর্ব্বনাশ হবে যে! না না, আমি বাঁচতে চাই—বাঁচতে চাইনি! স'রে যাও—স'রে যাও!"

অগত্যা উঠিয়া একটু সরিয়া বসিয়া কিরণ কহিল, "পাগল দেখ! ভ কি? সত্যিই আমার সব শক্তি তোমার শরীরে অম্‌নি চ'লে গেল?"

"অন্ততঃ আমার রোগটি তোমার শরীরে ত যেতে পারে। আমার হাতখানি ধ'রে কাছে অম্‌নি ব'সে থাক, এই ভাল।" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বরুণা চুপ করিল। একটু পরেই চমকিয়া আবার কহি "এই যে! ব'সেই আছ?"

"হাঁ।"

"ঘুমোবে না একটু?"

"না।"

"যদি ঘুম পায়, নার্সকে ডেকো। পাশের ঐ ঘরটাতে তোমার বিছানা-টিছানা সব ঠিক করিয়ে রেখেছি। চুরুট আছে—সিগারেট আছে—সব ঠিক আছে। এনে দেবে দুটো? খাবে?"

"না, থাক্ এখন।"

"তা খাও না? আমার কিছু অসুবিধে হবে না।"

কিরণ একটু হাসিল। পিপাসা যে কিছু না হইতেছিল, তাও নয়। বরুণার মুখেও একটু হাসি ফুটিল।

"হুঁ! ইচ্ছে হচ্ছে, তবু খাচ্ছ না। কেন? না না, খাও, খাও! আমি দেখি—তুমি খাও। উঠে গিয়ে লছমনকে ডাক—"

"ডাকতে আর কাউকে হবে না। পকেটেই আছে। আচ্ছা, বল্ছি, বরং খাচ্ছি একটা।"

বলিয়া পকেট হইতে সিগারেট ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া একটা ধরাইল। একটু কাল চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বরুণা আবার চক্ষু বুজিল। কি যেন মনে হইতেছিল। দুই ফোঁটা অশ্রু শীর্ণ কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া দিয়া কিরণ কহিল, "ছি ছি! আবার কেন চোখের জল ফেলছ?"

"সুরবালা কোথায়?"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া কিরণ উত্তর করিল, "দেশে আছে মার কাছে।"

"দেশে আছে? আশাপুরে নয়?"

"না।"

"হুঁ! জানতাম, সে থাকবে না, সেই দিনই চ'লে যাবে।"

"তাই গিয়েছে।"

ভাল আছে ?"

"সম্ভব। সে দিন থেকে যেমন তোমার, তেম্‌নি তারও কোনও খবর নিই নি।"

"কেন নাওনি ? তার ত কোনও অপরাধ হয় নি ?"

"থাক ও-সব কথা এখন, বরুণ।"

"তাকে ত্যাগ করেছ কেন ? কেন করবে ?"

"থাক ও-কথা, বরুণ !"

"না, কেন থাকবে ? আমি যে এই কথাই ক'দিন ধ'রে কেবল ভাবিছি।"

"ভাবছ !"

"হাঁ, ভাবছি—আর আর—কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে—তার কাছে একটিবার যাই—তার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিই—সারাটি গায়ে নিয়ে মাখি।"

নিঃশব্দে কিরণ একখানি হাত মাথায় রাখিয়া আর একখানি হাতে তার অশ্রুসিক্ত চোখ-মুখ পুছিয়া দিল।

বরুণা কহিল, "আগে ভেবেছিলাম, তাকেই একখানা চিঠি লিখব—তাকে আর মাকে। শেষে ভাবলাম, না, তাঁরা কি আসতে পারবেন ? তখন তোমাকে লিখলাম—লিখলাম, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাবে—দেশে—বাড়ীতে—তাঁদের কাছে।"

"বল কি, বরুণ ! দেশে—সেই বাড়ীতে—তুমি এখন যেতে পার ? তা, বেশ, তাঁদের দেখতে চাও, কলকেতায় বরং চল। যদি যেতেই পার—তাঁদের ওখানে আনাব।"

"কলকেতায়—না, না—শেষে যদি আর নাই যেতে পারি। আমি যে তাই যেতে চাই। সুরবালা তোমাদের ঘরের বউ। আমিও যে তারই

মত ঘরের বউ হয়েই তোমাদের ঘরে গিয়ে একটিবার উঠতে চাই। সেই ঘরেরই ধূলো সুরবালার পা থেকে আর—আর মার পা থেকে তুলে নিয়ে গায়ে মাথায় দিতে চাই।"

"তা, বেশ। কলকেতায় চল—ওঁরাও আসুন—ভাল হয়ে একটু ওঠ—তখন যাবে।"

"না না, আগে যাব। আগে এ সাধ আমার মেটাব। তার পর—তার পর যদি—হাঁ, কলকেতায় নিয়ে এসো সবাইকে। বাঁচতেও যে আমার বড় সাধ। হাঁ, শোন! যদি বাঁচি—সেরে যদি উঠি—"

অতি আয়াসে রোদনের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া কিরণ কহিল, "কি বল?"

"দু'জনেই কি আমরা তোমার কাছে থাকতে পারি না?" ব... হাতখানি শক্ত-হাতে চাপিয়া ধরিল।

কিরণ কহিল, "আচ্ছা, সেরেই তুমি আগে ওঠ; তখন সে কথা ভাবা যাবে।"

"না না, এখুনি বল! শুনে আমি নিশ্চিন্ত হই। যদি পারি, তবেই না বাঁচতে আমার সাধ যাবে।"

"কিন্তু জান ত সব বরুণ—সুরবালা তোমার সুখের পথে এসে বাদী হ'তে কিছুতেই চাইবে না।"

"আমিই বা তার সুখের পথে কি ব'লে বাদী হব?"

"এ সুখটা ত সুরবালা চাইছেই না, বরুণ। অভাবে কোনও দুঃখ পাচ্ছে ব'লেও ত মনে হয় না।"

"চাইছে না? দুঃখু পাচ্ছে না? না চেয়ে পারে? দুঃখু না পেয়ে পারে? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মায়নি? তোমাকে ভালবাসেনি? তবে সে আমার মত হীন নয়—স্বার্থপর নয়। কেবল নিজের সুখটাই চায়নি,

নিজের পাওনাটাই বড় ক'রে কখনও দেখেনি, দেনার ধর্ম্মটাই কেবল মেনেছে। মানুষ ত বোঝে না,—নইলে মানুষের জীবনে—বিশেষ মেয়েমানুষের জীবনে—পাওনার চাইতে দেনাটা অনেক—অনেক বড়। পাওনা চায়নি, দেনাই মেনেছে, দেনাই দিয়েছে। দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে। আর সেই কৃতার্থতার যে তৃপ্তি, তা এই দুঃখটাকেও চেপে আশ্চর্য্য এক শান্তিতেই মনটাকে তার ভ'রে রেখেছে! আর আমি—কি করেছি—কি করেছি!"

"থাক্, আর নয়, বরুণ! বড় উত্তেজিত তুমি হয়ে উঠছ। এদিকে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—"

"যাক্! রোজই ত যায়। অনেক দিন পরে তোমাকে পেয়েছি। এসব কথাগুলো—গুমরে এদ্দিন মরছিলাম—আজ তোমাকে পেয়েছি—বলছি, মন খুলে সব বলতে দেও—মনটা হাল্কা হয়ে যাক্।"

"ঢের ত ব'ল্লে। আর কি বলবে?"

"বলতে যে ফুরোয় না। কত কথাই ভাবি, যা আগে কখনও ভাবিনি। মনেও কখনও ওঠেনি। এখন ওঠে—আপনিই মনে ঠেলে ঠেলে ওঠে।"

"বুঝতে পেরেছি তোমার মনের কথা সব, বরুণ! আর বলতে হবে না কিছু।"

"হবে না? বুঝতে পেরেছ? না, ঠিক পারনি। মেয়েমানুষের মনের কথা পুরুষ তোমরা কি বুঝতে পার? সুনবালার মনের কথা কখনও বুঝেছ? তুমি বোঝনি, কিন্তু মেয়েমানুষ আমি আজ বুঝেছি। সে যা পেরেছে—ঠিক তা পারব না। তার মত তোমাকে ছেড়ে অথচ তোমারই হয়ে—তারই হাতে তোমাকে একেবারে স'পে দিয়ে—থাকতে আমি পারব না। সে বল—সে সাধনা আমার নেই। দেনা দিতেই

এখন চাই বটে, কিন্তু তা দিয়েও যেটুকু পেতে পারি—তা সে ছাড়তে পারিনে। তাই তারই আপন বোনটি হয়ে তার সঙ্গে মিলে তোমার ঘরে থাকতে চাই। সুখের বাদী? না, কিসের সে সুখ? কিসের বাদ? না, না, কেউ কারও সুখে বাদী হব না! আমি ত হবই না, —সেও হবে না। দেখ, পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষ—অনেক তফাৎ, ধাতই আলাদা। তুমি বুঝবে না, কিন্তু সুরবালা বোঝে, আমিও আজ বুঝতে পারছি, পাশাপাশি দু'জনে ব'সে এমন এক দেবতার পূজো আমরা করতে পারি। তোমরা পূজো করো না, পূজো নেও। আর তাতে ভাগী আর কাউকে সইতে পার না। আর সত্যি পূজো যে করে, সে ভাগ ক'রে করে না। একমনে এক দেবতাকেই করে। আর কেউ করলেও তার পূজো সে বেশ করতে পারে।"

একটু হাসিয়া কিরণ উত্তর করিল, "[illegible] তবে সে পূজোর এত ফুল-চন্দন আর নৈবেদ্যের ভার দেবতা আমি তোমাদের বইতে পারলে হয়।"

"পারবে। কেন পারবে না? দেবতা যদি হও, আর ভক্তির পূজোই যদি আমরা ক'রতে পারি, অবিশ্যি পারবে। পারতেই যে হবে। তা হ'লে বল, আমায় নিয়ে যাবে? ঠিক গেরস্থ ঘরের বউটির মত তোমাদের ঘরেই আগে আমাকে নিয়ে যাবে?"

"যেতেই যদি চাও, যাবে। কিন্তু ভাবছি—"

"কিচ্ছু ভাবতে হবে না! কি ভাবছ? যদি মরি? বেশ—মরবই তবে। সেই মহাতীর্থে তার হাতে তোমাকে আর আমার টম-জিমকে স'পে দিয়ে তার আশীর্ব্বাদ নিয়ে মরব। এই আশীর্ব্বাদ নিয়ে মরব—পাপ এই দেহটা ছেড়ে অমনি যেন তারই সেই পুণ্যের দেহে গিয়ে তারই সঙ্গে এক হয়ে মিলে যেতে পারি—তার সেবাতেই যেন আমার সেবার

সাধ পূর্ণ হয়! যদি পাই—পাব—সে আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ আমার হবে না। আঃ! যদি পাই—সে আশীর্ব্বাদ যদি পাই—মরণকেও পরম আনন্দে আমি বরণ ক'রে নেব!"

বরুণা চুপ করিল,—চক্ষু দুটি বুজিয়া কেমন নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিল। হাতখানি ধরিয়া কিরণ নাড়ী দেখিল। কিছু ক্ষীণ ও দ্রুতগতি হইলেও নাড়ী বেশ চলিতেছে। নিশ্বাসও গভীর-ধীরগতিতে বহিতেছে। মুখেও বেশ একটা প্রশান্ত ভাব দেখা যাইতেছে। কিরণ বুঝিল, বরুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাঁ, তাহাকে পাইয়া, মনের কথা সব তাহাকে বলিতে পারিয়া, অতি বড় একটা তৃপ্তিই বরুণা আজ পাইয়াছে—যে তৃপ্তি বুঝি জীবনেও কখনও আর সে পায় নাই।

ডাক্তারেরা অনুমোদন করিতে পারিলেন না। নীলাম্বরবাবু অনেক বুঝাইলেন; তিলোত্তমা অনেক কাঁদিলেন। কিন্তু বরুণা কিছুতেই তাহার এই সংকল্প ত্যাগ করিল না। দৃঢ়স্বরে জানাইল, "যদি যাই, হয় ত সেরে উঠ্‌বে। কিন্তু জোর ক'রে যদি রাখ, বাঁচাতে আমাকে কিছুতেই পারবে না!"

অগত্যা কিরণ পরদিনই বরুণাকে লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিল। কাঁদিয়া তিলোত্তমা বরুণার হাতখানি কিরণের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিলেন, "একদিন তোমার হাতে ওকে দিয়েছিলাম, কিন্তু পূরোপূরি বো হয় দিতে পারিনি, দাবী-দাওয়া অনেকখানিই রেখেছিলাম। আজ দাবী-দাওয়া সব ছেড়ে তোমার হাতেই একেবারে ওকে সঁপে দিচ্ছি। হয় ত জন্মের মতই দিচ্ছি—আর ওকে দেখতে পাব না। অনেক অপরাধ করেছি বাবা, ক্ষমা ক'রো। তোমার মাকে ব'লো, সব অপরাধ যেন আমার ক্ষমা করেন। নিজের ঘরের বউটি ব'লে কোলে তুলে যেন ওকে নেন। পায়ের ধূলো দিয়ে দুটি হাত ওর মাথায় তুলে যেন আশীর্ব্বাদ করেন। আমি বড় অভাগী—তাঁর পুণ্যের জোরেই বরুণ যেন আমার সেরে ওঠে।"

কিরণ রওনা হইয়া গেল। টম-জিমকে লইয়া লখিয়া সঙ্গে গেল। নার্স ও স্বেচ্ছায় অন্ততঃ কলিকাতা পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

সব কথা খুলিয়া বাড়ীতে একখানা পত্র কিরণ লিখিয়া পাঠাইল। মধ্যে একটু পত্র বরুণা নিজেও সুরবালার কাছে লিখিয়া দিল।

কলিকাতায় এক দিন থাকিয়া, পরদিন কিরণ দেশের দিকে যাত্রা

করিল। কয়েক ঘণ্টার মাত্র পথ, নার্সকে আর সঙ্গে লইল না। সে যাইতে চাহিয়াছিল। কিরণ বুঝাইয়া বলিল, প্রয়োজন হইবে না। লালপেড়ে সাড়ী, কপালে সিন্দুর, হাতে দুগাছি রুলি, লাল শাঁখা আর লোহা, পায়ে আলতা, এই মাত্র বেশভূষায় সজ্জিতা বরুণাকে লইয়া গাড়ীতে তোলা হইল।

সতীশের সঙ্গে একখানি পাল্‌কী লইয়া সৌদামিনী নিজেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। দুই হাতে বুকে ধরিয়া বধূকে গাড়ী হইতে নামাইলেন. সাবধানে পাল্‌কীতে তুলিয়া দিলেন। কাছেই ছোট একটি নদী, ক্রোশ দুই পথ নৌকায় যাইতে হয়। যথা-সময়ে পাল্কীসহ বরুণাকে লইয়া সকলে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীরা বধূকে দেখিতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছিলেন। কচি নূতন বউটির মত কোলে তুলিয়া সৌদামিনী বরুণাকে ঘরে লইয়া গেলেন। প্রতিবেশিনীরা হুলুশঙ্খ-ধ্বনি করিলেন।

ঘরের বউটি হইয়া বরুণা প্রথম আজ স্বামির ঘরে আসিল; শাশুড়ীর পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইল। সুরবালার দিকে চাহিল; চাহিয়া —চাহিয়াই রহিল। সুরবালা কাছে আসিয়া বসিল। দুই হাতে পা দুখানি স্পর্শ করিয়া বরুণা মাথাটি তার কোলে রাখিল। নীরবে সকলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঘরের বউটি হইয়া বরুণা আজ আসিল; কিন্তু বউটি হইয়া ঘরে থাকা বিধাতা তার অদৃষ্টে লেখেন নাই। দীর্ঘপথ—জীবনের পরম যে তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে মনের বলে বরুণা আসিয়াছিল, সেই তৃপ্তির সঙ্গেই মনের সেই বলটুকু নিঃশেষ হইয়া গেল। কামনাও আর কিছু তখন ছিল না; মনে হইতেছিল, জীবনে যাহা কিছু কাম্য হইতে পারে, সবই সে আজ এই গৃহে আসিয়া পাইয়াছে। আর কেন?